পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বাজেট বিবৃতি

শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য

রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)
অর্থ দপ্তর

২০২৪–২০২৫

৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহৎ সদনে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক বাজেট পেশ করছি।

আমাদের মাননীয়া দূরদর্শী মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনকে সর্বজনীন, সংবেদনশীল ও দায়বদ্ধ করার নিরন্তর চেষ্টা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানুষের কল্যাণই সমস্ত নীতি ও কার্যক্রমের মূল বিষয় হওয়া উচিত।

মাননীয় সদস্যগণ অবহিত আছেন যে, সরকারকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য 'দুয়ারে সরকার' এবং 'পাড়ায় সমাধান' কার্যক্রম চালু হয়েছে। এর ফলে সরকার মোট **৮ দফায় ১১ কোটিরও** বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। আর সেই সঙ্গে **৮ কোটিরও** বেশি মানুষকে সরকারি পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়েছে— যা এক বিরাট সাফল্য।

এরপরে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকা অবধি প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০শে জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে **'সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ'** নামে এক নতুন উদ্যোগ চালু করেছেন। এই সার্বজনিক পরিষেবা দানই আমাদের সরকারের চালিকা শক্তি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমরা সব সময়ই সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা এবং আর্থিক শৃঙ্খলা ও **ইতিবাচক বৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছি। জিএসডিপি-র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ২০১০-১১ অর্থবর্ষে ৪,৬০,৯৫৯ কোটি টাকা থেকে প্রায় চারগুণ বেড়ে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১৭,০০,৯৩৯ কোটি টাকা** হয়েছে **(1st AE)**।

বৃদ্ধির হার এবং অর্থনীতির সূচক অনুসারে, **এই অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি জাতীয় অর্থনীতিকে অতিক্রম করেছে**।

এই বিষয়ে রাজ্যের শিল্প-ক্ষেত্রের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। এই অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন ক্ষেত্রে 'গ্রস স্টেট ভ্যালু অ্যাডেড (GSVA)' আনুমানিক **৭.২৬ শতাংশ** বৃদ্ধি পাবে, যেখানে জাতীয় গড় **৬.৫৩ শতাংশ**।

শুধু তাই নয়, আমরা কর্মসংস্থানের বিষয়েও সুসংহত পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, 'সি এম আই ই-এর (CMIE)' পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টারে (Oct to Dec 23) ভারতের জাতীয় বেকারত্বের হার **৯.০৫ শতাংশ** যেখানে আমাদের রাজ্যে বেকারত্বের হার (UR) **জাতীয় হারের থেকে প্রায় ৩ শতাংশ কম**। এর পিছনে আছে প্রাণচঞ্চল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রসহ অন্যান্য কর্মনিবিড় ক্ষেত্রের প্রতি আমাদের তীক্ষ্ণ নজর।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

গত ১লা ফেব্রুয়ারি ২০২৪-এ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পেশ করা অন্তর্বর্তী বাজেটে সাধারণ মানুষের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে দুটি সমস্যা, অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান, এই দুটির সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের চিন্তার দেউলিয়াপনাই ফুটে উঠেছে। বিশেষ করে খাদ্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির সংকট, যা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম জনসাধারণকে সবচেয়ে আঘাত করে, তার সমাধানে কোনও দিশা নেই।

স্পষ্টভাবে জনবিরোধী এই কেন্দ্রীয় বাজেটে গত বছরের সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় আগামী বছরের বাজেটে **খাদ্যে ভর্তুকি ৩.৩ শতাংশ কমেছে, সারের উপর ভর্তুকি ১৩ শতাংশ কমেছে** এবং খাদ্যশস্য পরিবহণের জন্য **বাজেট-বরাদ্দ ১৭ শতাংশ কমেছে—** যা, কেন্দ্রীয় সরকারের গরিব বিরোধী নীতিকেই প্রমাণ করে। এই সকল পদক্ষেপের ফলে দ্রব্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাবে যা গরিব মানুষকে আরও কষ্টের মুখে ফেলবে। এছাড়া Urban Rejuvenation Mission-এর জন্য বরাদ্দ ২১ শতাংশ কমেছে, যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের ভুল অগ্রাধিকারের প্রমাণ।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, আমাদের রাজ্য ২০১৬ সালে **'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্প** শুরু করেছিল যা কালক্রমে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। এটি উল্লেখযোগ্য যে, **২০১৭ সালেই** আমরা 'আশা' ও ICDS কর্মীদের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় এনেছি। কেন্দ্রীয় সরকার এত বছর পরে তাদের বাজেটে 'আশা' ও ICDS কর্মীদের আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় আনার প্রস্তাব করেছে, যা অনেক আগেই আনা উচিত ছিল। **এই জন্যই আমরা একথা বলি যে, আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আজ যা ভাবেন, অবশিষ্ট ভারত কাল তাই ভাবে।**

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

বোধগম্য কারণেই কোভিড-পরবর্তীকালে প্রাথমিকভাবে রাজস্ব আদায়ে কিছুটা মন্দা ছিল, কিন্তু রাজ্য সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় গত কয়েক বছর ধরে রাজস্ব ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে। **রাজ্যের রাজস্ব গত অর্থবর্ষের তুলনায় এখনও পর্যন্ত ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।**

আমি জানাতে চাই যে ২০২৩-২৪-এর বাজেটে আমরা প্রবেশ কর, ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স ইত্যাদি বিভিন্ন কর সম্পর্কিত পুরানো বিতর্কিত কেসগুলি নিষ্পত্তির জন্য **কমার্শিয়াল ট্যাক্সে 'বিরোধ-নিষ্পত্তি স্কিম' (Settlement of Dispute Scheme, [SOD]) চালু করেছিলাম।**

মাননীয় সদস্যগণ জেনে খুশি হবেন যে, এই আকর্ষণীয় **বিরোধ-নিষ্পত্তি স্কিম** বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। আমরা **২০,৭৩৮টি কেসের নিষ্পত্তির মাধ্যমে ৯০০ কোটি টাকারও** বেশি অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করতে পেরেছি।

রাজ্য সরকার নিজস্ব রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য সবরকম চেষ্টা করলেও, জিএসটি এখনও কেন্দ্রীয় স্তরে সমস্যা-সংকুল রয়ে গেছে; চালু করার সাড়ে ছয় বছর পরেও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাপনার ত্রুটিতে **জালিয়াতির** দৃষ্টান্ত ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ২০২৩-এর ৩১শে জুলাই

তারিখে লোকসভায় একটি প্রশ্নের লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছিলেন যে, ২০২০-২১ থেকে ২০২৩-এর মে পর্যন্ত ৪৩,৫১৬টি কেসে **মোট ২,৬৮,৫৩৭ কোটি টাকার ফাঁকি** হয়েছে। এর দরুন রাজ্যগুলি তাদের বৈধ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মাননীয় সদস্যগণ বিলক্ষণ জানেন যে, নানা প্রকল্প রূপায়ণে আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা পুরস্কার ও প্রশংসা পেয়েছি। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে আমি জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, এর পরও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জনগণকে প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত করে **যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আমাদের ন্যায্য অধিকারকে বার বার প্রত্যাখ্যান করে চলেছে**।

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গ্রামোন্নয়ন প্রকল্প যেমন—MGNREGA, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা ছাড়াও জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, খাদ্য ভর্তুকি ইত্যাদি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পেও আমাদের প্রাপ্য অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিকভাবে আটকে রেখেছে।

সব মিলিয়ে **কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের বকেয়া প্রাপ্য এখন ১ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি টাকা**। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নজিরবিহীন ও চূড়ান্ত পক্ষপাতমূলক মনোভাব সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

MGNREGA প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য অর্থের জোগান বন্ধ করে রাজ্যের প্রান্তিক জনগণকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করেছে। এই অবস্থায় রাজ্যের অসহায় মানুষগুলির পাশে দাঁড়াতে অঙ্গীকারবদ্ধ রাজ্যের মা-মাটি-মানুষের সরকার নিজের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও গত বছরে **৪৩ লক্ষ** জবকার্ড হোল্ডারের জন্য **১১ কোটি কর্মদিবস** সৃষ্টি করেছে এবং চালু অর্থবর্ষে, **২৮ কোটি কর্মদিবস** সৃষ্টি করে **৬৪ লক্ষ জবকার্ড হোল্ডারের** কাজের ব্যবস্থা করেছে।

এ পর্যন্ত শুধুমাত্র রাজ্যের নিজস্ব তহবিল থেকে এভাবে মোট ৮,৩০০ কোটি টাকা খরচে ৩৯ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় সদস্যদের স্মরণে থাকবে যে, ২০২২ সালে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা 'পথশ্রী-১' প্রকল্প চালু করি। এই প্রকল্পে **৩,১৪৭ কোটি টাকা** ব্যয়ে গ্রামীণ এলাকায় **১৪,৪১৬ কিমি** রাস্তা নির্মাণ বা পুরানো রাস্তার সংস্কার করি। এরপরে ২০২৩ সালে চালু করা 'পথশ্রী-২' প্রকল্পে **৩,৩০১ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২,০৭১ কিমি** রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ করেছি। এই প্রকল্প গ্রামের মানুষের স্বার্থে আমরা চালিয়ে যাব।

আমি এই সদন এবং রাজ্যের জনসাধারণকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের যতই অর্থনৈতিক অবরোধ থাকুক বা যে বাধাই আসুক না কেন, আমরা মাথা উঁচু করে সেই বাধা অতিক্রম করব এবং আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণাদায়ী নেতৃত্বে আরও বেশি উদ্যম ও উদ্দীপনা নিয়ে আমাদের জনসাধারণের পাশে দাঁড়াব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

এখন আমি রাজ্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি জনমুখী কাজের সাফল্য তুলে ধরতে চাই।

২০১১ সালে এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর নারীর ক্ষমতায়ন একটি মিশনে পরিণত হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবর্ষে যেখানে ঋণপ্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (Credit Linked Self-help Group) সংখ্যা ৯৩,৪২৫টি ছিল, ধারাবাহিক তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং-এর মাধ্যমে আমরা **৭ লক্ষেরও বেশি** ঋণপ্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরির সাফল্য অর্জন করেছি, **যা ঋণপ্রাপ্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যার নিরিখে রাজ্যকে দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা রাজ্যে পরিণত করেছে।** সরকারের নিরন্তর সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ২০১০-১১ অর্থবর্ষে ৫৫৩ কোটি টাকা থেকে

চলতি অর্থবর্ষে **১৬,২২২ কোটি** টাকায় পৌঁছেছে— যার অর্থ এই সময়ে গোষ্ঠীগুলিকে ঋণদানের পরিমাণ **২৯ গুণেরও বেশি** বৃদ্ধি পেয়েছে।

এইভাবে স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলিকে সরকার নিরন্তর পৃষ্ঠপোষকতা করার ফলে **১৬ লক্ষ** স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মহিলারা **বছরে ১ লক্ষ** বা তার বেশি আয় করতে পারছেন। আগামী বছরে সরকারের বিভিন্ন প্রকার সাহায্যের মাধ্যমে আরও **২২ লক্ষ** স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মা-বোনেরা বার্ষিক ১ লক্ষ বা তার বেশি আয় করতে সক্ষম হবেন।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রূপশ্রী প্রকল্প, কন্যাশ্রী প্রকল্প, বার্ধক্য পেনশন, বিধবা ও প্রতিবন্ধী পেনশন ইত্যাদি নানা স্কিমের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নারী ও শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। সাম্প্রতিককালে **'দুয়ারে সরকার' ও 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী' কর্মসূচিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য ১৩ লক্ষ, বার্ধক্য পেনশনের জন্য ৯ লক্ষ এবং বিধবা পেনশনের জন্য এক লক্ষেরও বেশি অতিরিক্ত আবেদন জমা পড়েছে এবং মঞ্জুর হয়েছে**।

এরফলে উপকৃত ব্যক্তিদের সামগ্রিক সংখ্যা বেড়ে **লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ২ কোটি ১১ লক্ষ, বার্ধক্য পেনশনে ৪০ লক্ষ ৫৯ হাজার** এবং **বিধবা পেনশনে ২৭ লক্ষ ৫৯ হাজারে** পৌঁছেছে। **একই সঙ্গে রাজ্য সরকার শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা ও শিক্ষার জন্য ঐক্যশ্রী, শিক্ষাশ্রী, মেধাশ্রী, সবুজসাথী ইত্যাদি নানাবিধ স্কিমও চালু করেছে**।

আমাদের রাজ্য উন্নয়ন বাজেটের **৪৪ শতাংশ** আমরা নারীর ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ-সমতা নিশ্চিত করার কাজে এবং **১৭ শতাংশ** শিশুদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে ব্যয় করি। এই অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার **২০২৪-২৫-এর বাজেটে 'জেন্ডার অ্যান্ড চাইল্ড বাজেট স্টেটমেন্ট'** নামে নতুন একটি বাজেট প্রকাশনা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাজ্য সরকার **বিশ্বব্যাঙ্কের** সহায়তায় আরও কার্যকরী নারী ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পে বিভিন্ন দপ্তরের সমন্বয়ে '**উইমেন এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্ম (WEP)**' গড়ে তোলা হচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

গত বাজেটে আমরা চা-বাগান শ্রমিকদের জমির অধিকার প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলাম তার প্রয়োজনীয় পলিসি প্রণয়ন সম্পূর্ণ করেছি। এখনও পর্যন্ত চা-বাগানের ২,৫০০ একরেরও বেশি অব্যবহৃত/উদ্বৃত্ত জমি ফিরিয়ে নিয়ে প্রায় **২৩,০০০ চা-বাগানের শ্রমিকদের** মধ্যে প্রত্যেককে **সর্বোচ্চ ৫ শতক** পর্যন্ত বাস্তু জমির পাট্টা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেককে বাড়ি বানানোর জন্য 'চা-সুন্দরী এক্সটেনশন স্কিমে' **১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা** করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

তা ছাড়া এখনও পর্যন্ত চা-সুন্দরী স্কিমে আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় ১৭টি জায়গায় **৪,০২২টি** বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং ১,১৭১টি বাড়ির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ চা-শ্রমিকদের ক্ষমতায়নে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটাবে।

রাজ্যের বা দেশের বাইরে কাজ করা পরিযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে এবং তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা রক্ষা করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার '**ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার স্কিম, ২০২৩**' চালু করেছে। রাজ্যব্যাপী দুয়ারে-সরকার ক্যাম্পগুলির সক্রিয় উদ্যোগে কর্মসাথী পরিযায়ী শ্রমিক পোর্টালের মাধ্যমে প্রায় **২৮ লক্ষ** পরিযায়ী শ্রমিক নথিভুক্ত হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

এখন আমি কর্মসংস্থান বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে অনুমতি চাই।

কোভিড-১৯-এর অতিমারীর প্রকোপ শেষ হওয়ার পর অর্থনীতিকে আগের অবস্থায়

ফিরিয়ে আনা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। রাজ্য সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে উৎপাদন ও পরিষেবা উভয়ই শক্তিশালী হয়েছে। ২০১১ সালে যখন এই সরকার কার্যভার নেয় তখন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রকে ব্যাঙ্কের ঋণদানের পরিমাণ ছিল মাত্র ৭,২৩৬ কোটি টাকা। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সক্রিয় উদ্যোগের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ঋণদানের পরিমাণ গত ১২ বছরে ১৭ গুণ বেড়ে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে নভেম্বর পর্যন্ত **১ লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকা** হয়েছে। আমরা আশা করছি ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এই ঋণের পরিমাণ **১ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকা** হবে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখতে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড স্কিম (WBBCCS) চালু করেছে যার মাধ্যমে ২ লক্ষ স্ব-নিযুক্ত যুব উদ্যোগীদের বছরে ২ লক্ষ করে টাকা দেওয়া হবে। এছাড়াও প্রতিটি গ্রাম এবং ব্লক স্তরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগীদের উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার **'শিল্পের সমাধান'** নামে একটি অনন্য প্রকল্প চালু করেছে।

সাম্প্রতিককালে রপ্তানির সম্ভাবনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার West Bengal Export Promotion Policy 2023 সমেত একগুচ্ছ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এই রপ্তানি নীতির উদ্দেশ্য হল আগামী কয়েক বছরে দেশের রপ্তানিক্ষেত্রে রাজ্যের রপ্তানির অংশ দ্বিগুণ করে রাজ্যকে ভারতের আন্তর্জাতিক ট্রেডিং হাবে ('Global Trading Hub of India') পরিণত করা। সকল রপ্তানিকারকদের সুবিধার্থে একটি Export Facilitation Portal-ও চালু করা হয়েছে।

ক্রমবর্ধমান লজিস্টিকস সেক্টরের উন্নয়নের স্বার্থে বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় West Bengal Logistics Sector Development Policy 2023 ঘোষিত হয়েছে। রাজ্যের কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের সুবিধা ব্যবহার করে এই পরিকল্পনা রাজ্যে দক্ষ লজিস্টিকস-এর উন্নয়নের জন্য আরও লগ্নীতে সাহায্য করবে।

দেওচা-পাচামী কয়লা ব্লকে প্রায় ১,১৯৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লার সম্ভারের ইঙ্গিত মিলেছে এবং প্রায় ১,৪০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার Basalt/Black Stone-এর সন্ধান পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই এই এলাকায় প্রয়োজনীয় পরীক্ষামূলক খননকার্য সম্পন্ন হয়েছে।

বিনিয়োগের অক্ষরেখা হিসাবে ৬টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও ইকোনমিক করিডোর (IEC) গড়ে তোলা হচ্ছে, এগুলি হল—

- ডানকুনি — খড়্গপুর — রঘুনাথপুর;
- কল্যাণী — ডানকুনি;
- ডানকুনি — তাজপুর;
- পানাগড় — কোচবিহার;
- খড়্গপুর — মুর্শিদাবাদ এবং
- বারাণসী — কলকাতা জাতীয় সড়ক বরাবর পুরুলিয়ার গুরুডি — জোকা।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তায় এগুলি তৈরি হবে। এই উদ্যোগে প্রভূত বিনিয়োগ এবং কয়েক **লক্ষ কর্মসংস্থানের** সুযোগ তৈরি হবে বলে প্রত্যাশিত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের **দুর্গোৎসব, প্রতিমা ও শোভাযাত্রা** 'ইনট্যান্‌জিবল্‌ কালচারাল হেরিটেজ অফ্‌ হিউম্যানিটি' হিসাবে **'ইউনেস্কো'র** স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই উৎসব রাজ্যে অনেক কাজের সুযোগ করে দিয়েছে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সুগম করেছে। আমাদের রাজ্যে বিশ্বমানের দুটি **কনভেনশন্‌ সেন্টার** একটি কলকাতায় ও একটি দীঘায় নির্মিত হয়েছে যা

ব্যবসা বাণিজ্য ও MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) পর্যটনের প্রাণবন্ত কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

আমাদের রাজ্য এখন শিল্প ও পর্যটন ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান অর্জন করেছে। এর ফলস্বরূপ লগ্নির পথ প্রশস্ত হবে এবং আমাদের যুবক-যুবতীদের জন্য লক্ষ লক্ষ চাকরির সুযোগ তৈরি করবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমরা সরকারে আসার কয়েক বছর আগে **৫৭.৬০ শতাংশ** রাজ্যবাসী দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করতেন। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় **২ কোটিরও বেশি মানুষের** জীবিকার সংস্থান করেছেন। এরফলে দারিদ্র্যসীমার নীচে মানুষের সংখ্যা দ্রুত কমে বর্তমানে **৮.৬০ শতাংশ** হয়েছে। যার অর্থ এই সময়েই দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষের সংখ্যা **৪৯ শতাংশ** কমেছে।

এরফলে **১ কোটি ৭২ লক্ষ** মানুষ দারিদ্র্যের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। (নীতি আয়োগ)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সক্ষম নেতৃত্ব এবং পথ প্রদর্শনে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা দ্বারা এক বিশাল সংখ্যার প্রকল্প ও কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখযোগ্য সাফল্য বাজেট বক্তৃতার ৩নং বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এবার প্রধান প্রধান দপ্তরগুলির প্রস্তাবিত বরাদ্দ পেশ করছি এবং ২ ও ৩ নং বিভাগ আপনার অনুমতি সাপেক্ষে পড়া হল বলে ধরে নিচ্ছি। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সরাসরি ৪ নং বিভাগ থেকে পড়া শুরু করছি (১১২ নং পাতা)।

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য প্রস্তাবিত ব্যয় বরাদ্দ (নীট) :

১. কৃষিজ বিপণন বিভাগ

আমি, কৃষিজ বিপণন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪২৩.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২. কৃষি বিভাগ

আমি, কৃষি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯,৮৫৭.০১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩. প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৪১.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪. অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগ

আমি, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,২৭০.০৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫. উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ

আমি, উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৩৩.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৬. সমবায় বিভাগ

আমি, সমবায় বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬৫৩.৯২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৭. সংশোধন প্রশাসন বিভাগ

আমি, সংশোধন প্রশাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৮৯.২১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৮. বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

আমি, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,২৬৩.১৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৯. পরিবেশ বিভাগ

আমি, পরিবেশ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০৩.৮৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১০. অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ

আমি, অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪৯১.০৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১১. মৎস্য বিভাগ

আমি, মৎস্য বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৩২.৭৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১২. খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

আমি, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯,৮৫৮.১৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৩. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগ

আমি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৪৬.৫১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৪. বন বিভাগ

আমি, বন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,০১৫.৮১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

আমি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৯,৮৫১.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৬. উচ্চশিক্ষা বিভাগ

আমি, উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬,৪০১.১১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৭. স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ

আমি, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৩,৮৭০.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৮. আবাসন বিভাগ

আমি, আবাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৮১.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৯. শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগ

আমি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪৬৩.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২০. তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ

আমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯৮০.৮৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২১. তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ

আমি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২১০.৬৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২. সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ

আমি, সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪,০৭৪.৪৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৩. বিচার বিভাগ

আমি, বিচার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪৬৬.০৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৪. শ্রম বিভাগ

আমি, শ্রম বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,১৮৮.৩১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৫. ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ

আমি, ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৪৯৮.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৬. আইন বিভাগ

আমি, আইন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২০.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৭. জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ

আমি, জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪০৪.১০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৮. ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগ

আমি, ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৬২.১০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৯. সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

আমি, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫,৫৩০.৬৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩০. অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগ

আমি, অ-প্রচলিত ও পুনর্নবীকরণ শক্তি উৎস বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮১.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩১. উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮৬১.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩২. পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৯,৬০২.৪২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৩. পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ

আমি, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৫২.২৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৪. কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ

আমি, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪১১.৭৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৫. পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগ

আমি, পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬০৭.৪২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৬. বিদ্যুৎ বিভাগ

আমি, বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৭২৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৭. সরকারি উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন বিভাগ

আমি, সরকারি উদ্যোগ ও শিল্পপুনর্গঠন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৬.২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৮. জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ

আমি, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪,৫৭৬.৮৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩৯. পূর্ত বিভাগ

আমি, পূর্ত বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬,৭৭৬.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪০. বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

আমি, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৮,২৪১.৬৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ

আমি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৯.১২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪২. স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

আমি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭৯১.১১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৩. সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ

আমি, সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬২৬.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৪. কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ

আমি, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৩৭৭.৮৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৫. পর্যটন বিভাগ

আমি, পর্যটন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫১৯.৯২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৬. পরিবহণ বিভাগ

আমি, পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,১৮৭.৯৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৭. উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ

আমি, উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২০৩.৮২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৮. পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ

আমি, পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৩,৩৪১.৯৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪৯. জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

আমি, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৫৯৭.৬৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫০. মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ

আমি, মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৬,৫৯০.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫১. যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ

আমি, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮৩৩.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের বিবরণ :

কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি

৩.১ কৃষি

কৃষি রাজ্যের অর্থনীতিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিগত বারো বছর ধরে রাজ্য কৃষি উৎপাদন, গবেষণা, নতুন পরিকল্পনা, কৃষক কল্যাণ ও কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করেছে।

এই সময়কালে ভুট্টা উৎপাদন সাতগুণ বেড়েছে, ডালশস্য বেড়েছে তিনগুণ এবং তৈলবীজ উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। এছাড়াও বিগত তেরো বছরে সমগ্র খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫৭ লক্ষ মিলিয়ন টন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ হল ধান, পাট এবং মেস্তা উৎপাদনে বৃহত্তম এবং আলু উৎপাদনে ভারতের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য।

২০২৩-২৪ সালে 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পে খারিফ শস্যের মরশুমে ১০১ লক্ষেরও বেশি কৃষকের জন্য ২,৭৬২.৯৪ কোটি টাকা এবং রবি শস্যের মরশুমে ১০১ লক্ষেরও বেশি কৃষকের জন্য ২,৭৭২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। আট দফা 'দুয়ারে সরকার' পরিষেবার মাধ্যমে নতুন করে ৪১ লক্ষেরও অধিক কৃষক 'কৃষকবন্ধু (নতুন)' প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে। ২০১৯ সালের সূচনাপর্ব থেকে এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত কৃষকদের ১৮,১৪৭ কোটি টাকারও বেশি প্রদান করা হয়েছে।

কৃষকবন্ধু (মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ) প্রকল্পের অধীনে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সি কোনো কৃষকের মৃত্যু হলে তার পরিবারের হাতে এককালীন ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৫৫৪.২৬ কোটি টাকা ২৭,৭১৩ সংখ্যক মৃত কৃষকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সূচনাপর্ব থেকে এখনও পর্যন্ত ১,০১,৪৫৭ সংখ্যক মৃত কৃষকের পরিবারের আইনি উত্তরাধিকারীকে প্রায় ২,০২৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

কৃষকবন্ধু বার্ধক্যজনিত পেনশন প্রকল্প (Farmers' Old Age Pension Scheme)-র অধীনে ৭৬,০৪৯ জন সুবিধাপ্রাপক 'জয় বাংলা' প্রকল্পে প্রতিমাসে ১,০০০ টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন।

২০১৯ সালের খারিফ মরশুম থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা শস্যবিমা প্রকল্প (BSB) চালু করেছে, যা সম্পূর্ণরূপে রাজ্য সরকারের অর্থ সহায়তায় পরিচালিত একটি শস্যবিমা প্রকল্প। ২০২২-২৩ রবি মরশুমে ৬৮ লক্ষ কৃষকের নাম এবং ২০২৩-২৪ খারিফ মরশুমে ৫৯.৫৯ লক্ষ কৃষকের নাম এই প্রকল্পে (Bangla Shasya Bima) নথিভুক্ত হয়েছে। বর্তমান আর্থিক বছরে ৭০ লক্ষ কৃষক ২৪৭ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ পেয়েছে।

২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষে বাংলা কৃষি সেচ যোজনার (বাংলা কৃষি সেচ যোজনা) অধীনে পার ড্রপ মোর ক্রপ-এর সহায়তায় এখনও পর্যন্ত ১২,৮৬১ হেক্টর চাষযোগ্য জমির আওতায় ৩০,২১৫ জন কৃষক স্প্রিঙ্কলার ইরিগেশন সিস্টেম (SIS) এবং ড্রিপ ইরিগেশন সিস্টেম (DIS) স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচের সুবিধা পেয়েছে। সূচনাপর্ব থেকে এখনও পর্যন্ত ক্ষুদ্রসেচের আওতায় ৬৮,২৯৭ হেক্টর জমির ১,৭১,৯২৮ জন কৃষক উপকৃত হয়েছে।

'Hi-Tech Potato Seed Production' প্রকল্পের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত আনুমানিক ১,২০০ মেট্রিক টন উচ্চ ফলনশীল আলুবীজ চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ 'বঙ্গশ্রী' (Bangashree) ব্র্যান্ডের মাধ্যমে বাজারজাত করা হচ্ছে, যা উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন।

উন্নতমানের আলুবীজ উৎপাদন বাড়াতে ২০২৩-২৪ সালে 'এপিক্যাল রুটেড কাটিংস (ARC)' প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ১৩টি জেলায় ৫৭টি প্রজেক্ট পার্টনারের মাধ্যমে ৩.৫ লক্ষ কৃষকের মধ্যে এই প্রযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। হিসাব অনুযায়ী ২০২৪-২৫ সালে ২৮ লক্ষ মিনি টিউবার (mini-tuber) এবং ২০২৪-২৫ সালে ১০৫ মেট্রিক টন G1 আলুবীজ ও ২০২৫-২৬ সালে ৬৩০ মেট্রিক টন G2 আলুবীজ চাষিরা উৎপাদন করতে পারবে, যা আলুর উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করবে।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বিগত পাঁচ বছরে ভুট্টা চাষের ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ২.৬৪ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে ৩.৬২ লক্ষ হেক্টর, ডালশস্যের ক্ষেত্রে ৪.৪৩ লক্ষ হেক্টর থেকে ৪.৮১ লক্ষ হেক্টর এবং তৈলবীজের ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ৯.২৬ লক্ষ হেক্টর থেকে বেড়ে ১০.০২ লক্ষ হেক্টরে এসে দাঁড়িয়েছে।

২০২৩ আন্তর্জাতিক মিলেট বছরের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পশ্চিমবঙ্গে রাগি মিলেটের জনপ্রিয়তা ও উৎপাদনক্ষেত্র বৃদ্ধির জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যাতে কালিম্পং ও দার্জিলিং-এর পার্বত্য এলাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলির ২,১০০ হেক্টর জমিতে ফিঙ্গার মিলেট (রাগি) উৎপাদনক্ষেত্র বৃদ্ধির কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।

ডালশস্য উৎপাদনক্ষেত্র ৭৫,০০০ হেক্টরের অধিক এবং তৈলবীজ উৎপাদনক্ষেত্র ৯২,৫০০ হেক্টর বৃদ্ধির জন্য Targeting Rice Fallow Areas (TRFA) প্রকল্পের মাধ্যমে খারিফ ধান উৎপাদনের পর অব্যবহৃত জমির ব্যবহার বাড়িয়ে ৩.৭২ লক্ষ হেক্টর করার বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার ২০১২-১৩ সাল থেকে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সচেষ্ট হয়েছে। এরফলে ২০২২-২৩ বর্ষে ৫৯.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় করে ১৩,৫৫৪ জন সুবিধাপ্রাপককে ভর্তুকি দিয়ে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭৭টি Custom Hiring Centres (CHC)-এর মাধ্যমে ১১.৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অর্থবর্ষ ২৩-২৪-এ ইতিমধ্যে ১৭,১৪৯ জন সুবিধাপ্রাপক ২১,৪১৭ সংখ্যক কৃষি যন্ত্রপাতি গ্রহণ করেছে। আরও ১৩২টি CHCs-এর স্থাপন করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার ২,৩০০ মেট্রিক টন মালবেরি কাঁচা সিল্ক, ২৮ মেট্রিক টন তসর সিল্ক, ১.৫ কুইন্টাল মুগা সিল্ক এবং ৬ মেট্রিক টন এরি তন্তু (spun yarn) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে।

৩.২ কৃষিজ বিপণন

কৃষকদের উৎপাদনের সঠিক মজুরি ও ক্রেতাদের সুলভ মূল্যে কৃষিজাত পণ্য পৌঁছনোর লক্ষ্য নিয়ে ২০১৪ সালে 'সুফল বাংলা' প্রকল্পটি চালু হয়, এর জন্য সারা রাজ্য জুড়ে ৪৮৪টি আউটলেট ও ৭টি বাল্ক ক্রয় হাব-এর চালু করা হয় যা ৩.৫০ লক্ষ ক্রেতাকে পরিষেবা প্রদান করে এবং একইসাথে ৮০,০০০ কৃষকদের প্রতিদিন প্রায় ১০০ মেট্রিক টন ফসলের সংগ্রহ ও বিক্রয় নিশ্চিত করে। সুফল বাংলার বার্ষিক টার্নওভার বর্তমানে ১০৬ কোটি টাকা। এই অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত ৭৭টি নতুন বিপণনকেন্দ্র খোলা হয়েছে।

১৮৬টি 'কৃষক বাজার' এবং উপ-বিপণি কেন্দ্র চালু আছে যা গ্রামীণ কৃষকদের উন্নত পরিকাঠামো ও সহজ বিপণন ব্যবস্থা প্রদান করে থাকে।

'Ease of Doing Business'-এর অংশ হিসেবে কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন দ্রুত লেনদেনের জন্য অনলাইনে 'Integrated Electronic Single Platform Permit (e-Permit)' এবং 'Unified License System' চালু করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১০,৪৭,৬৩৯টি e-Permit এবং ৩৫,৮৮২টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

আমাদের রাজ্যের ১৫টি জেলার ১৮টি শস্যবাজার Electronic National Agriculture Market (e-NAM) পোর্টালের অন্তর্ভুক্ত। যার মাধ্যমে ৭৯,১৮৮ জন স্টেকহোল্ডার (stakeholders) ৬৩,২৪০ মেট্রিক টন শস্যসামগ্রী লেনদেন করে যার মূল্য ১০১.০৪ কোটি টাকা।

এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১,০০৩টি 'Farmer Producers Organisation (FPO)' পরিচালিত হচ্ছে যা ৪ লক্ষেরও বেশি জন কৃষককে কৃষিব্যবসা উন্নতিতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে।

আমাদের রাজ্য দেশের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ কোল্ড স্টোরেজ ক্ষমতাসম্পন্ন যেখানে ৬২০টি কোল্ড স্টোরেজ, ৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন শস্য মজুত রাখতে পারে। কোল্ড স্টোরেজ সেক্টরে আগামী দিনে ২৩৯ কোটি টাকার বিনিয়োগের মাধ্যমে বছরে ২০,০০০ নতুন চাকরির সুবিধা তৈরি হবে।

Post Harvest Management-এর অন্তর্গত 'আমার ফসল আমার গোলা' প্রকল্পের মাধ্যমে চাষ পরবর্তী ক্ষতি দূরীকরণে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকদের সুরক্ষার জন্য ৩,৯০৫টি কম মূল্যের গুদামঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

রাজারহাট নিউটাউনে জৈব এবং প্রাকৃতিক চাষে উৎপন্ন কৃষিজ দ্রব্য একত্রিত করার জন্য অর্গানিক হাট (Organic Haat) নামে অভিনব প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

৩.৩ খাদ্য ও সরবরাহ

ভালো মানের ও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য সরবরাহ করে যোগ্য সুবিধাপ্রাপকদের খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করাই হল রাজ্য সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য।

'খাদ্যসাথী' প্রকল্পের অধীনে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন [National Food Security Act (AAY & PHH or SPHH)] এবং রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা যোজনা (RKSY-I & RKSY-II) এর সহযোগিতায় ২০,৪০০টি ন্যায্যমূল্যের রেশন দোকান ও ৫০০টি সরবরাহ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৯ কোটি সুবিধাপ্রাপককে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হচ্ছে।

এছাড়াও বিশেষ প্যাকেজ স্কিমে রাজ্যের প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী ৫০ লক্ষ উপভোক্তাকে যেমন জঙ্গলমহল অঞ্চল, টোটো পাড়ার দুর্বল জনজাতি, দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার পার্বত্য অঞ্চল, আইলা অধ্যুষিত ব্লক, 'সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক' এবং চা-বাগানে বসবাসকারী শ্রমিক ও শ্রমব্যতীত অন্যান্য সদস্যদেরও অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করছে।

'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পের মাধ্যমে 'খাদ্যসাথী' সুবিধাপ্রাপকরা e-Pos পদ্ধতিতে Aadhaar No.-এর ভিত্তিতে খাদ্যশস্য প্রায় ঘরে বসেই পাচ্ছে। বর্তমানে ৯৭.৭৪ শতাংশ ব্যক্তির রেশন কার্ড আধারের সাথে যুক্ত হয়েছে। e-KYC-তে আঙুলের ছাপে সমস্যা হচ্ছে এমন ব্যক্তিদের জন্য SCF & S.R.O., ইনসপেক্টর, ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই এবং সমস্ত FPS-এ অফিসে IRIS Scanner স্থাপন করা হয়েছে। রেশন বিতরণের সময় প্রাপক Finger Print Scan, IRIS Scan অথবা নির্দিষ্ট Aadhaar যুক্ত মোবাইল নম্বরে OTP-এর মাধ্যমে রেশন পেয়ে থাকে।

তীব্র অপুষ্টিজনিত (SAM) শিশুদের প্রতিমাসে বিনামূল্যে ৫ কেজি চাল, ২.৫ কেজি গম, ১ কেজি ছোলা এবং ১ কেজি মসুর ডাল দেওয়া হয়।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বর অনুযায়ী ৫,১৭৫ জন SAM শিশুকে খাদ্যশস্য দেওয়া হয়েছে।

সরকারের নিজস্ব বা সাহায্যপ্রাপ্ত হস্টেল বা ওয়েলফেয়ার সমিতিতে ভর্তুকি মূল্যে জনপ্রতি প্রতিমাসে ১৫ কেজি খাদ্যশস্য (চাল) বিতরণ করে। এই প্রকল্পের অধীনে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১০,৯৪০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মঞ্জুর করা হয়েছে।

অতিরিক্ত পুষ্টি সরবরাহের জন্য খাদ্যসাথীর সুবিধাপ্রাপকদের মিড-ডে মিল এবং ICDS-এর জন্য সরকার সমস্ত জেলায় বেশি পুষ্টিগুণ সম্পন্ন চাল বিতরণ করছে।

২০২৩-২৪-এর খারিফ বিপণন মরশুমে (KMS) ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে (MSP) কুইন্টাল প্রতি ২,০৪০ টাকা থেকে ২,১৮৩ টাকা করা হয়েছে। যারা Centralised Procurement Centre (CPCs) ও mobile CPCs-এর মাধ্যমে ধান বিক্রয় করে তাদের জন্য রাজ্য সরকার কুইন্টাল প্রতি অতিরিক্ত ২০ টাকা দাম দেয়। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো জনবসতিগুলির কৃষকদের ধান বিক্রয়ের সুবিধার জন্য ভ্রাম্যমাণ ধান ক্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে এবং SHG, FPO, FPS নিয়ন্ত্রিত ধান সংগ্রহ সংস্থা যেমন PACs, Sangha, Mahasangha আরও অতিরিক্ত ক্যাম্প আয়োজন করে চলেছে। ২০২৩-২৪-এর বর্তমান KMS-এ ৫৩৫টি CPCs, ৯২টি মোবাইল CPCs, ৩১২টি FPO/FPC, ১,১১৬ SHG এবং ১,০৮০টি PACs এই কাজের সাথে যুক্ত।

২০২৩-২৪ KMS-এ অধিক স্বচ্ছতা ও সুবিধার জন্য ধান সংগ্রহ কেন্দ্রে Fingerprint Scanner, IRIS Scanner সমন্বিত (e-PoP) electronic Point of Purchase যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সেই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে অন্যতম যারা চাষিদের ফিঙ্গার প্রিন্ট বা IRIS Scan বা আধার সংযুক্ত মোবাইল নম্বরে OTP-এর মাধ্যমে ধান ক্রয় করে।

চাষিরা নিবন্ধিকরণের স্থিতি, MSP-এর অর্থপ্রদান এবং নিবন্ধিকরণের আবেদন এবং ধান বিক্রির জন্য পছন্দমতো তারিখ ও সময় ঠিক করা Paddy Procurement Portal (http://epaddy.wb.gov.in) -এর মাধ্যমে অথবা যেকোনো বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSK), খাদ্য আধিকারিকের অফিস, WhatsApp Chatbot (৯৯০৩০৫৫০৫), 'খাদ্যসাথী অন্নদাত্রী' মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে জানতে পারে।

রাজ্য সরকার বিগত ১২ বছরে ১১.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন গুদামঘর নির্মাণ করেছে। আরও ১৬টি গুদামঘর তৈরির কাজ চলছে যার সর্বমোট ধারণক্ষমতা ৪৩,০০০ মেট্রিক টন।

৩.৪ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন

আমাদের রাজ্য সবজি, ফল, মশলা, ঔষধি গাছ এবং ফুল উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

রাজ্যে ২০২২-২৩ শস্যবর্ষে কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ১৬,৩৭,৬৫৫ হেক্টর জমিতে ২,০৭,১৩,৭৪২ মেট্রিক টন ফল, ফুল, সবজি, মশলা এবং আবাদি ফসল উৎপাদিত হয়েছে।

মুখ্য ও গৌণ ফলের চাষের অঞ্চল বৃদ্ধির জন্য ২৯.৮১ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে ৯৩,২৩,৭৯১ সংখ্যক উচ্চ গুণসম্পন্ন চারাগাছ চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

বিশেষত খারিফ মরশুমে এবং খারিফ মরশুমের শেষ দিকে অসময়ের পেঁয়াজ চাষের জন্য ২২ কুইন্টাল Agri-found Dark Red প্রজাতির পেঁয়াজ চারা চাষিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। একই সময়ে পেঁয়াজ চাষিদের ৭০০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ গুদামজাত করবার সহায়তা করা হয়েছে এবং পেঁয়াজ রাখার গুদামঘর নির্মাণের জন্য অর্থ সহায়তাও করা হচ্ছে।

চলতি শস্যবর্ষে ১,৮৩,৯৫৫ বর্গমিটার জমিতে দামী ফুল, সবজি চাষ করার জন্য সুরক্ষিত পরিকাঠামো গঠন করা হয়েছে যাতে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে সুরক্ষিত চাষ করা যায়। একই সঙ্গে জারবেরা, অর্কিড, গোলাপ এবং উচ্চমানের সবজির সংরক্ষিত চাষের জন্য চাষিদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য ৬৩৭.৫ হেক্টর জমিতে প্রযুক্তিগতভাবে মালচিং (Mulching) করা হচ্ছে।

চুঁচুড়ায় অবস্থিত 'Centre of Excellence for vegetables' বর্তমানে উৎপাদন ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে এবং একই সাথে ভালো মানের কৃষিদ্রব্য এবং সবজি চারা সরবরাহের উৎস হিসেবেও কাজ করছে।

৩.৫ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন

ভারত সরকারের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন ও দুগ্ধ উৎপাদন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রকাশনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ ডিম উৎপাদনে অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় উচ্চতম বার্ষিক বৃদ্ধি ২০.১ শতাংশ লাভ করেছে এবং দুধ উৎপাদনে দ্বিতীয় উচ্চতম বার্ষিক বৃদ্ধি ৮.৬৫ শতাংশ লাভ করেছে, যা জাতীয় স্তরে বৃদ্ধির হার ৩.৮৩ শতাংশ। রাজ্য মাংস উৎপাদনে জাতীয় স্তরের নিরিখে ১২ শতাংশ মাংস উৎপাদন করে, দেশে দ্বিতীয় উচ্চতম মাংস উৎপাদনকারী রাজ্যের মান অর্জন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগের ফলে বার্ষিক চাহিদা অনুযায়ী ১,৪৪০ কোটি ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় খুব কাছাকাছি পৌঁছে স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। জাতীয় স্তরের নিরিখে ৯.৯৪ শতাংশ পোল্ট্রি ডিম উৎপাদন করে রাজ্য চতুর্থ বৃহত্তম উৎপাদনকারী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

প্রাঙ্গণ পোল্ট্রি ক্ষেত্রে বিশেষত মহিলা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানের জন্য ডিসেম্বর' ২০২৩ পর্যন্ত ৫,৮৮,১২২ লাখ সুবিধাপ্রাপককে ৫৮.৮১ লাখ হাঁস ও মুরগির বাচ্চা প্রতিপালনের জন্য দিয়ে সেই পরিবারগুলিকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। যেখানে ২০২১-২২ সালে ৪৩.০২ লাখ হাঁস ও মুরগির ছানা প্রতিপালনের জন্য দেওয়া হয়েছে সেখানে ২০২৩-২৪-এর লক্ষ্যমাত্রা তিনগুণ করে ১৫২ লক্ষ রাখা হয়েছে।

বেসরকারি ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেনটিভ স্কিম ২০১৭-এর অধীনে ১৫৬টি প্রোজেক্ট শুরু হয়েছে। এরমধ্যে, ১০৬টি ইউনিট উৎপাদন শুরু করে বার্ষিক ১৫৮ কোটি ডিম উৎপাদন বৃদ্ধিতে যুক্ত হয়েছে। বেসরকারি পোল্ট্রিগুলিকে প্রায় ১৭.২০ কোটি টাকা অনুদান ও উৎসাহ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

মাংস উৎপাদনের জন্য ব্রয়লার মুরগি প্রতিপালনে উৎসাহ প্রদান এবং গ্রামীণ স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে, ব্রয়লার পালন খামার-এর জন্য রাজ্য সরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেনটিভ স্কিম ২০২৩ ঘোষণা করে দুবছরের জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ ব্রয়লার ইনটিগ্রেশন প্রোগ্রাম-এর আওতায় ক্ষুদ্র চাষিদের মধ্যে মুরগি ছানা, তাদের খাবার ওষুধ বিতরণ করছে এবং ৬ সপ্তাহ পরে সেইগুলি কিনে ফেরত নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এই প্রোগ্রাম ২টি জেলা থেকে ১২টি জেলায় বিস্তৃত করা হয়েছে যা কিনা স্বনিযুক্তিতে এক প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এই উদ্ভাবনী পদক্ষেপের মাধ্যমে একজন চাষি বাজারের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে বার্ষিক আনুমানিক এক লক্ষ টাকা অবধি উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

দুয়ারে পশু চিকিৎসার অধীনে, চাষিদের ঘরের কাছে প্রাণীপালন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে, রাজ্যস্তরের কলসেন্টার পরিষেবার সাথে যুক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রাণীপালন ও চিকিৎসাকেন্দ্র রাজ্যের ৩৪৪টি ব্লকে কাজ শুরু করেছে। জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালে ১,২০,৯৬১টি প্রাণী চিকিৎসা ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার দুগ্ধ উৎপাদনকে একটি নির্ভরযোগ্য জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে নেওয়ায় উৎসাহী করতে 'বাংলার ডেয়ারি' স্থাপন করেছে। এই সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি দুগ্ধ ইউনিয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত মানের কাঁচা দুধে ১১.৫০ টাকা প্রতি লিটার হারে অর্থনৈতিক অনুদান (ভর্তুকি) সরাসরি প্রাথমিক ডেয়ারি চাষিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রদান করছে। বাংলার ডেয়ারি ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালে ৩,৫৪,৯৫,০৮১ কেজি দুধ ক্রয় করে DBT-র মাধ্যমে দুগ্ধচাষিদের ১১৯ কোটি টাকা প্রদান করেছে।

বাংলার ডেয়ারি খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র বাড়িয়ে ৫৭৬টি করা হয়েছে, যাতে দিনপ্রতি গড় দুধ বিক্রি ১.৪০ লক্ষ লিটার হয়েছে এবং সাথে প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য যেমন, পনির, ইয়োগার্ট, মিষ্টিদই, টকদই, ঘি, পেঁড়া এবং আইসক্রিম বিক্রি হচ্ছে।

ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রোথিত করা এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছাগল পালনের জন্য চাষিদের যথাযথ সাহায্য করার লক্ষ্যে গত দুই বৎসরে ২০টি ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানি (FPC) এবং ৪০০টি গোটারি ক্লাস্টার স্থাপন করা হয়েছে। যাতে ২৬,০০০ প্রান্তিক গ্রামীণ পরিবার সরাসরি উপকৃত হয়েছে এবং আরও অধিক ছাগমাংস উৎপাদনে সাহায্য করেছে। তাছাড়া গ্রামীণ এলাকায় স্বনিযুক্তির সুযোগ তৈরি করেছে। বর্তমানে প্রায় ৩৫,০০০ ছাগল জীবিকা অর্জনের পাথেয় হিসাবে বিতরণ করে ৩,৪৪০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে উৎসাহ দান করা হয়েছে।

তপশিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারগুলিকে, যাদের কাছে শুকর প্রতিপালন অর্থনৈতিকভাবে জীবিকা নির্বাহের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, তাদের মধ্যে ক্লাস্টারভিত্তিক শুকর প্রতিপালনের জন্য শুকরছানা, বিমা ও ওষুধ এবং প্রাথমিক পশুখাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দুগ্ধ উৎপাদনকারী সোসাইটিগুলির সদস্য ও সাধারণ জনগণকে উচ্চ দুধ উৎপাদনকারী বক্না বাছুর প্রদান করা হয়েছে।

গত তিনবছরে প্রাণীপালন ক্ষেত্রে ৪৭,৯০০ নতুন কিষান ক্রেডিট কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ৩০ নভেম্বর ২০২৩ অবধি ৩৯৩ কোটি টাকা গ্রামীণ এলাকার প্রান্তিক প্রাণী প্রতিপালকদের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে।

জাত উন্নয়নের জন্য, ৫.৫ কোটির বেশি গরুর কৃত্রিম প্রজনন করা হয়েছে যার ফলে ২০১০-১১ সাল থেকে ১.৮২ কোটি বাছুর জন্ম নিয়েছে। জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ অবধি ৬.৩৯ কোটি ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে যাতে ১৬৯.৭৬ লক্ষ চাষি উপকৃত হয়েছেন।

হরিণঘাটা মাংস খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র বৃদ্ধি পেয়ে ৭৯৬টি হয়েছে। WBLDC দ্বারা ছাগল ও ভেড়ার মাংস রপ্তানি করা শুরু হয়েছে।

৩.৬ মৎস্য

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ১৬.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ এবং ২২,২৬৫ মিলিয়ন মাছের পোনা উৎপাদিত হয়েছে। গত ২০২২-২৩ সালের নিরিখে বর্তমান বছরে মৎস্য উৎপাদন প্রায় ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে নোনা জলের মৎস্য প্রজাতির মোট রপ্তানির ৭০ শতাংশ (সংখ্যা ও মূল্যের বিচারে) এবং সেই অনুযায়ী মৎস্য চাষের উপর জোর দিতে বাগদা চিংড়ির একক চাষে ৪৫.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০৯টি ভেড়ি এবং ৬০.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭০টি ভেনামি চিংড়ির ভেড়ির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

স্বাদু জলের মৎস্য চাষ বৃদ্ধিতে অধিক সংখ্যায় 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে পুকুর খনন করা হয়েছে। সেই অনুসারে বিজ্ঞানসম্মত মৎস্য চাষের জন্য ১৩,১৪৮টি পুকুর (১,৭৫৩.০৭ হেক্টর)-কে এর আওতায় আনা হয়েছে।

Air-breathing Fish Culture-এর অংশস্বরূপ, দেশি মাগুর/শিঙির পরিচর্যার জন্য ৫৮০ টি পুকুরের জন্য ২.১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা আছে।

মৎস্য চাষে নিযুক্ত বাংলার মৎস্যজীবীদের মান এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য 'বঙ্গ মৎস্য যোজনা' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেই লক্ষ্যে ২৭টি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ অনুমোদন হয়েছে এবং ৪২৪ জন সুবিধাপ্রাপক উপকৃত হয়েছে (বেনিফিশিয়ারি ওরিয়েন্টেড স্কিম) ও তার জন্য ৫৫.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

পূর্বে অব্যবহৃত বিল বা জলাশয়গুলিকে কাজে লাগাতে এবং বৃহৎ জলাশয়গুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি অগ্রণী প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে কংসাবতীর 'আবদ্ধ জলাধারে মৎস্য চাষ প্রকল্প' নামে একটি 'পাইলট প্রকল্প' রূপায়ণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ICAR-CIFRI-এর প্রযুক্তিগত সাহায্যে নেওয়া হয়েছে এবং এর জন্য ১০৭.১২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫০ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের 'নয়াচর ফিসারি হাব'-এ উন্নত ও আধুনিক প্রক্রিয়ায় মৎস্য চাষের জন্য বিবিধ পরিকাঠামোগত কাজের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরজন্য ১০১টি PFCS Ltd. গঠন করা হয়েছে। যেখানে ২,৯৫৭ জন মৎস্যজীবীকে কাজে লাগিয়ে এই এলাকার জলাশয়গুলিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ শুরু করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

২.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯২৫টি জাল ও হাড়ি, ২৬৬টি টানা জাল এবং ১২০টি বেহুন্দি জাল প্রত্যেক মৎস্য চাষি (অন্তর্দেশীয়), সমবায় সমিতি, অন্তর্দেশীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের বিতরণ করা হয়েছে।

উপজাতিভুক্ত জেলেদের জন্য ৪৪২টি বসতবাড়ির (বাড়ি প্রতি লক্ষ টাকা) ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরজন্য ৩১.১২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ৩.৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

আরও অধিক মৎস্যজীবীকে বার্ধক্য ভাতার আওতায় আনার জন্য এই ক্ষেত্রে কোটা বাড়িয়ে ২০,০০০ করা হয়েছে এবং মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে।

৩.৭ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন

রাজ্য সরকার সমস্তরকম বিধিনিয়ম মানা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প যেমন MGNREGA, PMAY ও PMGS-এ এখনও পর্যন্ত কোনো অর্থ বরাদ্দ করেনি।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান অ্যাক্ট (MGNREGA) যোজনায় ভারত সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক এখনো পর্যন্ত শ্রমবাজেট অনুমোদন করেনি। বর্তমান অর্থবর্ষে বেতন ও আপতকালীন ব্যয়ের মত স্থির প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ ১৩৮.৩৬ কোটি (একশো আটত্রিশ কোটি ছত্রিশ লক্ষ) টাকা ব্যতীত অন্য কোনো কাজ সম্পাদন হয়নি।

২০২৩-২৪ বর্ষে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (PMAY)-য় মাত্র ২৯,০৪০ জন আংশিক দফায় সুযোগ পেয়েছেন এবং এখনও পর্যন্ত ৯,৪৯৩টি বাড়ি নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা (PMGSY)-য় পর্যায় I এবং II (Phase I & II) অধীনে ১৮,৪০৩ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে ৩৬,৭৮৬ কিমি রাস্তা এবং ৫৫টি সংযোগকারী দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত ৩৬,৫২৬ কিমি রাস্তা এবং ৫৩টি সংযোগকারী দীর্ঘ ব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ এই অর্থবর্ষে সম্পূর্ণ হবে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা-III (PMGSY-III), ব্যাচ-I-এ রাজ্য ৫৮৪.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৫৭.২৫ কিমি দীর্ঘ ১৪৪টি সড়ক প্রকল্পের অনুমোদন পেয়েছে, যার মধ্যে কেন্দ্রের ভাগ ৩৪৩.১৬ কোটি টাকা ও রাজ্য সরকারের ভাগ ২৪১.৭২ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের কাজগুলি চলছে। ২০২৩-২৪ সালের প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা (PMGSY-III), ব্যাচ-I-এর প্রকল্পের কাজ মঞ্জুরির অপেক্ষায় আছে।

২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকে 'উন্মুক্ত শৌচমুক্ত' (Open Defecation Free) বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্য সরকার এবং জেলা কর্তৃপক্ষ গ্রামীণ বাংলায় 'উন্মুক্ত শৌচমুক্ত' (ODF) ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখতে সুসংহত পদ্ধতিতে কাজ করে চলেছে। বর্তমান (ডিসেম্বর-২৩ পর্যন্ত) অর্থবর্ষে ১,৫০,০৬৯টি গৃহ-শৌচালয় এবং ৮৮৪টি সর্বসাধারণের জন্য কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে।

জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি (NSAP)-র অধীনে মোট ১৯,৫৪,৫৪৫ জন পেনশনের সুবিধা পাচ্ছেন।

রাজ্য সরকার সমস্তরকম চালু পেনশন স্কিমকে এক ছাতার তলায় এনে 'জয়বাংলা স্কিম ২০২০' চালু করেছে এবং ০১.০৪.২০২০ থেকে মাসিক পেনশন বৃদ্ধি করে সমান হারে অর্থাৎ ১,০০০ টাকা প্রতি মাসে কার্যকর করেছে।

NSAP-PPS পোর্টালে প্রকৃত ৯৬% সুবিধাপ্রাপকের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার প্রসেস (DBT)-এর মাধ্যমে সুবিধাপ্রাপকেরা পেনশন পাচ্ছেন এবং মোট পেনশনপ্রাপকদের মধ্যে ৬৮% পেনশনপ্রাপক আধার পেমেন্ট ব্রিজ সিস্টেম-এর মাধ্যমে সুবিধা পাচ্ছেন। ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওল্ড এজ পেনশন স্কিম (IGNOAPS)-এর অধীন

ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিগণকে সোশিও-ইকোনমিক কাস্ট সেনসাস-২০১১ অনুযায়ী (SECC ২০১১) (বঞ্চনার মাপকাঠিতে ন্যূনতম স্তর তিন পর্যন্ত) প্রতিমাসে ১,০০০ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে এই প্রকল্পে ১১,৭১,৬৭৩ জন সুবিধা পাচ্ছেন। ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল উইডো পেনশন স্কিম (IGNWPS)-এর অধীনে ৪০ থেকে ৭৯ বছর বয়সি (সোশিও-ইকোনমিক কাস্ট সেনসাস ২০১১ অনুযায়ী) বিধবা মহিলাগণকে (বঞ্চনার মাপকাঠি ন্যূনতম স্তর দুই পর্যন্ত) প্রতিমাসে ১,০০০ টাকা করে প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ৭,২৬,১৭২ জন এই প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন।

১৮ থেকে ৭৯ বছর পর্যন্ত দারিদ্র সীমার নীচে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যথা ৮০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ও ৪০ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধকতাসহ একাধিক অক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মাসিক ১,০০০ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে এই প্রকল্পের অধীনে ৫৬, ৭০০ জন সুবিধা গ্রহণ করে চলেছে।

রাজ্য সরকার ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম (NFBS)-এর অধীনে গ্রামীণ এলাকায় দুঃস্থ পরিবারের ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত রোজগেরে সদস্যের আকস্মিক মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ বাবদ এককালীন ৪০,০০০ টাকা নিকট আত্মীয়কে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ন্যাশনাল ফ্যামিলি বেনিফিট স্কিম-এর মাধ্যমে ২০,৭৬১টি পরিবার সুবিধা পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন (WBSRLM)-এর অধীনে ন্যাশনাল রুরাল লাইভলিহুড মিশন (NRLM)-এর সহযোগিতায় ১.২ কোটি স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে ১১.৮০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)। এছাড়াও ৪০,১৭৮টি উপসংঘ, ৩,৩৩৯টি সংঘ এবং ২৯৬টি ব্লক স্তরে মহাসংঘ গঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি আইন, ১৯৬১ (WBCSA) মোতাবেক ৩,৩৩৮টি সংঘ বহুমুখী প্রাথমিক সমবায় সোসাইটি নামে নিবন্ধিত হয়েছে এবং এই সংঘগুলি নিজস্ব ব্যবসায়িক কাজকর্ম পরিচালনা করছে।

বর্তমানে ৬,৪৫,৯৬০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ৯৬৮.৯৪ কোটি টাকার ব্যবহারযোগ্য তহবিল সংগ্রহ করেছে এবং ২,৭১,১৫২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে NRLM-এর অধীনে ২,৯০১.৬৩ কোটি টাকার সামাজিক নিবেশ তহবিল প্রদান করা হয়েছে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে। ৬,৬৫,০৩৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ১৩,৯৪৫.৯৬ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক লোন প্রদান করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ সালে ৫১,৯০০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দ্বারা (SHG) ৬টি দপ্তরের সমন্বয়ে ৮৩,০৩৯টি স্কুল ও মাদ্রাসার ১.১৬ কোটি ছাত্র-ছাত্রীকে ২ সেট করে স্কুল ইউনিফর্ম দেওয়া হয়েছে। ৩১২টি স্বনিযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে ৩১২টি আই.সি.ডি.এস. প্রকল্পের সহায়তায় খাদ্য সরবরাহ করার জন্য সংযুক্ত করা হয়েছে এবং ৫০টি খাদ্যছায়া ইউনিট (SHG Canteen & Cafeterias) রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে স্থাপন করা হয়েছে।

কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রে জীবনজীবিকার মানোন্নয়নের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ জীবিকা মিশন (WBSRLM)-এর অধীনে ১৬টি জেলা 'সৃষ্টিশ্রী' বিপণন কেন্দ্রের (স্বনিযুক্ত গোষ্ঠীগুলির দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় ও প্রসারের জন্য) উন্নতিসাধন করা হয়েছে এবং বিপণন কেন্দ্রগুলি সুচারু রূপে পরিচালিত হচ্ছে। ১৮,৯৪৩টি উদ্যোগকে স্টার্ট আপ ভিলেজ এন্ট্রেপ্রেনিওরশিপ প্রোগ্রাম (SVEP) এবং ওয়ান স্টপ ফেসিলিটেশন সেন্টার (OSF)-এর অধীনে বৃদ্ধি সংক্রান্ত মূল্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১৫০টি উদ্যোগ যাদের টার্নওভারের সীমা (১২ লক্ষ বা তার উপরে) তারা ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ ম্যানেজমেন্ট-ক্যালকাটা ইনোভেশন পার্ক (IIM-CIP) থেকে ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির জন্য পূর্ণ সহায়তা পাচ্ছে।

৩.৮ সেচ ও জলপথ পরিবহণ

২০২৩-২৪ বর্ষে দক্ষিণবঙ্গে মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের অধীনে সংস্কার সাধন করে অতিরিক্ত ৬০,৬৩১ একর জমিকে সেচ সেবিত ও চাষযোগ্য করে তুলতে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও কংসাবতী রিজার্ভার প্রজেক্ট, ময়ূরাক্ষী রিজার্ভার প্রজেক্ট, তিস্তা ব্যারেজ প্রজেক্ট এবং DVC ক্যানাল সিস্টেম এই চারটি বড়ো সেচ প্রকল্পে ক্যানালগুলির সংস্কারের কাজ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে।

বর্ষার শুরুতে কম বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও মুখ্য সেচ এলাকাতে ধান বপন সম্ভব হয়েছে এবং ২১.২০ লক্ষ একর চাষযোগ্য জমিতে খারিফ সেচের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উপরন্তু দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (DVC) ও সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন (CWC)-এর সহযোগিতায় রবি-বোরো মরশুমের জন্য ৪.৭১ লক্ষ একর জমির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এই দপ্তর, রাজ্য বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বিপর্যয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সুন্দরবন অঞ্চলের আকস্মিক জোয়ারের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করতে সমর্থ হয়েছে। এছাড়াও ২০২৩-এর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সিকিমের চুংথাং বাঁধ বিপর্যয়ে পশ্চিমবঙ্গে তিস্তার জলতল বৃদ্ধি পায় ও ফলস্বরূপ জলপাইগুড়ি জেলায় বিভিন্ন জায়গায় নদীপাড় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। জরুরি অবস্থায় ৩০৪ কিমি পাড়ের ভাঙন রোধে ৭৭৪টি পরিকাঠামো গঠন করা হয়েছে, ফলে অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

২০২৩-২৪ বর্ষে ২৩৬ কিমি ব্যাপী অঞ্চলে বন্যা ও নদীপাড় ক্ষয়রোধ করার জন্য সংস্কার করা হয়েছে এবং ৩৯২ কিমি নদীখাল খনন করা হয়েছে। ১,১১০ কিমি নদীখাল (Channels) রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য এককালীন ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে যেখানে ২০২৩-এর বর্ষা ঋতুতে ৬৪৩ কিমি নদীখালের সংস্কার করা হয়েছে এবং এর ফলে এইসব অঞ্চলে মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে। ২০২৩-এ মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা-পদ্মা নদীর ১২.৭৪ কিমি ব্যাপী নদীপাড় ভাঙন রোধের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

কাকদ্বীপ-সাগরদ্বীপের মধ্যবর্তী মুড়িগঙ্গা নদীতে বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ড্রেজিং-এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যার ফলে গঙ্গাসাগর মেলার সময় প্রায় ২৪ ঘণ্টাই বাধাহীনভাবে লঞ্চ চলাচল করতে পারে।

বিগত একবছর ধরে বিশ্বব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ওয়েস্ট বেঙ্গল মেজর ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট-এর আওতায় ৭৫ কিমি নদীপাড় উঁচু করে সুদৃঢ় করা, নদীর ড্রেজিং এবং ১০৮ কিমি খালের সংস্কার এবং ৬৪০ কিমি সেচখালের উন্নতিকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পটি ২০২৫-এর ডিসেম্বর নাগাদ সম্পূর্ণ হবে। শুরু থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত এই প্রকল্পের জন্য মোট খরচ ২,২৯৫ কোটি টাকা।

উপগ্রহ চিত্র এবং আগাম পর্যবেক্ষণের দ্বারা মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলায় গঙ্গা-পদ্মা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষয়রোধের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে নিকাশি নালা এবং সেচখালের ওপর ৩৩টি স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে ও ২০টি কাঠের ব্রিজ সংস্কার করা হয়েছে।

৩.৯ জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন

জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তর (WRI&D) ক্ষুদ্র সেচের অধিকতর সম্ভাবনা সৃষ্টি এবং তৎপরবর্তী কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩৮,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সেবনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত মোট ১,৪২৩ টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে ৩০,৫১৪ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পের অধীনে ৮,৩৩০টি জলাশয়/ জলধারণ ব্যবস্থা তৈরি ও সংস্কার-এর কাজ করা হয়েছে। যার মধ্যে ৮,০৬০টি সমতুল্য জলাশয় ডব্লিউ.আর.আই. অ্যান্ড ডি. (WRI&D) বিভাগ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত পি. অ্যান্ড আর.ডি. (P&RD)-র সমন্বয়ে ২৭০টি জলাশয় তৈরি/ সংস্কারের কাজ করা হয়েছে।

২০১১-১২ সাল থেকে শুরু করে ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে ৪,০৪,৯৭৮টি জলাশয় তৈরি/সংস্কার করা হয়েছে, যার মধ্যে ১,২১,৫৭৪টি সমমানের জলাশয় WRI&D বিভাগ দ্বারা এবং ২,৮৩,৪০৪টি জলাশয় তৈরি/সংস্কার P&RD দপ্তরের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 'মাটির সৃষ্টি' প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে (Phase-III) ৮৯টি নতুন স্থানে প্রায় ৮,৫৮৮ একর জমিতে ১৫৬টি সেচ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এরফলে WRI&D দপ্তর দ্বারা ১,৪০৯ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে।

'জলতীর্থ' প্রকল্পের অধীনে সাতটি খরাপ্রবণ জেলায় সেচ ব্যবস্থার জন্য বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার লোনা জলের জেলাগুলিকে এবং দার্জিলিং-কালিম্পং-এর মতো পার্বত্য অঞ্চলে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। চলতি বছরে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে ২৪০টি স্কিমের কাজ শেষ হয়েছে এবং ৭,২২৫ হেক্টর জমিকে সেচসেবিত করা হয়েছে।

সূচনাকাল থেকে ৩১.১২.২৩ পর্যন্ত সময়কালে ভূগর্ভ জলের ১,৯০০টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প তৈরি হয়েছে, যাতে ৬৯,৫০০ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে।

গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন ফান্ড (RIDF)-এর অধীনে এবং নাবার্ডের আর্থিক সহায়তায় ২৯৮টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩-এর মধ্যে শেষ হয়েছে। এর ফলে ৬,৭১১ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাক্সিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ মাইনর ইরিগেশন প্রোজেক্ট (WBADMIP)-র অধীনে ২০২৩-এর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ৩০৭টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং এর ফলে ১,৬০৬ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের উন্নত ব্যবস্থাপনা, ক্রিয়াকলাপ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৫,৩২৪টি সুবিধাপ্রাপক পরিবার নিয়ে ১৯৫টি জল ব্যবহারকারী সমিতি (WUAS) গঠন করা হয়েছে।

৩,৪২৪টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৪৫,৪৫১ জন শিক্ষানবীশ কৃষককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এছাড়াও ৩,৯৩৩টি ব্যাবহারিক প্রদর্শনের মাধ্যমে কৃষি, উদ্যানপালক, মৎস্যজীবী পরিবারের ৮,৩২৭ জনকে উন্নততর এবং আধুনিক কৃষি, উদ্যানপালন এবং মৎস্যচাষে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে কৃষক পরিবারগুলির আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

সূচনাকাল থেকে প্রায় ৭৭,৫৮৯ হেক্টর সেচসেবিত জমিতে ৬,৬৯৯টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প তৈরি হয়েছে এবং ২,৯১১টি ওয়াটার ইউজার অ্যাসোসিয়েশন (WUAs) গঠিত হয়েছে। প্রায় ৩,৫৫৭ হেক্টর জলাশয়কে মৎস্যচাষ পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসের ক্ষেত্রে সৌরশক্তি চালিত ২০৮টি ক্ষুদ্রসেচের কাজ শেষ হয়েছে, যেখানে ২,৭৮৯ হেক্টর জমি সেচসেবিত হয়েছে। এছাড়াও, ক্ষুদ্র সেচের ক্ষেত্রে স্প্রিঙ্কলার ও ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই অর্থবর্ষে ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত প্রায় ১,০০০ হেক্টর সেচ সম্ভাবনাযুক্ত ৫২.৯৪ কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি পুরোনো পলিযুক্ত খাড়িকে পুনরায় খনন করা হয়েছে। এই অভিনব উদ্যোগ সমাজের পক্ষে বিভিন্নভাবে পরিবেশ সহায়ক হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের পূর্ণভরণের কাজ শুরু হয়েছে, লবণাক্ত জলের প্রবেশ কম করানো গেছে। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে নদীধারের ক্ষয়রোধ সম্ভব হয়েছে এবং নদীর জলস্ফীতির সম্ভাবনাও রোধ করা গেছে।

ভূগর্ভস্থ জলের সঠিক ব্যবহারের জন্য প্রতিনিয়ত গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ভূতলের জলের ব্যবহার আরও বাড়ানো হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র চাষের ক্ষেত্রে জমিতে ভূতলের জল এবং ভূগর্ভস্থ জলের সুচারু সমন্বয়সাধন করা হচ্ছে। এর ফলে লক্ষ করা গেছে, ডাইনামিক গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্সেস অ্যাসেসমেন্ট ২০১৭ অনুযায়ী জল উত্তোলন ছিল ৫০.২৯% যা কমে ডাইনামিক গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্সেস অ্যাসেসমেন্ট ২০২৩-এ ৪৪.৮১%-তে দাঁড়িয়েছে।

৩.১০ সমবায়

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আন্দোলন সুগঠিত আইনগত পরিকাঠামো এবং শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। ৩০,০০০-এরও বেশি সমিতিতে ৮৯ লক্ষেরও বেশি সদস্যের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কৃষি, বিপণন, উপভোক্তা বিষয়ক, আবাসন এবং কর্মক্ষেত্রে সমবায় সংস্থা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে, যা উৎপাদক এবং উপভোক্তার চাহিদা মেটায়।

রাজ্য সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি যেমন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড, কৃষকবন্ধু বেনিফিট স্কিম, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি এই সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ১৫.৪৫ লক্ষ কৃষক সদস্যকে শস্যঋণ বাবদ ৪,৬০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩০শে নভেম্বর ২০২৩ অবধি ইতিমধ্যে ৩,০৭৩ কোটি টাকা শস্যঋণ ১০.৬৯ লক্ষ কৃষক সদস্যদের মঞ্জুর করা হয়েছে। সর্বমোট ১৩.০৪ লক্ষ 'রূপে কিষান কার্ড'

৩০ নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি (PACS)-র মাইক্রো এটিএম (Micro ATMs)-এর মাধ্যমে কৃষক ভাইদের মধ্যে শস্যঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(KMS) ২০২২-২৩-এর সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১০.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। যার মধ্যে বেনফেড (BENFED)-এর অধীনে ৪৬০টি সমবায়ের সহায়তায় ০.৪৩ লক্ষ কৃষকের থেকে ৪.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন ধান এবং কনফেড (CONFED)-এর অধীনে ৩১টি সমবায়ের সাহায্যে ৭৪,৭৬৯ মেট্রিক টন ধান ৪১,৩৪৯ জন কৃষকবন্ধুর কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সহায়তায় ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড এবং বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড তাদের গ্রাহকদের জন্য ভ্রাম্যমাণ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু করেছে। তাছাড়া কোর ব্যাঙ্কিং সিস্টেম (CBS)-এর উন্নতিকল্পে স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিচ্ছে এবং গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থার উন্নতিতে ঋণ প্রদানসহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮,৭৮০টি নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHGs) গঠন করা হয়েছে, যার সামগ্রিক সংখ্যা এই মুহূর্তে ২,৪৭,৩০৬টি। লক্ষ্যণীয় যে, এই সময়কালে ৫৪,০৮৬টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৫,০৬,৬৫৯ জন সদস্য ক্রেডিট লিংকড হয়েছে, ফলে সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ২,০৩,৮৩১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ১৮,৫১,৭৮৫ জন সদস্য ক্রেডিট লিংকড হয়েছে। বর্তমানে ৩০শে নভেম্বর ২০২৩ অর্থবর্ষ অবধি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য ১,১১৮.৮৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

চলতি অর্থবর্ষে 'রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার' (RKVY) আওতায় ৩৫টি গ্রামীণ শস্যাগার তৈরি করা হয়েছে যার মোট ধারণক্ষমতা ৩,৫০০ মেট্রিক টন এবং ৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর Workshed-cum-Sales Counter ১০.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। এছাড়া ৩০টি গ্রামীণ শস্যাগার যার ধারণক্ষমতা প্রতিটি ১০০ মেট্রিক টন, ৫টি বীজ উৎপাদন কেন্দ্র,

৩টি তেলকল এবং ৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর Workshed-cum-Sales Counter-এর কাজ চলছে এবং আশা করা যাচ্ছে চলতি অর্থবর্ষে তা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

চলতি অর্থবর্ষে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড/ওয়্যারহাউস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড (RIDF/WIF)-এর অধীনে বিভিন্ন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ৩০টি গুদামঘর ১২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে ১৬টি ধানবীজ উৎপাদন কেন্দ্র ২৫.০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে।

৩.১১ বন

বন দপ্তর পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে ও জীবন জীবিকার মানোন্নয়নে এবং মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত হ্রাস করতে বদ্ধপরিকর।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বনমহোৎসবের মাধ্যমে ১৮.০৭.২০২৩ তারিখে জনসাধারণের সহযোগিতায় একটি একদিনব্যাপী নিবিড় বনসৃজন প্রকল্পের দ্বারা ২,৩৬৮ হেক্টর জমিতে ৩২ লক্ষ চারা রোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করা হয়েছে। রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে মোট ৪,২৫০ হেক্টর জমিতে সবুজায়ন সম্ভব হয়েছে। 'সবুজশ্রী' প্রকল্পে সদ্যজাতদের মায়েদেরকে মোট ৫৮,৬১,২৬৫টি চারাগাছ প্রদান করা হয়েছে।

গত তিন বছরে জলদাপাড়া ও গরুমারা অভয়ারণ্যে গণ্ডারের মতো বিশেষ প্রজাতিকে রক্ষণাবেক্ষণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের সংখ্যা ২০ শতাংশ বাড়িয়ে ২৮৯ থেকে ৩৪৭ করা গেছে (২০২২-২৩-এ গণ্ডার সংরক্ষণের উপর রিপোর্ট অনুযায়ী)।

দেশের যে সমস্ত জায়গায় বাঘের অস্তিত্ব আছে সেই সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে সমন্বয় রেখে রাজ্যে 'অল ইন্ডিয়া কোঅর্ডিনেটেড টাইগার এস্টিমেশন (AICTE)' ২০২২ পরিচালিত হয়েছে এবং ২০২৩-এ তার রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় কমপক্ষে ১০১টি বাঘের উপস্থিতি পাওয়া গেছে এবং ১টি বাঘকে ক্যামেরা ট্র্যাপের দ্বারা বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে চিহ্নিত করা গেছে।

বন দপ্তর ২০০৬ সাল থেকে শকুন সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধি প্রকল্পে শকুনের জিপস্ প্রজাতিকে সফলভাবে প্রজনন করতে সক্ষম হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩৩টি জিপস্ প্রজাতির বন্দি শকুনকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং স্যাটেলাইট ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।

গত দুবছরে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় বাতাগুড় বাস্কা সংরক্ষণ প্রকল্পের অধীন ২০টি বাতাগুড় বাস্কা (Northern River Terrapin Turtles)-কে ছাড়া হয়েছে। দার্জিলিং জেলার পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে বন্দি রেড পান্ডাদের সফল প্রজনন করা সম্ভব হয়েছে। ২০২৩-২৪-এ দার্জিলিং-এর সিঙ্গালীলা অভয়ারণ্যে ৩টি রেড পান্ডাকে জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে। রেড পান্ডাগুলি সুস্থ আছে এবং নতুন শাবকের জন্ম দিয়েছে।

বন দপ্তর, নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেলের আলিপুরদুয়ার শাখার সাথে সহযোগী কার্যক্রম হিসাবে লোকোমোটিভ ড্রাইভারদের রেলপথের উপর হাতিদের উপস্থিতি টের পাওয়ানোর লক্ষ্যে একটি ইন্ট্রুশন ডিটেকশন ব্যবস্থা চালু করেছে। ফলস্বরূপ মাদারিহাট থেকে নাগরাকাটা পর্যন্ত বিস্তৃত ৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ ফাইবার অপটিক সেন্সর ব্যবস্থা মানুষ-হাতির সংঘর্ষ রোধে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে।

CAMPA তহবিল থেকে অর্থসাহায্যের মাধ্যমে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকার ভুটিয়া বস্তি এবং গাঙ্গুটিয়া গ্রামের জনসাধারণকে স্বেচ্ছায় পুনর্বাসিত করে বাঘের এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীর নিরবচ্ছিন্ন বন্য জীবনযাপনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

'কমপেনসেটরি অ্যাফরেস্টেশন ফান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং অথরিটি (CAMPA)'-র অধীনে পুনঃবৃক্ষরোপণ ক্ষেত্রে ৩২১.৬৫৮ হেক্টরেরও বেশি জমিতে ১৭৭.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে এবং আরও ৩২০.৪৬ হেক্টর নতুন বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে যার নেট প্রোজেক্ট ভ্যালু ৭২.৭৩ লক্ষ টাকা।

JICA-র আর্থিক সহায়তায় 'প্রোজেক্ট ফর ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ রেসপনস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল'-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে

৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধরে অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ২৯ মার্চ ২০২৩-এ এই সংক্রান্ত ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত করা হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (WBFDCL) এই বছরে লট বিক্রয় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য ই-অকশান ব্যবস্থার মাধ্যমে আরও ২০ শতাংশ বিক্রয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। নভেম্বর ২০২৩ অবধি সময়কালে মোট ১,৩৭৩ ই-অকশান পরিচালিত হয়েছে এবং মোট ২১০ কোটি টাকারও বেশি অর্থমূল্যে প্রায় ৩৫,০০০ লট্ বিক্রি করা সম্ভব হয়েছে। WBFDC লিমিটেড ৩৪টি ইকো ট্যুরিজম সেন্টার পরিচালিত করে, যারমধ্যে ২৫টি উত্তরবঙ্গে এবং ৯টি দক্ষিণবঙ্গে।

বন্যপ্রাণীদের উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করতে এবং দর্শনার্থীদের বন্যপ্রাণী দর্শনের বেশি সুবিধা দিতে রাজ্যের বিভিন্ন চিড়িয়াখানা, বন্যপ্রাণী পার্ক ও অভয়ারণ্যে বহুবিধ পরিকাঠামোগত এবং সুযোগসুবিধার মান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে।

সামাজিক পরিকাঠামো

৩.১২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা জনসাধারণের নিকট সহজভাবে পৌঁছানোর জন্য ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

গ্রামীণ ও শহর এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা বিশেষত ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন ও অন্যান্য অ-সংক্রামক রোগ এবং চোখ, ENT পরিষেবা, ওরাল হেলথকেয়ার, বয়স্ক এবং মানসিক রোগীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (স্বাস্থ্য ও সুস্থতাজনিত কেন্দ্র) স্থাপন করা হয়েছে। ৪,৪৬১টি নতুন সাব সেন্টার-এর মধ্যে ২,২০৩টি নতুন সাব সেন্টার ইতিমধ্যে কার্যরত অবস্থায় রয়েছে এবং বাকিগুলি ২০২৫-২৬-এর মধ্যে কাজ শুরু করবে। সাব সেন্টার স্তরে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য রাজ্য সরকার মোট ১৪,০৭২টি সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (SSK) মার্চ ২০২৪-এর মধ্যে এবং ২০২৫-২৬-এর মধ্যে

১৬,৬১৬টি কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১৯.১৬ কোটি নাগরিককে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেছে এবং ১৫.৯৪ কোটি রোগী বিনামূল্যে ওষুধ পরিষেবা পেয়েছেন।

অভূতপূর্ব স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় এখনও পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ২.৪৫ কোটি পরিবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২,৭৪৯টি হসপিটাল ও নার্সিংহোম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শুরুর সময় থেকে এই প্রকল্পের অধীনে মোট ৬৫ লক্ষ উপভোক্তা পরিষেবা গ্রহণ করেছেন, যার জন্য মোট ৮,৬০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে। ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত ২০২৩-২৪ সালের জন্য এই প্রকল্পে মোট ২,০০০ কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়েছে। প্রতিদিন আনুমানিক ৬,০০০ রোগী এই পরিষেবা গ্রহণ করছেন।

'চোখের আলো' প্রকল্পে শুরু থেকে ১.৩১ কোটি মানুষ উপকৃত হয়েছেন। ১২.৪৫ লক্ষ ছানি অপারেশন হয়েছে এবং ১৪.৪৮ লক্ষ বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও গ্রামীণ হাসপাতালগুলিসহ মহকুমা ও জেলা হাসপাতালগুলিতে ২১টি স্যাটেলাইট চক্ষু শল্যচিকিৎসা কেন্দ্র ও ২টি চক্ষু শল্যচিকিৎসা সুবিধাসহ বিশেষ চক্ষু চিকিৎসা বিভাগ গড়ে তোলা হয়েছে। বিশেষভাবে উদ্যোগ নেওয়ার ফলে ১০টি জেলা ক্যাটারাক্ট ব্লাইন্ডনেস ব্যাকলগ ফ্রি (CBBF) মর্যাদা পেয়েছে।

রাজ্যে শিশুদের জন্যে বিনামূল্যে সুপার স্পেশালিটি টার্সিয়ারি স্তরে চিকিৎসা ব্যবস্থায় 'শিশুসাথী' প্রকল্প শুরুর সময় থেকে ২৯,৫০০ জন্মগত হার্টের রোগ নিরাময় এবং ৯,৬৯৯ ক্লেফ্ট লিপ প্যালেট এবং ক্লাবফুট রোগের চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব হার ২০১১-এর ৬৮.১ থেকে বেড়ে ২০২৩-এ ৯৯.২ শতাংশ হয়েছে। মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার ২০১১ সালের প্রতি লাখে ১১৩ থেকে নেমে ১০৩-এ এসেছে। নবজাতক মৃত্যুহারও ২০১১-র প্রতি হাজারে ৩৪ থেকে নেমে ১৯ হয়েছে। ২০১১-র তুলনায় ২০২৩-এ শিশু প্রতিষেধক টিকা প্রদান ৬৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯৯.৭৫ শতাংশ হয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ১৩টি প্রতিক্ষালয় এখন কার্যকরী আছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে ১৪টি MCH হাব এখন কার্যকরী আছে। আরও ২টি MCH হাব নির্মাণরত।

অভিনব টেলিমেডিসিন সেবা, 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত' এখন ৬,৬৮০টি সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৭৮০ PHC এবং ৪৬৫টি UPHC-তে এখন কার্যকরী এবং ডিসেম্বর ২০২৩-এ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট ২.৪৭ কোটি পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। আনুমানিক প্রতিদিন ৭০,০০০ জনসাধারণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন।

ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান (FPMS) ২০১২ সালের ডিসেম্বর থেকে PPP মোডে শুরু করা হয়েছে। এখন ১১৭টি FPMS কার্যকরী আছে। ওষুধের ধার্যমূল্যের উপর ৪৮ থেকে ৮০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে। প্রকল্পের সূচনা থেকে ৯.০৮ কোটি প্রেসক্রিপশন অধীনে ২,৭০০ কোটি টাকারও বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

মেডিকেল কলেজ থেকে সেকেন্ডারি স্তরের হসপিটাল অবধি ন্যায্যমূল্যের পরীক্ষা কেন্দ্র (FPDC) এবং ডায়ালিসিস কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে। রাজ্যে ১৫৮টি কেন্দ্র (২০টি MRI, ৪৬টি CT স্ক্যান, ৩৩টি ডিজিটাল এক্সরে, ১৩টি অডিও ভেস্টিবিউলার কেন্দ্র ও ১টি PET স্ক্যান এবং ৪৫টি ডায়ালিসিস কেন্দ্র) কার্যকরী আছে। শুরুর সময় থেকে মোট ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২.৩৭ কোটি রোগী পরিষেবা পেয়েছেন।

সাশ্রয়ী, সহজলভ্য এবং উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা সবাইকে দেওয়ার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ২০২৩ সালে ১৬,৭৪১ জন চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ, দ্বিতীয় ANM সহ ৫৬,৮৯৮ জন নার্স, ৮,৩০৩ জন প্যারামেডিকেল কর্মচারী এবং ৬১, ৮৯৪ জন আশা কর্মীকে নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় আয়ুষ চিকিৎসা ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আয়ুষ চিকিৎসায়, বিভিন্ন বিভাগদের (আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ইউনানি এবং যোগা) এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। হাওড়া জেলার বেলুড়ে 'যোগাশ্রী'তে (যোগা এবং ন্যাচেরোপ্যাথি মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল) OPD পরিষেবা প্রকল্প শুরু হয়েছে। পশ্চিম

মেদিনীপুরে সুসংহত আয়ুষ হসপিটাল-এ OPD পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারি আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালগুলি, হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালগুলিতেও OPD ও IPD পরিষেবা চালু আছে। আয়ুষ OPD-র দ্বারা এই বছরে মোট ৭৭ লক্ষ জন উপভোক্তা রোগী উপকৃত হয়েছেন।

২০১১ সালের ৫৮টির তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ব্লাডব্যাঙ্ক কেন্দ্র বেড়ে ৮৯টি হয়েছে। রাজ্যে আরও ৪০টি ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট (BCSU) দিবারাত্র সচল আছে। BCSU-র সংখ্যা ২০১১-র ৯টির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ৪০টি হয়েছে।

ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের মতই পশ্চিমবঙ্গেও 'ডেঙ্গু' স্বাস্থ্যক্ষেত্রে উদ্বেগের একটি বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে রাজ্য সরকার বিবিধ অগ্রণী পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। রাজ্য সরকার ডেঙ্গু পরীক্ষাকেন্দ্র ২০২২-এর ১৪৯টির থেকে বাড়িয়ে ২০২৩-এ ১৯৭টি করেছে।

টেলি কনসালটেশন পদ্ধতিতে ২৪×৭ হিসেবে মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসা পরিষেবা কার্যকরী আছে। ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৪০ জন কাউন্সিলারের কাছে ২০,০০০ জন রোগী তাদের আত্মীয় পরিজন সমেত পরিষেবা পেয়েছেন। রাজ্যে ৫টি মানসিক চিকিৎসা হসপিটাল, জেলা এবং সাব-ডিভিশন হসপিটাল এবং DMHP ক্যাম্প থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ডিসেম্বর ২০২৩ অবধি মোট ৪.৮১ লক্ষেরও বেশি রোগী চিকিৎসা ও পরিষেবা পেয়েছেন।

সাগরদত্ত মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল এবং মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালে ৩টি প্রান্তিক ক্যানসার চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল, মুম্বই-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে IPGMER কলকাতায় এবং শিলিগুড়িতে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালে ২টি আধুনিকতম ক্যানসার চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপনের প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে।

NUHM-এর অধীন শহর এলাকায় ক্যানসার সচেতনতা ও প্রতিরোধ, ডায়াবেটিস কার্ডিও ভাসকুলার ডিজিজ এবং স্ট্রোক (NPCDCS & NPC)-র সচেতনতা ও প্রতিরোধ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে জনভিত্তিক ও বাছাইকরণের মাধ্যমে সাধারণ

NCD's (ডায়াবেটিস, হাইপার টেনশন, কার্ডিও ভাসকুলার ডিজিজ এবং ৩টি সাধারণ ক্যানসার— মুখের, বুকের এবং মেরুদণ্ডের)-র রোগ নির্ণয় সব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে জেলা হসপিটাল অবধি) করা হচ্ছে।

৩.১৩ বিদ্যালয় শিক্ষা

২০১১ সাল থেকে এ রাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এরফলে উন্নতমানের শিক্ষাদান ও ছাত্রদের বিদ্যালয়মুখী করে তোলার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। ৮০০টি জুনিয়র হাইস্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে এবং ২,২০০টি হাইস্কুলকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। উত্তরোত্তর ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে ৭,২৫১টি নতুন স্কুল বিল্ডিং ও ২.১৮ লক্ষ অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৯,৩১০টি স্কুলকে ICT-এর কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

এছাড়াও স্কুলগুলিতে ৪২,০০০টিরও বেশি ছাত্রী শৌচাগার ও ২৬,০০০টিরও বেশি ছাত্র শৌচাগার এবং ৭,৯৭১টি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু (CWSN)-দের শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে। রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ১১.৯৯ কোটিরও বেশি ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ইউনিফর্ম দেওয়া ও প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ২৩,৭০০টিরও বেশি ব্রেইল বুকস (Braille Book) (দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য) এবং বড় হরফে ছাপা পুস্তক (ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি শিক্ষার্থীদের জন্য) বিতরণ করা হয়েছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ৬০,৩৭৯ জন ছাত্রী স্টাইপেন্ড পেয়েছে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ৬৪,৭৩৪ এবং ৪৭,০৩১ জন ছাত্রছাত্রীদের Escort Allowance এবং যাতায়াত খরচ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের অধীনে সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের এবং মাদ্রাসার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের e-learning-এর সুবিধার্থে Tab/Smartphone কেনার জন্য এককালীন ১০,০০০ টাকা করে দেওয়ার বন্দোবস্ত

করেছে। এখনও পর্যন্ত এই স্কিমে ৩.৬৭ কোটি ছাত্রছাত্রী এই বিশেষ সুবিধা লাভ করেছে, এর মধ্যে ২০২৩-২৪ সালে ৯.৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই সুবিধা পেয়েছে।

২০১২ ও ২০২২-এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের মার্কশিট ও সার্টিফিকেটগুলি ডিজিলকার (Digilocker Platform)-এর মাধ্যমে আপলোড করে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে, এর ফলে ছাত্রছাত্রী/সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে তা সহজে পৌঁছে দেবার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ১.৪২ কোটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ১.৩০ কোটি ছাত্রছাত্রী (৯২%) 'বাংলার শিক্ষা পোর্টালে' তাদের Aadhaar No. সংযুক্ত করেছে। সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে অবশিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের তাদের Aadhaar No. নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং প্রথম ধাপে প্রায় ৭০,০০০ ছাত্রছাত্রী নথিভুক্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি বিগত বছর থেকে বেসরকারি স্কুলের NOC-এর জন্য একটি অনলাইন পোর্টাল চালু হয়েছে CBSE ও CISCE বোর্ডের অনুমোদন পাওয়ার জন্য, যাতে ইতিমধ্যে ৩৯টি স্কুল সুবিধা পেয়েছে।

রাজ্য সরকার, মিড-ডে মিল (পি এম পোষণ) কর্মসূচির অধীনে এরাজ্যে ১০০ শতাংশ সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের ১.১৮ কোটি ছাত্রছাত্রীকে রান্না করা খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ছাত্রদের মিড-ডে মিল রান্না করার সুবিধার্থে রাজ্যের ১০০ শতাংশ স্কুলে LPG গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

পারফরমেন্স গ্রেডিং ইনডেক্স (PGI) অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ স্থান থেকে প্রথম স্থানে উন্নীত হয়েছে। ভারত সরকার দ্বারা প্রকাশিত Foundational Numeracy Index, 2022 অনুযায়ী এই রাজ্য জাতীয় স্তরে এক নম্বর স্থান দখল করেছে।

৩.১৪ উচ্চশিক্ষা

রাজ্য সরকার বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় উচ্চশিক্ষার উন্নতির জন্য ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ১২ বছরে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪২টিতে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে ৩১টি হল রাজ্যপোষিত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১১টি হল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যদিকে সরকারি এবং সরকারপোষিত মিলিয়ে বর্তমানে ৫১৮টি সরকারি ও সরকার অনুমোদিত কলেজ কার্যরত, যার মধ্যে ৫২টি নতুন সরকারি স্নাতক স্তরের কলেজ

বিগত ১২ বছরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলস্বরূপ ছাত্র ভর্তির সংখ্যাও উচ্চশিক্ষায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-২০১১ সালে যেখানে উচ্চশিক্ষায় ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৩.২৪ লক্ষ সেই জায়গায় ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৭.১৪ লক্ষ।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস্ স্কলারশিপ' প্রকল্পে ৯.৫৬ লক্ষ ছাত্রের জন্য ১,৫০০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির এবং UG এবং PG ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস্ স্কলারশিপ মেধা বৃত্তি আবেদনের জন্য অনলাইন পোর্টাল চালু আছে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত এই প্রকল্পের অধীনে ৪.৪ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছে।

রাজ্য সরকার ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার সুবিধার্থে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরতা ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী-৩ প্রকল্প চালু করেছে। গত অর্থবর্ষে ৪২,৭৮৩ জন ছাত্রী কন্যাশ্রী-৩ প্রকল্পের সুবিধা লাভ করেছে এবং ২৯,৭০০ জন ছাত্রী স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বা বিদেশে কোনো ইউনিভার্সিটিতে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য West Bengal Student Credit Card Scheme-এ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক ৪ শতাংশ সরল সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

West Bengal Student Credit Card প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ৬২,০০০-এর বেশি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বার্ষিক ৪ শতাংশ বার্ষিক সুদের হারে ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে যার সামগ্রিক পরিমাণ ২,০০০ কোটি টাকারও বেশি।

৩.১৫ কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী জোগানের উদ্দেশ্যে নিরন্তর পরিকাঠামো উন্নয়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্প এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ব্যবধান কমানোর জন্য চেষ্টাও নিরন্তর করে চলেছে।

রাজ্যে দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প 'উৎকর্ষ বাংলা' দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করে চলেছে। এই প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের ২৩টি জেলায় ৩৮টি সেক্টরে ১৩৮টি কর্মক্ষেত্রে ৩,০৩৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১,৪২৯টি শিক্ষাদানকারী সংস্থা প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে।

২৩ আগস্ট ২০২৩-এ রোজগার সেবা পোর্টাল, 'আমার কর্মদিশা ২.০' (সাইকোমেট্রিক কাউন্সেলিং অ্যাপ), পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট পোর্টাল ২.০, অ্যাসেসমেন্ট পোর্টাল WBSCTVESD এবং এন্ট্রেপ্রেনিওরশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে।

শুরুর সময় থেকে এখনও পর্যন্ত উৎকর্ষ বাংলায় PBSSD-র মাধ্যমে ১০.৮৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রী আওতাভুক্ত হয়েছে।

PBSSD পোর্টালের মাধ্যমে নন্-প্রোজেক্ট মোডে RPL এবং RPL-কাম-ব্রিজকোর্স চালু করা হয়েছে। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটিস ডেভেলপমেন্ট এবং ফিনান্স কর্পোরেশন' (WBMDFC)-এর সহযোগিতায় মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় RPL-এর মাধ্যমে ৩,৯১৫ জন রাজমিস্ত্রিকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে।

রাজ্যে অন্য দপ্তরগুলির সাথে সম্মিলিতভাবে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ-এর আয়োজন করা হয়েছে। 'স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশন (SRLM)'-এর সাথে সম্মিলিতভাবে ১,২৩১ জন প্রার্থীকে মাল্টিকুইজিন কুক, শপ ফ্লোর ম্যানেজার এবং অ্যাকাউন্টেট কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

কেরিয়ার কাউন্সেলিং-এর জন্য 'আমার কর্মদিশা'র অধীনে প্রায় ১.৯১ লক্ষ প্রার্থীকে নথিভুক্ত করা হয়েছে। রাজ্য জুড়ে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে 'আমার কর্মদিশার' পরিষেবা সুবিধা উপলব্ধ।

শিল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন নতুন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য শিল্পসংস্থাগুলিকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে। PBSSD অধীনে ১৯,৬৪৪টি শিল্প ও সংস্থাকে এই পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে।

প্রতি সাব-ডিভিশনে একটি করে পলিটেকনিক গঠনের উদ্দেশ্যে ৬৯টি সাব-ডিভিশনের মধ্যে ৬২টি সাব-ডিভিশনে ন্যূনতম একটি পলিটেকনিক রয়েছে। ১লা জুন ২০১১-র ১৭, ১৮৫ তুলনায় ২০২৩ সালে পলিটেকনিকগুলিতে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৪০,১৪২ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক উদীয়মান প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষার পাঠক্রম হিসাবে নতুন পলিটেকনিকগুলিতে মেকাট্রনিক্স, ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম, রিনিউয়েবল এনার্জি, সাইবার ফরেন্সিক অ্যান্ড ইনফরমেশন সিকিউরিটি, ইনটিরিয়র ডেকরেশন ইত্যাদি পাঠক্রম চালু করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি আইটিআইগুলির মধ্যে ১০টি ITI প্রতিষ্ঠানে ড্রোনকোর্স চালু করে সামগ্রিক আসন সংখ্যা ৪৮০ করা হয়েছে। ২০২২-২৩-এ ৫৬টি আইটিআই-এ শিক্ষানবিশ মেলা সংগঠিত করে ৮,২৬৩ জন প্রার্থী নির্বাচিত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের আগস্ট ২০২৩ মাসকে MSME মাস হিসাবে উদ্‌যাপন করে ৬০টি সংস্থা এবং প্রায় ১০,০০০ প্রার্থী অ্যাপ্রেন্টিসশিপ-এর জন্য নথিভুক্ত হয়েছে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ১৩টি নতুন সরকারি আইটিআই PPP মোডে চালু করে ৪,৪২৪টি আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

কর্মমেলা ও চাকুরির উদ্যোগের মাধ্যমে ২,৪০৫ জন ভোকেশনাল ছাত্র চাকরি পেয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের মাধ্যমে ট্যাব ও স্মার্টফোন কেনার জন্য ৩৭, ০৫৫ জন ভোকেশনাল ছাত্রকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে আনুমানিক ৪০,০০০ জন ছাত্র উপকৃত হবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সাথে সম্মিলিতভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কর্মী অভাব মেটানোর লক্ষ্যে ১৫টি স্বল্পকালীন পাঠক্রম কর্মসূচি তৈরি হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি সেগুলি বাস্তবায়িত হবে।

পলিটেকনিকগুলিতে সমস্ত ছাত্রের জন্য আবশ্যিক বিষয় হিসেবে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার কোর্স, AI/ML কোর্স এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিভাগ ব্রিটেন সরকারের Aspire প্রকল্পের সহযোগিতায় ইন্টেলিজেন্ট মোবিলিটি স্কিল সেন্টার-এর ই-ভেহিকেল ও বিকল্প জ্বালানির 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স' তৈরির কাজ করে

চলেছে। Aspire প্রকল্পের মাধ্যমে কাউন্সিল ই-ভেহিকেলের জন্য এক অনন্য পাঠক্রমযুক্ত করেছে যাতে ICE চালকদের ই-ভেহিকেলে পরিবর্তনে সাহায্য করবে।

৩.১৬ যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া

রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রকে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে তিরন্দাজি, ফুটবল, টেনিস, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, সাঁতার এবং রাইফেল শুটিং-এর অ্যাকাদেমি স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছে।

বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি আন্তর্জাতিক মানের হকি স্টেডিয়ামের কাজ চলছে। বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম এবং কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামের মানোন্নয়নের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সংযুক্তভাবে ডুরান্ড কাপ, ২০২৩ আয়োজন সম্পূর্ণভাবে সফল হয়েছে। এ.এফ.সি. (AFC) ২০২৩ কাপ এবং ISL ২০২৩, বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমানে বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমি, ঝাড়গ্রামের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২ থেকে বেড়ে ৬৪ হয়েছে। ২০২৩-এর এশিয়া কাপ (স্টেজ-৩)-এ একজন শিক্ষার্থী রৌপ্য পদক পেয়েছে। জুনিয়র এবং সিনিয়র ন্যাশনাল আর্চারি চ্যাম্পিয়ানশিপে পাঁচজন তিরন্দাজ রাজ্যদলে নির্বাচিত হয়েছে এবং আরও তিনজন সাব-জুনিয়র ন্যাশনাল আর্চারি চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। ২০২৩-এ আর্চারি স্কুল ন্যাশনাল গেমসে এই অ্যাকাডেমির তিরন্দাজরা ৩টি স্বর্ণপদক ও ২টি রৌপ্যপদক অর্জন করেছে। সার্বিক রাজ্য তালিকায় আমাদের রাজ্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে যেখানে ৪ জন হল বেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমি, ঝাড়গ্রাম-এর তিরন্দাজ।

বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে রাজ্যের যুবকদের উচ্চমানের প্রশিক্ষণ দান শুরু করা হয়েছে। বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির ১,৪০০-রও বেশি অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে বেঙ্গল টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২০২৩ সালে রাজ্যের ৮৭৮টি রাজ্য যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে প্রায় ৯৯,৪৩৩ জন ছাত্রছাত্রী সফলভাবে প্রশিক্ষিত হয়েছে। ৩টি মাল্টিজিম, ৮টি মিনি ইন্ডোর

গেমস কমপ্লেক্স এবং ৩টি খেলার মাঠের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। পুরুলিয়ায় ৬টি মিনি স্টেডিয়াম উদ্‌বোধন করা হয়েছে।

২০২৩ সালে রাখিবন্ধন উৎসব, বিবেক চেতনা উৎসব, 'খেলা হবে' দিবস এবং পর্বতারোহণ কার্যক্রম পালিত হয়েছে। শুশুনিয়ায় পর্বতারোহণের ওরিয়েন্টেশন ক্যাম্প পরিচালিত হয়েছে।

৩.১৭ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক

বার্ষিক দুর্গাপূজা কার্নিভাল, প্রতিমা ও গৌরবময় শোভাযাত্রা ২৭শে অক্টোবর রেড রোডে এবং ২৬শে অক্টোবর অন্য জেলাগুলিতে বর্ণাঢ্য ট্যাবলো, উৎসাহী শিল্পীদের নিয়ে নাচ, তাল ও বাদ্যযন্ত্রসহ প্রদর্শনের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। দুর্গাপূজা 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ হিউম্যানিটি' হিসাবে 'ইউনেস্কোর' স্বীকৃতি লাভ করেছে।

'লোকপ্রসার' প্রকল্পের অধীনে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত লোকশিল্পীদের মাসিক ১,০০০ টাকা রিটেনার ফি হিসাবে দেওয়া হচ্ছে, বয়োজ্যেষ্ঠ (ষাটোর্ধ্ব) লোকশিল্পীদের মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও নথিভুক্ত লোকশিল্পীদের অনুষ্ঠান প্রদর্শনের জন্য ১,০০০ টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

'বাংলা সঙ্গীত মেলা'য় ৫,০০০-এর অধিক গায়ক, বাদক ও অন্য কলাকুশলীরা অংশগ্রহণ করেছেন। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের স্বার্থে সাহিত্য উৎসব ও 'লিটল ম্যাগাজিন মেলা' উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এছাড়াও এই সময়পর্বে তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের পরিচালনায় বিশ্ববাংলা লোক সংস্কৃতি উৎসব, লোকসংস্কৃতি সংরক্ষণের স্বার্থে বাংলার আদিবাসী হস্তশিল্প প্রদর্শন, যাত্রা উৎসব, নাট্যোৎসব, রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব, উদয়শঙ্কর ড্যান্স ফেস্টিভাল, রাজ্য স্তরে ক্লাসিকাল মিউজিক কনফারেন্স, পৌষ উৎসব, 'বাংলা মোদের গর্ব' সাংস্কৃতিক উৎসবাদি সাফল্যের সাথে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এছাড়াও রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমি, মানভূম কালচারাল অ্যাকাডেমি এবং অন্য সংগঠন রাজ্যে বসবাসকারী সেইসব সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের সাথে মানানসই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

২০২৩ সালের ৫ থেকে ১২ই ডিসেম্বর কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে বিশিষ্ট তারকা অভিনেতাদের উপস্থিতিতে ২৯তম 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' (KIFF) বর্ণাঢ্যভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসব চলাকালীন মৃণাল সেন ও দেব আনন্দকে নিয়ে দুটো প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। গোটা অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট জাকজমক ও ধুমধামের সাথে উদযাপন করা হয়। ২৩টি প্রক্ষাগৃহে ৩৯টি দেশের ২১৮টি সিনেমা প্রদর্শিত হয়।

২০২৩ সালের ২৪শে জুলাই 'মহানায়ক উত্তমকুমার সম্মান' অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়। অভিনেতা ও ফিল্মের সাথে যুক্ত কলাকুশলীদের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়।

টেলিভিশনের সাথে জড়িত অভিনেতা/কলাকুশলীদের অনবদ্য কলা প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক বছর 'দ্য টেলি সম্মান অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৪শে আগস্ট, ২০২৩ এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২০২৩-২৪ সালে এই বিভাগ মহান ব্যক্তিত্ব যথা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যু দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন এবং বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্ট গীতিকার ও অন্যান্য অগ্রগণ্য শিল্পী ও গায়কদের সরকারি সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করেছে।

এখনও পর্যন্ত সাফল্যের সাথে ৯৫টি ছোটো/ডকুমেন্টারি ফিল্ম এবং ফিচার ফিল্মকে ডিজিটাইজড করা গেছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের সিনেমা সেন্টেনারি বিল্ডিং-এর স্টেট ফিল্ম আর্কাইভে সরকারি ব্যয়ে নির্মিত সিনেমাগুলির ডিজিটাইজেশন ও সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

রাজ্য সরকার আর্থিকভাবে দুর্বল ও বয়স্ক কলাকুশলীদের আর্থিক সহায়তা দানের জন্য 'লিটারারি ও কালচারাল পেনশন স্কিম'-এর অধীনে মাসিক পেনশন দিচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত ১০১ জন বয়স্ক শিল্পীদের মাসিক আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

সিনেমা ও টেলিভিশনের কলাকুশলী ও কর্মীদের জন্য গ্রুপ ইনস্যুরেন্স ও পার্সোনাল অ্যাক্সিডেন্ট ইনস্যুরেন্স-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩,৯৫১ জন প্রাথমিক সদস্য ও প্রত্যেক সদস্যের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সর্বাধিক পাঁচজন সদস্যকে এই বিমার আওতায় আনা হয়েছে।

পুরোহিতদের সামাজিক উন্নয়নমূলক খাতে আর্থিকভাবে দুর্বল পুরোহিত ও পূজারিদের আর্থিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার মাসে ১,৫০০ টাকা অনুদান দিয়ে চলেছে। ২৮,৩১০ জন পুরোহিত এই সুবিধা পাচ্ছেন।

যাত্রাশিল্পী এবং থিয়েটার গ্রুপগুলিকে আর্থিক সহায়তা করার উদ্দেশ্যে দরিদ্র ও বয়স্ক যাত্রাশিল্পীদের জনপ্রতি এককালীন ২৫,০০০ টাকা ও প্রতিটি থিয়েটার গ্রুপকে এককালীন ৫০, ০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের জন্য পেনশন স্কিম চালু করেছে। বর্তমানে ১৩৮ জন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পেনশন স্কিম ফর দ্য জার্নালিস্ট, ২০১৮'-এর অধীনে মাসে ২,৫০০ টাকা করে পেনশন পাচ্ছেন, যা 'সরাসরি সুবিধা প্রদান' পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হচ্ছে।

বাঁকুড়া জেলার দ্বারকেশ্বর এবং গন্ধেশ্বরী নদী উপত্যকায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খননকার্য করেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শনের জন্য ছাতনা পুলিশ স্টেশনের অধীন শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামগুলিতে এবং গঙ্গাজলঘাটি পুলিশ স্টেশনের অধীনে বিসিন্দা পাহাড়ি এলাকাতেও খননকার্য চালানো হয়েছে।

স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রীগুলির পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল তালিকা তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মিউজিয়ামে 'ভার্চুয়াল ট্যুরের' উদ্দেশ্যে দর্শকদের জন্য ' ডিজিট্যাল কিয়স্ক' নির্মাণ করা হয়েছে। এরফলে প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রীগুলির ভার্চুয়াল গ্যালারি ডিসপ্লে, পর্যায়ক্রমিক নথিভুক্তি এবং তাদের সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

৩.১৮ জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা

'সহানুভূতি প্রকল্পের' অধীনে বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যার্থে ন্যূনতম ৪০% নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়া নবম ও তদূর্ধ্ব শ্রেণির ৫,১৮২ জন শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এর জন্য ৮ কোটিরও বেশি টাকা খরচ হয়েছে।

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ স্কুলের ১১৪ জন ও শিক্ষা সহায়ক আবাসের ২৬৪ জন ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশেষ স্কুলের ৫৪ জন ছাত্রছাত্রী এবং ৮৩ জন শিক্ষা সহায়ক আবাসের ছাত্রছাত্রীও ২০২৩ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত বিশেষভাবে সক্ষম ৫৬ জন ছাত্রছাত্রীকে পাঠের উন্নতির জন্য ট্যাবলেট কম্পিউটার বা স্মার্টফোন কেনার জন্য এককালীন ১০,০০০ টাকা করে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

রাজ্যে প্রথমবার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিতে বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদেরকে (VI & HI) উচ্চতর শিক্ষার দরজায় পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বাণীপুরে এই ধরনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি ডিগ্রি কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে।

রাজ্য সরকার উত্তর ২৪ পরগনার বাণীপুরে শিক্ষিত বেকার এবং সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারে নিযুক্ত যুবকদের জন্য পিপল'স (জনতা) গভর্নমেন্ট কলেজে লাইব্রেরি সায়েন্সের সার্টিফিকেট কোর্স চালু করেছে।

২০২২-২০২৩ সালে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত ৭২৪টি বেসরকারি এবং অপোষিত গ্রন্থাগার/ক্লাব সহ গ্রন্থাগার/বেসরকারি এবং অপোষিত শিক্ষালয়ের জন্য ১৮১ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য ধার্য করা হয়েছে।

১৮ বছর পর্যন্ত বয়সিদের জন্য শিশু সদস্যপদ (Children membership), ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সিদের জন্য সাধারণ সদস্যপদ (General membership), বয়স্ক নাগরিক সদস্যপদ (Senior Citizen membership) এবং বিখ্যাত ব্যক্তি

যেমন— সাংসদ, বিধায়ক, উপাচার্য, অধ্যাপক, আইনজীবী ও জেলা পরিষদের সদস্যদের Global membership-এ বিনামূল্যে গ্রন্থাগারের সদস্যপদ দেওয়ার কাজ অব্যাহত আছে।

রাজ্যের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, ২৬টি সরকারি ও সরকারপোষিত জেলা গ্রন্থাগার এবং ২৩২টি শহর বা মহকুমাস্তরের গ্রন্থাগারে বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য রাজ্য সরকার কেরিয়ার গাইডেন্স সেন্টার স্থাপন করেছে, যেখানে বেকার যুবক-যুবতীদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের জন্য বিভিন্ন সহায়ক বইপত্র, পত্রিকা, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা ব্যবহার করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।

৩১.০৮.২০২৩-এ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় 'জন গ্রন্থাগার দিবস' পালন করা হয়।

বস্তুগত পরিকাঠামো

৩.১৯ জনস্বাস্থ্য কারিগরি

কেন্দ্র ও রাজ্যের ৫০:৫০ আনুপাতিক অর্থানুকূল্যে 'জলজীবন মিশন' (JJM) প্রকল্পের অধীনে গ্রামীণ অঞ্চলের প্রতিটি ঘরে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা যার মাধ্যমে গ্রামীণ আদিবাসীদের জীবনযাপনের স্থায়ী মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঘরে ঘরে জলের কল সংযোগ স্থাপন করে (FHTCs) সকলকে এই মিশনের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত 'জলজীবন মিশন'-এর অধীনে ৯,৪০৪টি প্রকল্পের আওতায় ১৭৪.৪২ লক্ষ কলের সংযোগ দেওয়ার মাধ্যমে জল সরবরাহের কাজ শুরু হয়েছে যার জন্য প্রায় ৫৭,১৩৩ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৯,১২১টি প্রকল্পে ১৬৬.১৫ লক্ষ পরিবারে কল বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৭১.৫৮ লক্ষ পরিবারে কল বসিয়ে জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

'জলজীবন মিশন' প্রকল্পের অধীনে ৫৯,৯১৬টি বিদ্যালয়, ৪৩,৮৬৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং ৮,২৯৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নলবাহিত জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। একই সাথে ২, ৯১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ভবন, ১,১২৭টি আশ্রম, ২,৬২৭টি কমিউনিটি সেন্টার, ১০২টি সাধারণ শৌচালয় এবং ৩০৯টি অন্যান্য সরকারি কার্যালয়ে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

পানীয় জলের গুণমান রক্ষা ও সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে ২১৯টি জল পরীক্ষা ল্যাবরেটরি কাজ করছে, যা দেশের সমস্ত রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২১৬টি ল্যাবরেটরি জাতীয় স্তরে 'ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ফর টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরিজ (NABL)'-এর মান অনুযায়ী স্বীকৃতি পাওয়ার ফলে আমাদের রাজ্য আবারও প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

৪২,৮৭৬ জন যুব-কে 'উৎকর্ষ বাংলার' অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্লাম্বার, ফিটার, পাম্প/ভাল্‌ব অপারেটর, ইলেকট্রিশিয়ান এবং মেকানিকস্‌-এর প্রশিক্ষণ দিয়ে 'জলজীবন মিশন'-এর সৃষ্ট সম্পদগুলির রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।

'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পের অধীনে ৪৭,৮৮৯ জন আশাকর্মীকে 'ফিল্ড টেস্ট কিটস্‌' (FTK) প্রদান করে পানীয় জল পরীক্ষার কাজে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এই আশাকর্মীরা বিভিন্ন গৃহস্থ পরিবার, স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, জনশিক্ষা কেন্দ্র মিলিয়ে ৫,০৯,৭৩৯টি FHTC থেকে প্রাপ্ত জলের নমুনা পরীক্ষা করেছেন।

পুরুলিয়া জেলায় 'জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সির (JICA)'-র আর্থিক সহায়তায় ১,২৯৬ কোটি টাকার প্রকল্পে পানীয় জল সরবরাহের কাজ শুরু হয়েছে। এরফলে ৬.৩২ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। আগামী মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ হবে। এছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের (ADB) আর্থিক সহায়তায় প্রায় ২,৪৯৬ কোটি টাকা অনুমোদিত জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ২০২৪-এর ডিসেম্বর-এর মধ্যেই এর কাজ সমাপ্ত হলে ২৪.১১ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন।

এই দপ্তর বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কাছে পৌঁছে যেতে সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট থাকে। রাজ্যব্যাপী মেলা, উৎসব, সরকারি অনুষ্ঠান কর্মসূচি ছাড়াও খরা, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত পরিস্থিতিতে পানীয় জলের সমস্যা মোকাবিলা করতে ৩৫.৩০ লক্ষ জলের বোতল, ৩.১০ কোটি জলের প্যাকেট এবং ৪৫.৯০ মিলিয়ন লিটার পানীয় জলবাহী ট্যাঙ্কার দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে জল সরবরাহ করা হয়েছে।

২০২৩-এর গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে আগত তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন পরিকাঠামো যেমন— অস্থায়ী আবাস, সুরক্ষিত পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচ ও নিকাশি ব্যবস্থায় জল সরবরাহ, তরল ও কঠিন বর্জ্য নিষ্কাশন, অগ্নি নির্বাপণ ও সুরক্ষা ইত্যাদির বন্দোবস্ত সফলভাবে করা হয়েছে।

৩.২০ পরিবহণ

চলতি অর্থবর্ষে যানবাহন থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আদায়ে বিশেষ জোর দেওয়ার ফলে ২০২৩-এর ডিসেম্বর অবধি সময়কালে ২,৮৯০.২৭ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে।

২০২২ সালে ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। পরিবহণ ও অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রে আপতকালীন ব্যবস্থাসহ যন্ত্র লাগানো হয়েছে। এই ব্যবস্থা বিপদের সময় ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং, জিও ফেনসিং, সেফটি ফিচার্স এবং অন্যান্য জরুরিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সতর্কীকরণে ব্যবহৃত হতে পারবে। এখনও পর্যন্ত প্রায় এক তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট যানবাহনে এই ব্যবস্থা চালু করা গেছে। যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (RC) ও ড্রাইভিং লাইসেন্স (DL)-এর ক্ষেত্রে চিপ্‌যুক্ত স্মার্টকার্ড ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার পেট্রাপোল, দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি ও কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা এবং জলপাইগুড়ি জেলার ফুলবাড়ির আন্তর্জাতিক বর্ডারগুলিতে একটি সুসংহত চেকপোস্টসহ ট্রাক পার্কিং ব্যবস্থা ও টার্মিনাল চালু হয়েছে। ICP ও LCS-গুলিতে পণ্যবাহী যানবাহনের অপেক্ষার সময় কমানোর লক্ষ্যে SUVIDHA পোর্টাল কার্যকর আছে। এই পোর্টালটির দ্বারা যানবাহনের অপেক্ষার সময় সাতদিন থেকে কমিয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় আনা গেছে। পানাগড় ও মোড়গ্রামে B.O.O. মডেলে ০১.০৯.২০২৩ থেকে একটি করে ওয়ে-ব্রিজ-কাম-চেকপোস্ট কমপ্লেক্স চালু করা হয়েছে।

সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে তারাপীঠ, উমরপুর, চন্দ্রকোনা রোড এবং নবদ্বীপে বাস টার্মিনাস নির্মাণ এবং আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। বেলদায় একটি নতুন বাসস্ট্যান্ড নির্মাণ, ধনেখালি বাসস্ট্যান্ডের পুনর্নির্মাণ, কোচবিহার এন.বি.এস.টি.সি. বাস ডিপো ও দুর্গাপুর সিটি সেন্টারে এস.বি.এস.টি.সি. বাস ডিপো নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। মুর্শিদাবাদ

জেলার ভগবানগোলা ও বহরমপুর (বর্ণপরিচয়—এস.বি.এস.টি.সি.)-এ নতুন বাস টার্মিনাসের নির্মাণ, পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায়, দার্জিলিং-এর কার্শিয়াং-এ, বাঁকুড়া জেলার ঝিলিমিলিতে (এস.বি.এস.টি.সি.) তৎসহ আমতলায় বাসস্ট্যান্ডের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জোকার সিটিসি বাসস্ট্যান্ড এবং ধূপগুড়িতে ট্রাক টার্মিনাস নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৬২.০৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দে বিভিন্ন স্থানে ১৩টি গ্যাংওয়ে কাম পন্টুন জেটির নির্মাণ এবং ৩টি হেলিপ্যাড প্রস্তুতকরণ-এর কাজ চলছে এবং আশা করা যায় চলতি আর্থিক বছরে এগুলি শেষ হবে।

বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট, লজিস্টিকস্ এবং স্পেসিয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট'-এ রাজ্যের অংশীদারিত্বে (৪৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার, আনুমানিক ৩২৮ কোটি টাকা) ও বিশ্বব্যাঙ্কের ১০৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার (আনুমানিক ৭৭২ কোটি টাকা) অর্থানুকূল্যে হুগলি নদীর উপরে গণপরিবহণ ও মালবাহী জাহাজ গমনাগমনে বিশেষ সহায়ক হবে। প্রকল্পটিতে আগামী বছরগুলোতে নিরাপদ ও আধুনিক যাত্রী পরিবহণে বিশেষ পদক্ষেপ হিসাবে ২৯টি আধুনিক জেটি, ৪০টি জায়গায় ইলেকট্রনিক স্মার্ট গেট, ২২টি উন্নত স্টিল ভেসল তৈরি করে কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়ার যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করতে, এলাকার বসবাসকারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে, রাজ্যের লজিস্টিক ক্ষেত্রকে উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পরিবহণ বিভাগ পুলিশ প্রশাসন, পূর্ত দপ্তর, পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর ও স্কুলশিক্ষা দপ্তরের সাথে যৌথভাবে পথনিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পথ দুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হয়েছে।

'মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট'-এ পরিবহণ দপ্তর, রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ-এর দায়ের করা মামলাগুলির অর্থদণ্ড উদ্ধার ও তার স্বচ্ছতা রক্ষায় একটি সুসংহত SANJOG পোর্টাল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

পরিবহণ বিভাগ দ্বারা যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্স পেমেন্ট, বাণিজ্যিক যানবাহনের পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদির মতো নাগরিক পরিষেবা সমূহ অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হয়েছে। জনসাধারণ বিএসকে (BSK) পোর্টালের মাধ্যমেও এই ধরনের কিছু সুবিধা পেতে পারে।

রাজ্য সরকারের অনুমোদিত অ্যাপ-ক্যাব ব্যবস্থা 'যাত্রীসাথী' চালু করা হয়েছে। অন্যান্যদের তুলনায় যাত্রীসাথী ব্যবস্থায় চালক এবং যাত্রী অর্থনৈতিকভাবে বেশি লাভবান হবেন।

৩.২১ পূর্ত

রাজ্য সরকার অর্থনীতির জীবনরেখা হিসাবে সড়ক যোগাযোগের উন্নতি ও বৃদ্ধিতে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। বর্তমান অর্থবর্ষে এখন পর্যন্ত ২,৪৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই বিভাগ ১, ৬৩০ কিমি রাস্তা জুড়ে ২২৫টি রাস্তা প্রকল্প এবং ২১টি ব্রিজ-এর কাজ সম্পূর্ণ করেছে। এছাড়াও ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৩টি পুরনো জীর্ণ ব্রিজ-এর পুনর্নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়েছে।

পূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিবেশবান্ধব এবং ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিরাপদ জ্বালানি জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য সমস্ত সরকারি বিভাগ, স্থানীয় সংস্থা ও রাজ্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ স্টিল পাইপলাইন এবং মিডিয়াম ডেনসিটি পলিথিন পাইপলাইন স্থাপনের দ্বারা এই বিভাগ City Gas Distribution Network স্থাপনের জন্য একটি সাধারণ নীতি গ্রহণ করেছে।

বিভাগ বর্তমান অর্থবর্ষে ১৪৬.০২ কোটি টাকা ব্যয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কলকাতা-বাসন্তি-গদখালি (SH-3A) ৬৮ কিমি থেকে ৯৬.৬৮৪ কিমি রাস্তা চওড়া ও মজবুত করা এবং সিঙ্গল লেনকে দুই লেন-এ করার কাজ শেষ করেছে।

১২৭.৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ভোরের আলো' (গাজলডোবা হাব প্রজেক্ট) প্রকল্পের অধীনে জলপাইগুড়ি জেলার সাহুডাঙ্গিতে তিস্তা-মহানন্দা বাম খালের ওপর ১২৬ মিটার দীর্ঘ দুই লেনবিশিষ্ট নতুন ব্রিজ ও সংলগ্ন রাস্তা চওড়া ও মজবুত করার কাজ শেষ করা হয়েছে।

বর্তমান অর্থবর্ষে ৬৯.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯.৪০ কিমি বিস্তৃত ময়নাগুড়ি-রামসাই রাস্তা চওড়া ও মজবুত করা এবং জলপাইগুড়ি জেলার তিস্তা-জলঢাকা মেইন ক্যানাল-এর ওপর একটি নতুন দুই লেন বিশিষ্ট ব্রিজ নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে।

এই অর্থবর্ষে ১০৭.৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায় পানাগড়-ইলামবাজার-দুবরাজপুর (SH-14)-এর রাস্তা মজবুত করার কাজ শেষ হয়েছে।

৪৭.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার চুনাখালি-জলঙ্গি (SH-11)-র রাস্তার মজবুতিকরণের কাজ হয়েছে। ৩৬.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে কোচবিহার জেলার পুন্ডিবাড়ি-বাণেশ্বর-এর রাস্তাকে সিঙ্গল লেন থেকে দুই লেনে চওড়া করা এবং মজবুত করার কাজ শেষ হয়েছে।

৩৫.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে দার্জিলিং জেলায় ৭ মাইল (তাকদা) থেকে গ্লেনবার্ন ফটক পর্যন্ত ৯.২০ কিমি দীর্ঘ নতুন রাস্তা তৈরি এবং ওই রাস্তার উপর দুটি নতুন ব্রিজেরও নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে ৩০.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর-কান্দি-সুলতানপুর রাস্তার ২১.৪৫ কিমিতে দ্বারকা নদীর ওপর একটি নতুন ব্রিজ নির্মাণকার্য শেষ হয়েছে।

২০ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় সোদপুর-মধ্যমগ্রাম রাস্তার মজবুতিকরণের কাজ তৎসহ রাস্তার চওড়া করার কাজ শেষ হয়েছে। ১৮.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে দার্জিলিং জেলার মাটিগড়া-কার্শিয়াং রাস্তার মজবুতিকরণ এবং ৭ কিমি থেকে ১১ কিমি রাস্তার উপরিভাগের আস্তরণের কাজ শেষ হয়েছে।

১৬.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাস্তার ওপর সতিঘাট-এ সাঁকোর পরিবর্তে গন্ধেশ্বরী নদীর ওপর একটি নতুন ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। ১৬.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোণা-ঘাটাল রোড (SH-4)-এ কেঠিয়া খালের ওপর সংকীর্ণ ব্রিজের পরিবর্তে একটি নতুন ব্রিজ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

১৩.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ঝাড়গ্রাম জেলায় দেবনদীর ওপর অবস্থিত ভাঙা সাঁকোর পরিবর্তে একটি সুউচ্চ সেতু নির্মাণ করা হয়েছে এবং বর্তমান অর্থবর্ষে ৯.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বাঙ্গুর থেকে দমদম পার্ক পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভেনিউ (VIP Road) বরাবর নয়নজুলির সৌন্দর্যায়ন তৎসহ ফুটপাথ ও জীববৈচিত্র্য পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে।

৩.২২ ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন

নাগরিক সমাজের কাছে সুসংহত ও সন্তোষজনক পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার মিউটেশন এবং জমির স্বত্ব পরিবর্তনের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। এই অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত ৭৩,৮৪,২৭১টি মিউটেশনের কাজ ও ১,৯১,৭০০টি জমির নাম পরিবর্তনের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

সরকার এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সমস্ত শরণার্থী ত্রাণ শিবির ও কলোনি অঞ্চলের জমি জায়গাগুলিতে বসবাসকারী বৈধ অধিবাসীদের হাতে ফ্রি হোল্ড টাইটেল ডিড স্বত্বাধিকার তুলে দেবে, এর ফলে ওইসব কলোনি অঞ্চলে স্থায়ী ও উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার সুবিধা হবে। এছাড়াও বহু দরিদ্র পরিবার আছে যারা বহু দশক ধরে সরকারি জমিতে বসবাস করছে, সরকার চায় ওই সকল অধিবাসীদের, যে যেখানে আছে সেখানেই, বাসস্থানের জায়গাগুলিতেই LR পাট্টা, NGNB পাট্টা এবং LTS দিয়ে জায়গা-জমির সমস্যার সুষ্ঠু মীমাংসা করতে।

রাজ্য সরকার অনেকদিন ধরেই 'জোর করে জমি অধিগ্রহণ নয় এবং বলপূর্বক কাউকে জমি থেকে উৎখাত করা নয়' নীতি গ্রহণ করে আসছে। সরকারি কাজের জন্য জমি প্রয়োজন হলে তা 'জমি ক্রয়' নীতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হবে, যা কিনা জমির মালিকের সাথে আলোচনা করে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে জমির ক্ষতিপূরণ প্রদান চুক্তির মাধ্যমে রূপায়িত করা হবে।

২০১৭ সাল থেকে সমস্ত কৃষি জমি থেকে খাজনা (জমি কর ও তার উপর সেস) সম্পূর্ণভাবে মকুব করা হয়েছে।

সরকারি পাট্টাজমির রূপ পরিবর্তনের জন্য অর্থাৎ ইজারা থেকে ফ্রি-হোল্ড করার জন্য সরকারি একটি নীতি প্রণয়ন করেছে যাতে জমির বর্তমান ইজারাদাররা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এর মালিকানা প্রাপ্ত করতে পারে শুধুমাত্র কনভার্সন ফি (Conversion fees) প্রদানের মাধ্যমে। এতে জমির মালিকদের কাজ করতে সুবিধা হবে। পরিত্যক্ত ফাঁকা সরকারি জমিকে ফ্রি-হোল্ড ভিত্তিতে দেওয়ার নীতি চালু হয়েছে। অনুমোদন সীমার বাইরে ফাঁকা বা অব্যবহৃত ইজারা জমির পুনর্ব্যবহারের জন্য নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিভাগ রায়তের (Raiyat) স্বার্থে চা বাগান, জলাভূমি ব্যতীত রূপান্তরের অনুমোদন প্রদান নিয়মিত করছে।

২০২৩-এর ডিসেম্বর মাসে ১৪,০০০ পাট্টা বিলি করা হয়েছে যার মধ্যে আছে কৃষি পাট্টা, চা বাগানের পাট্টা ও শরণার্থী কলোনির জন্য ফ্রি-হোল্ড রাইট অ্যান্ড টাইটেল ডিড (FHTD)।

ই-খাজনা (e-khajna) মডিউল দ্বারা সাধারণ মানুষ ঘরে বসেই জমি রাজস্ব জমা করছে। এখনও পর্যন্ত ২২,৮১,৩৬৮ জনেরও বেশি রায়তদার তাদের অ-কৃষিজমির কর বাবদ ৯৮.৫৪ কোটি টাকা অনলাইনে জমা করেছে।

বর্তমান অর্থবর্ষে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২,১৬৩.১৩ কোটি টাকার রাজস্ব আয় হয়েছে।

৩.২৩ বিদ্যুৎ

চলতি অর্থবর্ষে ৫.১৪ লক্ষ নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ৭টি ৩৩/১১ কিলোভোল্ট সাব-স্টেশন তৈরি করা হয়েছে যার ক্ষমতা ১১৪.১ MVA। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে এছাড়াও ১৩টি ৩৩/১১ কিলোভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন সাব-স্টেশনগুলির কার্যক্ষমতা অতিরিক্ত ৮৯.৮ MVA পর্যন্ত বাড়ানোর কাজ শেষ হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে অতিরিক্ত ৮টি ৩৩/১১ কিলোভোল্ট সাব-স্টেশনগুলিকে শক্তিশালী করে আরও ২৯.৬ MVA ক্ষমতা বর্ধিত করা হবে।

গ্রিড আধুনিকীকরণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে WBSEDCL (WBEDGMP), 'এক্সটারনাল এইডেড প্রোজেক্ট (EAP)' হিসাবে ২,৮০০.৫৪ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় ধরে ২০২১-২২ অর্থবর্ষ থেকে কাজ শুরু করেছে। বিশ্বব্যাঙ্ক (IBRD) ও 'এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক (AIIB)' থেকে পাওয়া আংশিক ঋণ এবং রাজ্যের ৩০ শতাংশ অংশীদারিত্বে এই প্রকল্পের কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত ১,০০০.৬৫ কোটি টাকা এই প্রকল্পে খরচ হয়েছে।

সরকার উপভোক্তাদের ভর্তুকি প্রদানের অঙ্গ হিসাবে ৩১.১২.২০১৮ অবধি সময়কালের বকেয়া বিলের বা LPSC প্রকল্পের সম্পূর্ণ ভর্তুকিসহ বকেয়া বিলের আংশিক ভর্তুকি অনুমোদন দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর বিবিধ উন্নতির প্রয়োজনে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ প্রকল্প 'রিভ্যাম্পড্ ডিস্ট্রিবিউশন সেক্টর স্কিম (RDSS)' গঠন করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ধাপে ধাপে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১,৩৯৪.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধরা আছে।

বিদ্যুৎ বিল তৈরির দক্ষতাবৃদ্ধি এবং ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে রাজ্যে বাণিজ্যিক ও শিল্পক্ষেত্রে ৫ KVA থেকে ৫০ KVA ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ এবং সমস্ত সরকারি বিদ্যুৎ সংযোগক্ষেত্রে গ্রাহকদের জন্য প্রথম ফেজ-এ ৭.২৬ লক্ষ স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হবে। দ্বিতীয় ধাপে, লোড এবং উপভোক্তা ব্যতিরেকে সমস্ত বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রাহকদের জন্য এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। বাণিজ্যিক, শিল্পক্ষেত্রে এবং সরকারি গ্রাহকদের মধ্যে ৫ KVA থেকে ৫০ KVA ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থায় ৩০ হাজার স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করা গেছে।

WBSEDCL রাজ্যের নোডাল এজেন্সি হিসাবে রাজ্যের বিভিন্ন সাব-স্টেশনের ফাঁকা জমিতে বেসরকারি উদ্যোগের সাথে যৌথ সহায়তায় আয় বণ্টনের ভিত্তিতে e-ভেহিকেল

চার্জিং পরিকাঠামো উন্নয়ন করে e-ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ১৮৭টি e-ভেহিকেল চার্জিং স্টেশন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

WBSEDCL রাজ্যের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তিস্তা ক্যানেল ফল হাইডেল প্রোজেক্ট-এ দুটি ৫০ MVA ক্ষমতাসম্পন্ন ১৩২/৩৩ KV ট্রান্সফরমার স্থাপন করেছে। আরও একটি ২০ MVA ১৩২/৩৩ KV ট্রান্সফরমার বসানোর কাজ চলছে। মংপু কালিখোলা হাইডেল পাওয়ার স্টেশন-এর ফোর বে স্পিলওয়ে বাড়ানোর কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্রোজেক্ট WBSEDCL সিদ্রেপং হাইডেল পাওয়ার স্টেশনে ভারতবর্ষের প্রথম হাইড্রো মিউজিয়াম স্থাপন করার কাজ হাতে নিয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে ১২৫ MW ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রাউন্ড মাউন্টেড সোলার পাওয়ার প্রোজেক্ট এবং পুরুলিয়ায় PPSP আপার ড্যামে ১০ MW সোলার পাওয়ার প্রোজেক্ট তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ২০ হাজার কৃষক উপভোক্তাকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে WBSEDCL ভারত সরকারের MNRE-এর PM-KUSUM (c-কম্পোনেন্ট) প্রকল্পের অধীন ৭.৫ KW প্রতিটি হিসাবে মোট ১৫০ MW গ্রিড কানেক্টেড সোলার পাম্প তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩ হাজার কৃষক উপভোক্তাকে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে WBSEDCL ভারত সরকারের MNRE-এর PM-KUSUM (B-কম্পোনেন্ট) প্রকল্পের অধীন ৭.৫ KW প্রতিটি হিসাবে মোট ২২.৫ MW অফ্ কানেক্টেড সোলার পাম্প তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে। WBSEDCLপোর্টাল-এ ভর্তুকিহীন প্রকল্পের উপভোক্তাদের জন্য তৈরি অ্যাপ্লিকেশনটি ইতিমধ্যেই কার্যকরী করা হয়েছে।

WBSEDCL বিদ্যুৎ বিলের টাকা জমা দেওয়া, কোটেশন জমা দেওয়াকে সহজতর করে তোলার জন্য মোবাইল ওয়ালেট/BBPS/UPI/Bharat-QR ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে উপভোক্তা তার নির্দিষ্ট জায়গা থেকেই বিল বা কোটেশন জমা দিতে পারবে। অনলাইন ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এছাড়াও বিভিন্ন ক্যাশ কালেকশন সেন্টার (CCC)-র অধীনস্থ ৩০০টি ক্যাশ কালেকশন কিয়স্ক থেকে যেকোনো সময়ে বিদ্যুৎ বিল জমা দেওয়ার ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (WBSETCL), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা যেটি দূরবর্তী স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য সংস্থা হিসাবে পরিচিত।

এপ্রিল ২০১১ থেকে WBSETCL ৬১টি EHV (Extra High Voltage) সাব-স্টেশন (মান উন্নীতকরণসহ)-এর পরিবহণ ক্ষমতা ২২,০২২ MVA-তে উন্নীতকরণ এবং বৃদ্ধির কাজ করেছে। এছাড়াও অতিরিক্ত ৫,৬৪৪.৬৭ CKm বিদ্যুৎ পরিবহণ ব্যবস্থা করতে পেরেছে। ৪০,২৬৫.৩৬ MVA ক্ষমতাসম্পন্ন ১৫৭টি EHV সাব-স্টেশন বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে নিযুক্ত আছে এবং ১৬,৬২৮.২৬ CKm বিদ্যুৎ পরিবহণ ব্যবস্থা সফলভাবে কার্যকরী আছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে WBSETCL ৫১,৯৭২.৩০ MVA বিদ্যুৎ পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ৩১৮.৬৭ CKm বিদ্যুৎ পরিবহণ সফলভাবে যুক্ত করতে পেরেছে।

WBSETCL প্রায় ৯৯.৯১ শতাংশ পর্যন্ত পরিবহণ ব্যবস্থার উপলব্ধকরণ সুনিশ্চিত করতে পেরেছে এবং পরিবহণ ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ২.৩০ শতাংশে নামিয়ে আনতে পেরেছে যা সারা দেশের মধ্যে সেরা।

গত বছরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে WBSETCL ৭টি EHV লাইনে ১৯৮.৪৫ CKm ACSR কনডাক্টরকে HTLS কনডাক্টরে রূপান্তরিত করতে পেরেছে। এই অর্থবর্ষে ২২০ KV লাইনে ২৮৪.৮০ CKm কনডাক্টর এবং ১৩২ KV লাইনে ২২৩.০৩৫ CKm কনডাক্টর উন্নীতকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

এটাও উল্লেখযোগ্য যে, WBSETCL সিডিউলিং, অ্যাকাউন্টিং, মিটারিং এবং সেটেলমেন্টের ট্রানজাকশন বা সুসংহত SAMAST প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। তাছাড়া ১,৮০৯ কিমি GI আর্থওয়্যার প্রতিস্থাপন করে OPGW-তে পরিবর্তনের কাজ হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (WBPDCL) ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ২২.৩৯১৯৭ BU বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে।

দেওচা পাচামি দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ কোল ব্লক। এখানে খননকার্য (Drilling) শেষ হয়েছে এবং CMPDI দ্বারা DPR-এর জমি প্রস্তুতকরণ ও মাইনিং প্ল্যান-এর প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে।

দুর্গাপুর প্রোজেক্টস্ লিমিটেড (DPL) ট্রান্স দামোদর কয়লাখনি এলাকায় সফলভাবে ৩, ৩৩,১৪৯ মেট্রিক টন কয়লা খনন করেছে এবং আশা করা হচ্ছে, সর্বাধিক ১০ লক্ষ মেট্রিক টন অবধি কয়লা অচিরেই খনন করা সম্ভব হবে।

৩.২৪ নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক

একটি নগরকেন্দ্রিক রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছরে শহরতলি অঞ্চলে জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি লক্ষ করা গেছে। এই অঞ্চলগুলির চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে এই বিভাগ পৌর বিষয়ক পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং বর্ধিত জনসংখ্যার সমস্যাদি মোকাবিলা করার জন্য সুসংহত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

লাগাতার প্রচেষ্টার ফলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্জ্য সাফাই ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা গেছে। এছাড়াও অন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যেমন ম্যাটেরিয়াল রিকভারি ফেসিলিটি, বায়োগ্যাস প্লান্ট এবং ওয়েস্ট প্রসেসিং প্ল্যান্টের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সাধারণ পরিচ্ছন্নতা এবং বাড়ি থেকে বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কলকাতা পৌরসভা ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক একটি স্বয়ংক্রিয় Material Recovery Facility (MRF) নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। জমে থাকা বর্জ্য সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করার উদ্যোগ প্রকল্প এখন সমাপ্তির মুখে এবং এই উদ্দেশ্যে ৩০২.৪৭ একর জমিকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

নিউটাউনে কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (NKDA) এই গোটা এলাকাকে আধুনিক, প্রাণবন্ত এবং নাগরিকদের বসবাসের সুবিধাজনক একটি শহর হিসাবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। নান্দনিক উৎকর্ষ বিধান এবং পৌর পরিকাঠামোর উৎকর্ষ বিধানের উন্নতির জন্য এই প্রচেষ্টা

গোটা দেশের প্রশংসা আদায়ে সমর্থ হয়েছে এবং এটি একটি ভবিষ্যতের 'মডেল সিটি' হিসাবে গড়ে উঠছে। বর্তমান অর্থবর্ষে এই শহরের উন্নতিবিধানের জন্য ১৯৬ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে।

বন্যা প্রতিরোধ এবং এর প্রকোপ কমানোর জন্য রাজ্য সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। বর্ষাকালে জল জমার সমস্যা মোকাবিলা ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যারাকপুর সাব-ডিভিশন এবং বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে বিভিন্ন পৌরসভার নিকাশি ব্যবস্থা উন্নতির স্বার্থে জিওগ্রাফিকাল ইনফরমেশন সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম ইতিমধ্যেই শুরু করা গেছে এবং আরও অনেক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

শহরাঞ্চলে দারিদ্র্যতা হ্রাসের লক্ষ্যে এবং ছোটো ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধির স্বার্থে গৃহীত 'স্বয়ংসিদ্ধা' প্রকল্প উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এখনও অবধি ১২৮টি পৌরসভার ১০,৪৯,৩৪০টি দরিদ্র পরিবারের মহিলা সদস্যদের নিয়ে ৮৬,৬২৬টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে, ৮১,৯৮২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিটিকে ১০,০০০ টাকার 'রিভলভিং-ফান্ড' প্রদান করা হয়েছে, যাতে আভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পায় এবং তারা তৎকালীন প্রয়োজনে ঋণ সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে।

৫৪,৭৮২ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ৯,২৩০ জন কর্মোদ্যোগীকে ভর্তুকিযুক্ত ঋণ-এর সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পৌরসভাগুলিতে ২,৮৩৪টি Ward level Area Level Federations (ALF) এবং ১২৮টি City Level Federations (CLF) গঠন করা হয়েছে। ২,৪৫০টি ALF-এর প্রত্যেককে ৫০,০০০ টাকার 'রিভলভিং-ফান্ড' প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে ৫৯টি ALF ও ১১টি CLF গঠন করা হয়েছে।

২,০৬১টি নিরাশ্রয় দুর্বল মানুষকে 'রাত্রিকালীন সার্ভের' মাধ্যমে উদ্ধার করা গেছে এবং তাদের ৫২টি পৌরসভার ৬২টি কার্যকর 'Shelters for Urban Homeless (SUH)'-এ আশ্রয়-এর ব্যবস্থা করা গেছে। আরও ৩৭টি SUH বিভিন্ন পৌরসভায় নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ সালে ৯টি SUH-কে কার্যকরী করা হয়েছে।

রাজ্যব্যাপী ১,৭৩,৩০৭ জন শহরাঞ্চলের স্ট্রিট হকারদের ১০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

১,১৬,৮৬৫ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং' প্রদান করা হয়েছে। ৬৩,৮৫৪ জন স্ব-নিযুক্ত হয়েছেন অথবা দক্ষতামূলক শ্রমে নিযুক্ত করা হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভাগুলিতে ২২,৯১৬ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা স্কুল-ইউনিফর্ম তৈরির প্রোজেক্টে যুক্ত আছে। ৭,৮৯৩টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ১৫.৩১ লাখ ছাত্রছাত্রীকে ৩০.৬২ লাখ স্কুল ইউনিফর্ম সরবরাহ করা হয়েছে, এবং এরফলে তারা ৩৮.৬৮ কোটি টাকা উপার্জন করেছেন।

রাজ্যের পৌরসভাগুলিতে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলির বিভিন্ন সামগ্রী বিপণনের জন্য ২৮টি বিক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

দরিদ্র মানুষদের খাবার প্রদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত 'মা' ক্যান্টিন চালু হওয়ার দিন থেকেই খুব সাফল্যের সাথে পরিচালিত হচ্ছে ও রাজ্যব্যাপী ২৯টি মেডিক্যাল কলেজ ও জেলা হাসপাতালে 'মা' ক্যান্টিন চালানো হচ্ছে। চালু হওয়ার দিন থেকে ৪.৭৫ কোটির বেশি ব্যক্তিকে ৩২০টি 'মা' ক্যান্টিনের মাধ্যমে খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

সেক্টর-৬ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপ এবং গোল্ডেন সিটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনশিপকে বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নতিসহ আধুনিক শহর হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। জল সরবরাহ, রাস্তার আলো এবং রাস্তার নির্মাণের জন্য ৫৯০ কোটি টাকার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.২৫ আবাসন

'চা-সুন্দরী' আবাসন প্রকল্প, বন্ধ এবং রুগ্‌ন চা-বাগানগুলির স্থায়ী চা-বাগান কর্মীদের (যাদের নিজস্ব বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত পর্যাপ্ত বসবাসের ব্যবস্থা নেই) জন্য আবাসন ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৪,০২২টি একতলা বাড়ি, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির ৭টি চা-বাগানের ১৭টি স্থানে অনুমোদিত হয়েছে এবং ১,১৭১টি একতলা

বাড়ি ধেকলাপাড়া—(৩২৭), মুজনাই—(৩২৪), তোর্সা—(৪৫৬) এবং মানাবাড়িতে—(৪৪) নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলার ৬টি চা-বাগানে ১১টি স্থানে ২,৮৫১টি একতলা বাড়ি নির্মাণের কাজ বর্তমানে চলছে। রাজ্য সরকার বর্তমানে 'চা-সুন্দরী এক্সটেনশন' প্রকল্পে যেসব চা শ্রমিকদের জমি দেওয়া হয়েছে তাদের প্রত্যেককে বাড়ি নির্মাণের জন্য ১.২০ লক্ষ টাকা অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া শুরু করেছে।

'নিজশ্রী' প্রকল্পে নিম্নবিত্ত (LIG) ও মধ্যবিত্ত (MIG) পরিবারগুলির জন্য বাসস্থান প্রদান করার লক্ষ্যে ১১২টি ফ্ল্যাট এ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আরও ৮টি কাজ বিভিন্ন স্থানে চলছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সাথে আলোচনা করে এই বিভাগ রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ, জেলা হাসপাতাল, সাব-ডিভিশন এবং সুপার স্পেশালিটি হসপিটালগুলিতে রোগীর বাড়ির লোকেদের রাত্রিকালীন আবাসের জন্য ব্যবস্থা করেছে। এই অর্থবর্ষে ৪০০ জন লোকের থাকার ব্যবস্থাসম্পন্ন রাত্রিকালীন আবাস ৪ জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। আরও ২টি স্থানে নির্মাণ কাজ চলছে।

'কর্মাঞ্জলী' প্রকল্পে যেসমস্ত কর্মরতা মহিলারা শহরে একা থাকেন এবং কোনো বাসস্থান নেই, তাদেরকে কম ভাড়ায় বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের অধীনে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে ৭০টি একক বাসযোগ্য বাসস্থানের নির্মাণ কাজ চলছে।

এই দপ্তর রাজ্যে 'রেন্টাল হাউজিং এস্টেট (RHE)' নির্মাণ করে সরকারি কর্মচারীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে। এই অর্থবর্ষে ৩টি জায়গায় RHE-র ১১২টি ফ্ল্যাট গড়ে তোলার কাজ শেষ হয়েছে।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথোরিটি' এবং 'ওয়েস্ট বেঙ্গল রিয়েল এস্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল' গঠন করা হয়েছে। WBRERA এবং WBREAT -এর অভিযোগ নথিবদ্ধকরণ এবং নিষ্পত্তিসহ সমস্ত কাজই অনলাইনে করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত রিয়েল এস্টেট প্রোজেক্টের নথিবদ্ধকরণের ১,২৩৭টি মামলা, রিয়েল এস্টেট এজেন্টদের নথিবদ্ধকরণের ৩২৪টি মামলা এবং ৫৪১টি অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ করা হয়েছে যারমধ্যে এখনও পর্যন্ত যথাক্রমে ৮১৬, ২৭৮ এবং ১৭১টি মামলার নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে।

৩.২৬ অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস

অপ্রচলিত ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস বিভাগ নির্দিষ্ট রূপরেখা এবং যথাযথ আর. ই. প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উন্নতিকরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৯৫০টি সরকারি স্কুল ও মাদ্রাসায়, রুফটপ গ্রিড সংযোজিত সৌর পিভি শক্তি উৎপাদক ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। ৪০১টি স্কুলে এই সংযুক্তিকরণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। WBSEDCL-এর দ্বারা ১০৭টি স্থানে 'নেট মিটারের' বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৬১০টি স্কুলে রুফটপ গ্রিড সংযোজিত সৌর পিভি শক্তি প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে।

ঝাড়গ্রামের সার্কিট হাউসে এবং পূর্ব মেদিনীপুরের কালেক্টরেট ভবনে গ্রিড সংযোগের মাধ্যমে রুফটপ সোলার পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত নদীয়া জেলার ভজনঘাটে ১০ MW গ্রাউন্ড মাউন্টেড সোলার পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে ৭.৫৩১ MU বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়ার ২ MWp গ্রিড সংযুক্ত গ্রাউন্ড মাউন্টেড সোলার পিভি পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে ০.১০১৪ MU বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

বিকেন্দ্রীভূত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারে পুরুলিয়া জেলার মানবাজার-১ ব্লকের অধীনে ২২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য চাষের জমিতে সোলার পাম্প বসানোর উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া জেলায় ৪৭,৭৬,২০০ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

সামাজিক ক্ষমতায়ন

৩.২৭ নারী ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ

নারী ও শিশুবিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগ প্রধানত সমাজের দুর্বল ও অসহায় অংশের মানুষের স্বার্থে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ও এই

বিভাগের পরিচালিত সামাজিক সুরক্ষামূলক উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি রাজ্যের আরও অধিক সংখ্যক মানুষকে উপকৃত করে চলেছে।

রাজ্যের মহিলাদের সর্বজনীন মৌলিক আয় হিসাবে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প একটি অগ্রণী প্রচেষ্টা। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের আওতায় ১.৯৮ কোটি মহিলাকে আর্থিক সুবিধা দিতে ১০,১০১.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

কিশোরী কন্যাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার পরিচালিত 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' এক দশক পূর্ণ করল এবং 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের আওতায় ৮৫.৫৩ লাখ ছাত্রী এর সুবিধা পেয়েছে। ২০২৩-২৪-এ এখনও পর্যন্ত ২০.৬৯ লাখ ছাত্রী বার্ষিক মেধাবৃত্তির জন্য এবং ৪.২০ লাখ ছাত্রীকে এককালীন অর্থ সাহায্যের জন্য নিবন্ধীকরণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এই খাতে বাজেট বরাদ্দ ১,৫৫০.১৩ কোটি টাকা।

'রূপশ্রী' প্রকল্পে রাজ্যের বিবাহযোগ্যা, আর্থিকভাবে গরিব পরিবারের যুবতীদের স্বার্থে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এপর্যন্ত ১.৯৩ লাখ প্রাপকের জন্য ৫২৯.০৪ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

২০২৩-২৪ সালে এখন অবধি রাজ্য সরকার ১৯.৪৪ লক্ষ বয়স্ক মানুষকে ওল্ড এজ পেনশন স্কিমের আওতায় এনেছে। এইখাতে ১,৬৭৮.৫ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। রাজ্যের ১৯.২৭ লাখ বিধবাকে 'উইডো পেনশন স্কিম'-এর আওতায় আনা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এরজন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১,৬০৬.২৪ কোটি টাকা। ৪০ শতাংশ বা তার বেশি অক্ষমতাযুক্ত মানুষজনের সাহায্যার্থে 'মানবিক' পেনশন স্কিমের আওতায় এখন অবধি ৭.১৮ লাখ উপভোক্তাকে আনা হয়েছে। এরজন্য ৬২৫.৩২ কোটি টাকা এখন অবধি ব্যয়িত হয়েছে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকে দেওয়া পুষ্টিকর খাদ্যের মাধ্যমে রাজ্যের অপুষ্টি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ৫ বৎসরের নীচে মাত্র ৩.৯৮ শতাংশ শিশুর ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় কম। ৬ বছরের নীচে ৬৯.১১ লাখ শিশু এবং ১২.২৯ লাখ গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের জন্য প্রতি মাসে ২৬ দিন করে নিয়মিত গরম রান্না করা খাবার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৩ থেকে ৬ বৎসর পর্যন্ত আনুমানিক ৩৫.৯৫ লাখ শিশুকে ১,১৯,৪৮১টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে

প্রাক্‌বিদ্যালয় স্তরে পড়াশুনা করানো হয়েছে। দুর্বল, অসহায় শিশু ও মায়েদের কাছে পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ক্রমাগতভাবে উল্লেখযোগ্য উন্নতিসাধন করা হচ্ছে। এরজন্য অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থাদি সুসংহত করা হয়েছে।

'মিশন বাৎসল্য'-র অধীনে ৫,৩৮৮ জন শিশুকে শৈশবাবাসে রাখা হয়েছে। এছাড়াও শিশুরা দত্তক পরিবারে পুনর্বাসন পেয়েছে এবং অনুদানের মাধ্যমে তাদের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে ১৬৮ জন শিশু দেশের অভ্যন্তরে ও ১৭ জন শিশু দেশের বাইরে দত্তক পেয়েছে। এই বছরে ১,১০৯ জনকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ৬,৬৯৮ জন শিশুকে দেশের মধ্যে তাদের বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ১৫০ জন বাংলাদেশি ও ১০ জন নেপালি শিশুকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

এই বিভাগ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন মহিলাদের জন্য ৩৭টি শক্তি সদন সেল্টার হোম এবং হিংসায় প্রবাহিত মহিলাদের সাহায্যার্থে ২২টি 'ওয়ান স্টপ সেন্টার' পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও ৩১টি বৃদ্ধাবাস, ভবঘুরেদের জন্য ১০টি নির্দিষ্ট আবাস এবং কলকাতা, হাওড়া ও আসানসোল মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে ৩৪টি গৃহহীন নগরবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট আবাস চালু আছে। উপরন্তু যারা সদ্য মানসিক অসুস্থতা কাটিয়ে উঠেছেন সেইসব আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের জন্য রাজ্য সরকার যতদিন তারা স্বতন্ত্রভাবে জীবন চালাতে সক্ষম হচ্ছে ততদিন তাদের আশ্রয়ের জন্য 'প্রত্যয়' নামে ২টি হাফ-ওয়ে হোম চালু করেছেন। এই বিভাগ সেই আশ্রয়ের বাসিন্দাদের তাদের পরিবারের সঙ্গে সংযুক্তির জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

৩.২৮ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা

২০২৩-২৪ সালে রাজ্যে 'ঐক্যশ্রী' মেধাবৃত্তি প্রকল্পের অধীনে ২৪ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনোর জন্য ১,২৯০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাঋণ দেওয়া হয়েছে।

পেশাদারী, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়ের স্ব-উদ্যোগমূলক এবং স্ব-নিযুক্তিমূলক কর্মপ্রকল্পে উৎসাহ দিতে স্ব-উদ্যোক্তা ও স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ ও DLS (ক্ষুদ্র ঋণ)

প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবছর ইতিমধ্যেই ৪,৪১২ জন সুবিধাপ্রাপককে মেয়াদী ঋণ এবং ৪৫,১৩৩টি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যকে ক্ষুদ্রঋণ বাবদ ১৩২.৩৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু এলাকার পরিকাঠামো উন্নয়নে সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প (SUP), ইন্টিগ্রেটেড মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (IMDP) এবং মাইগ্রান্ট ডোমেস্টিক ওয়ার্কার (MDW) এই তিনটি বৃহৎ কর্মপ্রকল্প শুরু হয়েছে। চলতি অর্থবর্ষে এর জন্য মাল্টি সেক্টোরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (MSDP)-এর অধীনে ২০৫.৪৪ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে এখনও পর্যন্ত IMDP স্কিমে ১৪টি জেলার ৩২টি ব্লকের পরিকাঠামো রূপায়ণে ৪২.৩০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং একইরকমভাবে রাজ্যের ২৩টি জেলায় বিভিন্ন ব্লকে কর্মসূচি রূপায়ণে MDW প্রকল্পে ১৩৭ কোটি টাকার বেশি প্রদান করা হয়েছে।

এই দপ্তর মুর্শিদাবাদ জেলার ১০৩টি মাদ্রাসার ৫০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'ইউনিসেফ' এবং এর শিক্ষাসহযোগী 'বিক্রমশীলা এডুকেশন রিসোর্স সোসাইটির' যৌথ উদ্যোগে মীনামঞ্চ (গার্লস এমপাওয়ারমেন্ট), ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি কোর্স, কোয়ালিটি লার্নিং এবং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম এবং পেশা সহায়তা কার্যক্রম-এর মতো প্রকল্পগুলি ক্রমাগত করে চলেছে।

সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের আরও উন্নতমানের শিক্ষা পরিষেবা দিতে স্কুল ও কলেজে স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গন লাগোয়া ৬০৫টি হস্টেল তৈরি করা হচ্ছে। এরমধ্যে ৪৩৩টি ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়ে গেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের হস্টেলের খরচ বাবদ ছাত্রছাত্রীপিছু বাৎসরিক ১০,০০০ টাকা হিসাবে অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় সংখ্যালঘু যুবক-যুবতী এবং স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সদস্যদের স্বনিযুক্তি প্রদান করার লক্ষ্যে ৩০৫টি কর্মতীর্থ (মার্কেটিং হাব) তৈরির কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যা কারিগর ও কৃষকদের তাদের সামগ্রী বিপণনে সাহায্য করবে। এখনও পর্যন্ত ২৬৬টি কর্মতীর্থ চালু হয়েছে।

এই দপ্তরের অধীনস্থ প্যারাস্ট্যাটালগুলি যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটিস ডেভেলপমেন্ট এবং ফাইনান্স কর্পোরেশন (WBMDFC), ডাইরেক্টরেট অফ্ মাদ্রাসা এডুকেশন (DME),

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হজ কমিটি (WBSHC) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল উর্দু একাডেমি (WBUA) রাজ্যের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং, কাউন্সেলিং এবং কেরিয়ার গাইডেন্স দিয়ে থাকে।

এই বিভাগের অধীনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিগত কয়েক বছরে দ্রুত গড়ে উঠেছে, যা ২৩টি বিভাগের অধীন ৫০টি শিক্ষাক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই বছর ১২২ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিভাগে নেট/সেট/গেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২৬ জন কৃতি ছাত্রছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছে। ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের ২৪১ জন স্নাতক বিবিধ ক্ষেত্রে চাকরির সুবিধা লাভ করেছে।

সংখ্যালঘু উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ হিসাবে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগ রাজ্যে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণকার্য, কবরস্থানগুলির প্রাচীর নির্মাণ, গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি, ইংরাজি মাধ্যমের মাদ্রাসা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও নামী এন.জি.ও.গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থসাহায্য এবং সহায়সম্বলহীন মহিলাদের জন্য বাড়ি নির্মাণ ইত্যাদির মতো কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

৩.২৯ অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ

রাজ্যের প্রতিটি মহকুমা স্তরেই অনলাইনের মাধ্যমে জাতি শংসাপত্র প্রদানের কাজ চালু হয়ে গেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ১০,০৫,৯৩৩টি জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে তপশিলি জাতিভুক্ত ৬,০১,৭৯৯টি, তপশিলি উপজাতিভুক্ত ১,৯৭,৯২৯টি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্তদের ২,০৬,২০৫টি (ওবিসি-এ— ৯৯,৩৫৫, ওবিসি-বি—১, ০৬,৮৫০) জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। মে ২০১১ থেকে এখনও পর্যন্ত ১,৬০, ৯৯,৭৫৮টি জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যের উন্নত সামাজিক পেনশন প্রকল্প 'তপশিলি বন্ধু' ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে চালু করা হয়েছিল। তপশিলি জাতিভুক্ত ষাট বা ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের মাসিক ১,০০০ টাকা হারে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মারফৎ এই পেনশন দেওয়া হয়। চলতি অর্থবর্ষের ডিসেম্বর ২০২৩

পর্যন্ত মোট ১০,৯০,৫৩৫ জনকে প্রদত্ত পেনশন বাবদ মোট ৭৭৭.৫৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ২০২০-২১ সালে থেকে উপরিউক্ত পরিকল্পনায় ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ৪,৪১৯.৫৯ কোটি টাকা।

২০১৪-১৫ সাল থেকে রাজ্যের নিজস্ব অর্থব্যয়ে 'শিক্ষাশ্রী' মেধাবৃত্তি প্রকল্প চালু হয়েছে। এর আওতায় রাজ্যের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তিপ্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৯,৭৫,৭৬৩ জন তপশিলি ছাত্রছাত্রীদের জন্য মোট ৭৯.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ সালে তপশিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ এবং প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ বাবদ যথাক্রমে ৪৭.৫০ কোটি টাকা এবং ১৭.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া পঞ্চম থেকে দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত তপশিলি জাতির ছাত্রছাত্রীদের মেধাবৃত্তি বাবদ যথাক্রমে ২৬.৯১ লক্ষ টাকা এবং ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও ২০২৩-২৪ সালে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের হস্টেল গ্রান্ট বাবদ ১২.০৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক নতুন 'মেধাবৃত্তি প্রকল্প' পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণভুক্ত পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মেধাশ্রী প্রি-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রকল্প চালু করেছে। রাজ্য সরকারের পূর্ণ অর্থ সহযোগিতায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ২৪.০১ কোটি টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের 'মেধাশ্রী' প্রকল্পে ব্যয় করা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলার 'ড. বি.আর. আম্বেদকার আবাসিক' স্কুলদুটির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং শিক্ষাদপ্তরের হাতে প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যে তপশিলি জাতিভুক্ত ছেলেমেয়েদের জন্য 'বাবু জগজীবনরাম ছাত্রাবাস যোজনা'র আওতায় চলা নির্দিষ্ট ৪৬টি (ছাত্রীদের ৩৪টি এবং ছাত্রদের ১২টি) কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস, ৩৫টি সেন্ট্রাল হস্টেল (তপশিলি জাতিদের জন্য ২৮টি এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য

যৌথভাবে ৭টি), অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১২টি সেন্ট্রাল হস্টেল এবং তপশিলিদের জন্য তৈরি ৯৭টি আশ্রম হস্টেল চালু আছে।

রাজ্য সরকারের একটি অগ্রণী প্রকল্প 'সবুজ সাথী'-র মাধ্যমে রাজ্যে ৮,৮২৮টি সরকারি স্কুল এবং মাদ্রাসার নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শ্রেণিতে পড়াশুনা করার সুবিধার্থে সাইকেল প্রদান করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ সাল থেকে প্রায় ১.১৫ কোটি শিক্ষার্থীরা এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে নবম শ্রেণির (শিক্ষাবর্ষ ২০২৩) ১২.২৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জন্য ব্যয়-বরাদ্দ হয়েছে ৪৯১.৯৩ কোটি টাকা।

২০২২-২৩ অর্থবর্ষে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগ পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের ৪১,৮৪৮ জন যুবক-যুবতীকে স্বনিযুক্তিমূলক কর্মপ্রকল্পে যুক্ত করেছে এবং ২০,৯০০ জন যুবক-যুবতীকে কর্মপোযোগী ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ২০২৩-২৪ সালে আরও ৬৫,০০০ যুবক-যুবতীকে এই প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এরজন্য বিভাগীয় ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ৬৬ কোটি টাকা।

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এই দপ্তর সমগ্র রাজ্যের ৩৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের JEE/NEET/WBJEE এন্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে (৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত) ৪ কোটিরও বেশি টাকা ১,৪৪০ জন ছাত্রছাত্রীদের জন্য খরচ করা হয়েছে। প্রাথমিক সাফল্যের পর প্রশিক্ষণের সময় ১৯৬ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ৩২০ ঘণ্টা করা হয়েছে এবং ট্রেনিং সেন্টারের সংখ্যা ৩৬ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত পরিকল্পনায় প্রত্যেক বছর প্রায় ২,০০০ জন তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত সম্প্রদায় এই সুবিধা পাবে।

দলিত সম্প্রদায় এবং সাফাই কর্মচারিদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 'দলিত বন্ধু ওয়েলফেয়ার এবং ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' গঠন করা হয়েছে। নতুন উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের পর ২০২৩-২৪ সালে উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদের মোট সংখ্যা বেড়ে ১৭ থেকে ১৮ হয়েছে। ঢাকীরা ৪০০টি ব্লকের এবং পুরসভার অন্তর্গত গ্রামের হাট ও বিভিন্ন মেলাতে ঢাক বাজিয়ে এই বিভাগের

বিভিন্ন কার্যক্রম জনমানসে নিরন্তর প্রচার করে চলেছে। এরজন্য ঢাকীদের মজুরি বাবদ ১.৬২ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়-বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই দপ্তর কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প 'দ্য এস সি অ্যান্ড এস টি প্রিভেনসন অফ্ অ্যাট্রোসিটিস (পিওএ) অ্যাক্ট, ১৯৮৯' এবং 'দ্য প্রোটেকশন অফ্ সিভিল রাইটস (পিসিআর) অ্যাক্ট, ১৯৫৫' বাস্তবায়ন করে। এছাড়াও 'পি সি আর অ্যাক্ট ১৯৫৫' আইনের অধীনে ৫১৫টি দম্পতিকে অসবর্ণ বিবাহ উৎসাহ বাবদ এবং 'পি ও এ অ্যাক্ট ১৯৮৯' এর অধীনে নৃশংসতার শিকার ১৪৮ জনকে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

৩.৩০ উপজাতি উন্নয়ন

এ পর্যন্ত উপজাতিভুক্ত পঞ্চম-অষ্টম শ্রেণির ১,৭০,৩৩৬ জন শিক্ষার্থীকে 'শিক্ষাশ্রী' মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায় ২০২৩-২৪ সালে ১.৯ লক্ষ উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রী এই প্রকল্পের আওতায় আসবে। আর এই বাবদ ১৫.০৯ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

রাজ্যের পার্বত্য ও অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজনের নিজস্ব সংস্কৃতি, কলা-কৃষ্টির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করার জন্য ইতিমধ্যেই ৭টি বিভিন্ন উপজাতি উন্নয়ন ও সংস্কৃতি পরিষদ গঠন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালে বিশেষ প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকল্পে যেমন— ভবন নির্মাণ, কমিউনিটি হল নির্মাণ, যুব আবাস তৈরি, পানীয় জলের ব্যবস্থাসহ সাংস্কৃতিক উৎসব পরিচালনার খাতে মোট ৩৩.৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০২০ সালের, ১লা এপ্রিল থেকে চালু হওয়া উপজাতিভুক্ত মানুষজনের জন্য 'জয় জোহার' ওল্ড এজ পেনশন স্কিমের অধীনে ষাট ও ষাটোর্ধ্ব মানুষের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা করে পেনশন প্রদান করা হচ্ছে। এটি একটি সর্বজনীন প্রকল্প। ২০২৩-২৪ সালের এখনও পর্যন্ত এই খাতে ২৪৫.৯৯ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে এবং ৩,০০,৪১০ জন সুবিধাভোগী এর আওতাভুক্ত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে চলতি আর্থিক বছরে ৩,০৫,০০০ জন মানুষকে এর আওতায় আনা সম্ভব হবে।

'কেন্দু লিভস্ কালেক্টরস সোশাল সিকিউরিটি স্কিম' (২০১৫) গঠন করে জঙ্গলমহলভুক্ত জেলার যেমন— ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ইত্যাদির প্রায় ৩৫,৩৯৭ জন উপজাতি মানুষজনকে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই নথিভুক্ত সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে, ষাট বছর অতিক্রান্তদের এককালীন অর্থ সাহায্য থেকে শুরু করে দুর্ঘটনাজনিত কারণে মৃত্যু এবং আঘাতজনিত অর্থ সাহায্য, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, চিকিৎসা সহায়তা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। ২০২৩-২৪ সালে এই ধরনের বিভিন্ন প্রকার সহায়তা বাবদ ৯২.৮০ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং ১৫২ জন সুবিধাপ্রাপক এই প্রকল্প দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

১০,৩০৭ জন উপজাতিভুক্ত আশ্রমবাসীদের শয্যা, পোশাক, আসবাবপত্র এবং খাওয়া খরচ বাবদ ৯.৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উপজাতিভুক্ত ১৯,৫০১ আবাসিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খাওয়া খরচ বাবদ ১৭.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২৪ থেকে খাওয়া বাবদ মাসিক খরচ ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৮০০ টাকা করা হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুর ও ডেবরা এবং মালদার গাজোল অঞ্চলে ৩টি সাঁওতালি মাধ্যমের স্কুল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেশপুর ও ডেবরা অঞ্চলের স্কুলের নির্মাণ কাজ শুরুও হয়ে গেছে এবং আশা করা হচ্ছে ২০২৩-২৪-এর মধ্যেই তা শেষ হয়ে যাবে। গাজোলে আরও স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে।

৩.৩১ শ্রম

'বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা (BMSSY)', নির্মাণ শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিকসহ ৬১টি অসংগঠিত ক্ষেত্র শ্রমিকদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এর অধীনে ১,৬৩,৬১,৪৪৩ জন নথিভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে থেকে ৩৩,৪৬,৭০৮ জন সুবিধাপ্রাপককে মোট ২,৩২৩.০৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৫,০৫২ জন পেনশনারকে ১৩৯.৭৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার 'ফিনানসিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স টু দ্য ওয়ার্কার্স অফ লকড্ আউট ইন্ডাস্ট্রিজ (FAWLOI)' প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে পাট এবং অন্যান্য শিল্পের, যেখানে ধারাবাহিক লক-আউট

এবং সাময়িক লক-আউট হয় সেখানকার বেকার শ্রমিকদের পূজা এবং ঈদ উপলক্ষে জনপ্রতি ১,৫০০ টাকা অনুদান এবং মাসিক ১,৫০০ টাকা ভাতা প্রতি সুবিধাপ্রাপককে দিয়ে থাকে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৩১.১২.২০২৩ অবধি মোট ১৫০টি শিল্পসংস্থায় ১৭,২৫৩ জন শ্রমিককে মোট ২১.৩২ কোটি টাকা অর্থসাহায্য করা হয়েছে।

রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের অনিশ্চয়তা ও বিপন্নতার কথা মাথায় রেখে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড' গঠন করে নতুন প্রকল্প 'ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার স্কিম, ২০২৩' রূপায়ণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য কোনো রাজ্যে বা ভারতের বাইরে কর্মরত বা কর্মরত হতে পারে এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা হতে হবে এমন স্ত্রী বা পুরুষ পরিযায়ী শ্রমিকদের নথিভুক্তকরণ এবং অগ্রাধিকার দান করার উদ্দেশ্যে 'কর্মসাথী পোর্টাল (https://karmasathips.wblabour.gov.in)' এবং মোবাইল অ্যাপ '[Karmasathi (Parijayee Shramik)]' চালু করা হয়েছে। রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটলে তার নমিনিকে সাধারণ মৃত্যুর ক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাকা, দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে ২,০০,০০০ টাকা, মৃতদেহ ফেরত আনার ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা, ৪০ থেকে ৮০ শতাংশ বিকলাঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাকা, ৮০ শতাংশের উপর বিকলাঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে ১,০০,০০০ টাকা এবং মৃতদেহ রাজ্যের বাইরে সৎকারের জন্য ৩,০০০ টাকা দেওয়া হয়।

২০২৩-এ নির্দিষ্ট চাকরি ক্ষেত্র Minimum Wages Act-এর আওতা বাড়িয়ে ৯৩টি করা হয়েছে এবং ন্যূনতম মাসিক মজুরি ২,৪৪৮ টাকা এবং ৪,৭৫৩ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৮,১০৪ টাকা এবং ৯,৮৫৮ টাকা করা হয়েছে।

এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক পোর্টালকে রাজ্যের অন্য গুরুত্বপূর্ণ পোর্টাল যেমন, সমন্বয় পোর্টাল, বাংলা সহায়তা কেন্দ্র, কর্মভূমি পোর্টাল, সিঙ্গল উইন্ডো সিটিজেন সেন্ট্রিক পোর্টাল-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৫৭,১৬৭ জন চাকরি প্রার্থী এবং ৩১৯টি নিয়োগকর্তা নিজেদেরকে এই পোর্টালে নিবন্ধীকৃত করেছেন। পোর্টাল শুরু হবার সময় থেকে এখনও পর্যন্ত ৪০,৭৪,৪৬৮ জন চাকরিপ্রার্থী এবং ২,১০৭ জন নিয়োগকর্তা নিজেদেরকে এই পোর্টালে নথিভুক্ত করেছেন এবং পরিষেবা গ্রহণ করেছেন।

রাজ্য সরকার বিবিধ উন্নয়ন এবং সহযোগিতার মাধ্যমে চা-বাগানগুলির চা-শ্রমিকদের চা-বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়া, পরিত্যক্ত হওয়া, টানাপোড়েনে চলাসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ নিয়েছে। Plantations Labour Act, 1951 অনুযায়ী ২৮৫টি চা-বাগান নিবন্ধীকৃত যাহাতে ২.৮ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

চটশিল্পে ২.৫ লক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়াও আরও কয়েক হাজার কর্মী সহযোগী প্রকল্পে কর্মরত আছেন। পশ্চিমবঙ্গে ১১৩টি জুটমিল আছে। শ্রমদপ্তর মিল শ্রমিকদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে।

রাজ্য সরকার 'যুবশ্রী' প্রকল্পে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত ১ লক্ষ কর্মপ্রার্থীকে বেকারত্ব সহায়তা প্রদান করে চলেছে। এই প্রকল্পের অধীন নির্বাচিত কর্মপ্রার্থীরা ১,৫০০ টাকা প্রতি মাসে ভাতা পেয়ে থাকে। 'যুবশ্রী' প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ১,৯৫,৩৯৪ জন কর্মপ্রার্থী উপকৃত হয়েছেন।

শ্রমদপ্তর শ্রম অধিকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন, 'অনসাইট ট্রেনিং-কাম-এনগেজমেন্ট প্রোগ্রাম অন জুট', চা শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের নির্ভরশীল সদস্যদের জন্য 'ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট', গৃহকর্মের শ্রমিকদের জন্য 'দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ', 'উদীয়মান স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (USKP)', 'স্বনিযুক্তি সচেতনতা এবং উৎসাহ প্রদান ক্যাম্প' ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে।

২০২৩-এর ডিসেম্বর অনুযায়ী রাজ্যে নিবন্ধীকৃত কারখানার সংখ্যা ২১,২২৮। নতুন নথিভুক্ত কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের নিয়োগ ২০,১১১ জন বেড়েছে। এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর ২০২৩ অবধি ৫.২৬ কোটি টাকা লাইসেন্স ফি বাবদ আদায় হয়েছে। ফ্যাক্টরি ডাইরেক্টরেট 'সিলিকোসিস রিলিফ, রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট পলিসি, পশ্চিমবঙ্গ' প্রকল্পের অধীনে দুজন সুবিধাপ্রাপককে ০.০৬ কোটি টাকা প্রদান করেছে। রাজ্যে নতুন রেজিস্ট্রিকৃত বয়লারের সংখ্যা ৯১টি, যেখানে ১,৩৮৭টি বয়লারের রেজিস্ট্রেশন নবীকৃত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলায় ই.এস.আই. (এমবি) প্রকল্পের দ্বারা ১৩টি ESI হাসপাতাল (৩,১৫৪টি শয্যা), ৮৬টি সার্ভিস ডিসপেনসারি এবং ১০৬টি স্পেশালিটি টাই-আপ হাসপাতাল-এর মাধ্যমে আনুমানিক ১৮,৩৫,৩১০ জন বিমাকৃত-কে (১ কোটি সুবিধাপ্রাপক)

চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। শিলিগুড়ি এবং হলদিয়ায় ১০০ শয্যাসহ ২টি নতুন হাসপাতাল চালু হয়েছে এবং আসানসোল ই.এস.আই. হাসপাতালে ৫০ শয্যার একটি নতুন হাসপাতাল ভবন মার্চ ২০২৪-এর শেষ নাগাদ চালু হবে এবং ৫টি স্টেট ই.এস.আই. হাসপাতালে ১০ শয্যার আইসিইউ নির্মাণকাজ শেষ করে চালু করা হয়েছে।

৩.৩২ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি

পশ্চিমবঙ্গ স্বরোজগার সহায়ক প্রকল্প (WBSSP)-এর অধীনে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে প্রদত্ত ঋণের উপর দেয় সুদের ছাড় প্রদান করা হচ্ছে যার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির উপরে সুদের বোঝা কমে মাত্র ২ শতাংশ হয়। উপরোক্ত প্রকল্পে ৩০ কোটি টাকা সুদ বাবদ ছাড় ১,০০,৬৫৯টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ইতিমধ্যে প্রদান করা হয়েছে।

'স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (SVSKP)'-র মাধ্যমে সরাসরি কৃষিকাজ ব্যতিরিকে ক্ষুদ্র উৎপাদন সংস্থা, উৎপাদন ক্ষেত্র, বাণিজ্য, সেবা বা অন্যান্য কৃষিভিত্তিক শিল্প, ফুলচাষ, উদ্যানপালন, পশুপালন ইত্যাদির উন্নয়ন করা হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং উদ্যোগপতিদের বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য ২২টি জেলা/উপজেলা স্তরে 'সবলা মেলা' এবং একটি 'রাজ্য সবলা মেলা' আয়োজন করা হয়েছে, এবং ব্যয়-খাতে ২.৬৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ২০২২-২৩ সালে রাজ্যজুড়ে সবলা মেলাতে ১২৮টি 'মহিলা স্বনির্ভর-গোষ্ঠী' (SHGS), ৬০টি 'স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (SVSKP)' কর্মদ্যোগী এবং ৪৬ জন হস্তশিল্পীদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্যস্তরে স্বনির্ভর গোষ্ঠী/কর্মদ্যোগীদের কর্মকান্ড প্রদর্শনের জন্য ২৬০টি স্টল (ফুড স্টলসহ) চালু করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের এই দপ্তর 'ভারতীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (IITF)'-২০২৩-তেও অংশগ্রহণ করেছে।

৩.৩৩ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রণয়ন ও রূপায়ণের দায়িত্ব সম্পন্ন করছে। গ্রামীণ তথা নগরোন্নয়ন পরিকাঠামো, সড়ক, ব্রিজ, কালভার্ট, হাট-বাজার, স্বাস্থ্য, উচ্চশিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা, অপ্রচলিত সৌরশক্তি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুরক্ষা এবং

প্রচার, ক্ষুদ্র সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নারী ও শিশু উন্নয়ন, খেলাধুলা ও পর্যটন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য প্রকল্পগুলি রূপায়িত হচ্ছে।

২০১১-১২ সালের সূচনালগ্ন থেকে ২০২৩-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় ২,৭১৬টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে এবং আরও বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নানা পর্যায়ে চলছে।

এছাড়া কিছু উল্লেখযোগ্য নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। যেমন— আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের অধীনে ভলকা-I এবং ভলকা-II-এর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে অবস্থিত ভলকা হাইস্কুলের নিকটে জোরাই নদীর উপর আর.সি.সি. (RCC) ব্রিজ (৩৯ মিটার প্রস্থ এবং ২৪০ মিটার দীর্ঘ) নির্মাণ, কোচবিহার জেলায় কোচবিহার গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৩টি (জি+৩) বিশিষ্ট নতুন ছাত্রাবাস নির্মাণ, দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি ব্লকে স্কুল, দাঙ্গি থেকে লালপুল পর্যন্ত (ভায়া হাতিঘিশা গ্রাম পঞ্চায়েতের সেবদুল্লা বাঁধ) পেভার ব্লক রোড (Paver Block Road) নির্মাণ, কালিম্পং জেলার জয়হিন্দ কমিউনিটি হল নির্মাণ, জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের জল্পেশ্বর শিবমন্দিরে একটি হাটের ছাদ নির্মাণ, যাত্রী প্রবেশপথের উপর ছাদ নির্মাণ ও টিকিট কাউন্টারের মেরামতিকরণ এবং গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগের উন্নতির জন্য অনেক রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি করা হয়েছে।

৩.৩৪ সুন্দরবন বিষয়ক

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবিকা, উন্নয়ন ও পরিকাঠামো গঠন কেন্দ্রিক বিভিন্ন কাজ দপ্তর করে চলেছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ ও জেটি নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে যেমন— নামখানা এলাকায় চুনকারি নদীর ওপর R.C.C. ব্রিজ, পাথরপ্রতিমায় গোবাদিয়া ব্রাঞ্চ ক্যানাল-এর ওপর R.C.C. ব্রিজ (গঙ্গা সেতু), সন্দেশখালি-২ ব্লকে ধানসা নদীর ওপর বৌঠাকুরানি স্লুইসগেট ঘাটে R.C.C. জেটি নির্মিত হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে মোট ৬৪.২২ কিমি রাস্তা নির্মিত হয়েছে যার মধ্যে ১৬.৬৩ কিমি ইট-বাঁধাই রাস্তা, ৪৬.৭৫ কিমি কংক্রিট রাস্তা এবং ০.৮৪ কিমি বিটুমিনাস রাস্তা। ২টি ব্রিজ নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আরও ১০টি ব্রিজের নির্মাণ কাজ চলছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে ১২,৪০০ জন সুবিধাপ্রাপককে ৮,৯০০টি ব্যাটারি চালিত ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ও ৩,৫০০টি আচ্ছাদন জাল (Shed Net)-এর মত কৃষিসম্পর্কিত সরঞ্জাম বিতরণ করা হয়েছে। ৩০,০০০ জন সুবিধাপ্রাপককে IMC প্রজাতির মাছের পোনা এবং মাছের খাদ্য সরবরাহ করার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ ও ঝাউগাছ লাগানোর জন্য ৫৮০ হেক্টর জমি, যার মধ্যে ৪১০ হেক্টরে ম্যানগ্রোভ ও ১৭০ হেক্টরে ঝাউগাছ লাগানোর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে।

২০২৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর 'সুন্দরবন দিবস' পালনের মাধ্যমে বিভাগের পক্ষ থেকে ওই অঞ্চলের ১৯টি ব্লকের অধিবাসীদের সুন্দরবনের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে বিশেষ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

৩.৩৫ পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ (PUAD) রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষত অনগ্রসর তপশিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসমস্ত কমতি রয়েছে তা পূরণের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন, জীবন-জীবিকামূলক প্রকল্প রূপায়ণের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। যেমন এই বিভাগ 'জঙ্গলমহল উৎসব'-এর মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে যা আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। ৭টি জেলার অধীনে মোট ২২.২৮ লক্ষ হেক্টর এলাকা জুড়ে ৭৪টি ব্লকে এবং ৬৪৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১২,৫৫৮টি গ্রাম এই বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে।

এই বিভাগ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগিতায় ৭৫ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে বছরে ৩ লক্ষ লেয়ার মুরগির থেকে ৯৪৫ লক্ষ ডিম এবং পুরুলিয়ার গোবিন্দপুরে বছরে ৭৫৬ লক্ষ ডিম উৎপাদনকারী ২.৪ লক্ষ লেয়ার মুরগির ব্যবসায়িক পোল্ট্রি লেয়ার ফার্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সহযোগিতায় ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পুরুলিয়া জেলার ১০টি ব্লকে পানীয় জল সরবরাহের প্রয়োজনে ৫০০টি সাব-মার্সিবেল পাম্প (PWSS) বসানো হয়েছে।

এই দপ্তর ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ঝাড়গ্রামের কনকদুর্গামন্দির এবং চিলকিগড় বায়োডাইভারসিটি কেন্দ্র উন্নয়নের প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তর রাজ্য সরকারের অন্য বিভাগগুলির সাথে সমন্বয় রেখে কংক্রীট রাস্তা, ড্রেন, বাজার, স্কুল ও অন্যান্য ভবন, ক্ষুদ্র সেচ, পুকুর খনন, জল সংরক্ষণ ও পানীয় জলের সরবরাহের নির্মাণ প্রকল্পের কাজ করে চলেছে।

প্রশাসন

৩.৩৬ স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক

২০১১ সাল থেকে এই রাজ্যে আইন শাসন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। রাজ্য সরকারের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্ঠায় একটি স্থিতিশীল পরিস্থিতি এসেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের জনগণের অধিকার সুরক্ষিত হয়েছে।

রাজ্য সরকার পুলিশ প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য বিবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে, যথা— বিভিন্ন অত্যাধুনিক সামগ্রী, দ্রুত গমনাগমনের জন্য যানবাহন, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে পুনর্গঠন করে কলকাতা পুলিশের অন্তর্গত 'ভাঙর বিভাগ' নামে একটি নতুন বিভাগ তৈরি করা হয়েছে। এই নতুন বিভাগে ১টি মহিলা থানাসহ ৯টি নতুন থানা তৈরি করা হয়েছে।

কলকাতা শহরে উন্নত ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যেমন— CCTV, RLVD & ANPR ক্যামেরা লাগানো, ব্রেথ অ্যালকোহল অ্যানালাইজার মেশিন, স্পিড লেসার গান, স্টপ লাইন লাইট ইত্যাদি। এর ফলে ভয়াবহ দুর্ঘটনা কমেছে।

'Safe Drive Save Life' প্রচারের মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে উল্লেখযোগ্যভাবে পথদুর্ঘটনা কমানো সম্ভব হয়েছে।

২০.৫৪ কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যারাকপুর আর্ম পুলিশ ব্রিগেডের একটি জি+৬ প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার ছাহারাতে SAP-র ১১তম ব্যাটেলিয়ানের প্রশাসনিক ভবন, হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় মডেল আরবান পুলিশ স্টেশন, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীন নোয়াপাড়ায় মডেল সেমি আরবান পুলিশ স্টেশন, দার্জিলিং জেলার পুল বাজারে মডেল রুরাল পুলিশ স্টেশন এবং সুন্দরবন পুলিশ জেলার মথুরাপুরে মডেল রুরাল পুলিশ স্টেশন ইত্যাদির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের উদ্দেশ্যে কলকাতার ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিকে উন্নীতকরণ করা হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলে সার্বিক উন্নয়নের জন্য রাজ্য বহুবিধ ব্যবস্থার সাক্ষী হয়ে আছে। মেরিবং হাইস্কুল-এর নির্মাণ কাজ চলছে। বিজনবাড়িতে বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও দলগাঁও এমএসকে বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শেষের পথে। সুদূরতম গ্রামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সুরেন ফটক থেকে লোয়ার চুইখিম চুনাভাটি গাঁও অবধি রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। কার্শিয়াং-এর পাইনাকুমারী জোট-এ রক্তি নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণে নদীপাড় শক্তিশালীকরণ ও ভূমিক্ষয় রোধের প্রয়োজনীয় কাজ শেষ হয়েছে।

৩.৩৭ কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার

কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের চাকুরি সংক্রান্ত বিষয়গুলি ছাড়াও ই-গভর্নেন্স এবং বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও সুবিধাগুলির সহজলভ্যতার প্রয়োজনে তৈরি হওয়া বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSK) প্রকল্পের পরিচালনা করে থাকে।

রাজ্যজুড়ে বিনামূল্যে ৪০টি রাজ্য সরকারি দপ্তরের ২৮৩টি অনলাইন সরকারি পরিষেবা ৩,৫৬১টি বাংলা সহায়তা কেন্দ্র (BSKs) দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। এখনও পর্যন্ত ৬.৫০ কোটির বেশি জনসাধারণের কাছে প্রায় ১২ কোটি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া গেছে। ই-ওয়ালেট ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলার সহায়তা কেন্দ্রগুলি থেকে প্রায় ২২৮ কোটি টাকার ইলেকট্রিসিটি বিল,

স্ট্যাম্প ডিউটি রেজিস্ট্রেশন বিল, জমির মিউটেশন বিল ইত্যাদি ক্ষেত্রে লেনদেন সফলভাবে করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্য সরকার আরও নতুন ১,৪৬১টি BSKs-এর স্থাপনের বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে রেখেছে।

এই বৎসরে ২৮ লক্ষ জনসাধারণকে ১৫০টি অনলাইন ই-পরিষেবা দ্রুত উপলব্ধ করানোর লক্ষ্যে ই-ডিস্ট্রিক্ট ২.০ সংস্করণ পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই ই-পরিষেবাগুলির প্রবর্তনের ফলে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠান, যেমন SARAI, পুলিশ কমিশনারেটের ITFMS, পূজা অনুমোদন, আপন বাংলা উন্নত পরিষেবা দিতে সক্ষম হয়েছে। এই উদ্যোগের জন্য রাজ্যস্তরে ১৯তম CSI SIG পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র এবং হোয়াটসঅ্যাপ বট-র জন্য চতুর্থ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এবং সেন্টার ফর এক্সেলেন্স ইন পাবলিক ম্যানেজমেন্ট (CEPM)-এর অধীনে সত্যেন্দ্রনাথ টেগোর সিভিল সার্ভিসেস স্টাডি সেন্টার, তরুণ শিক্ষার্থীদের UPSC আয়োজিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক কোচিং-কাম-গাইডেন্স দিয়ে রাজ্যের উৎসাহী ছেলেমেয়েদের অগ্রগতির পথে এগিয়ে দিতে সাহায্য করে থাকে।

উন্নতমানের পরিকাঠামো প্রদানের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসকের নতুন প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ এবং ঝালদা, মানবাজার ও হলদিয়া মহকুমা শাসকের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে দুর্গাপুর ও চাঁচলে মহকুমা শাসক কার্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ-এর কাজ এই বছরেই শেষ হয়েছে।

৩.৩৮ বিপর্যয় ব্যবস্থাপন ও অসামরিক প্রতিরক্ষা

এরাজ্যের প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ প্রতিহত করার প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত আছে বিপর্যয় ব্যবস্থাপন ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের হাতে যা দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি, প্রশমন ও প্রতিরোধ পদ্ধতির মাধ্যমে তার দায়িত্বসমূহ পালন করে থাকে। এর অন্যান্য কাজগুলি হল জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সর্বপর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা রূপায়ণ এবং সাধারণ নাগরিক, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার নির্বাচিত সদস্য, সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা।

জনসংখ্যা, দ্রুত নগরায়ণ, কলকারখানা বৃদ্ধি, পরিবেশগত ক্ষয়, আবহাওয়া পরিবর্তন, রাজ্য এবং জাতীয় সুরক্ষা, অর্থনীতি ও ধারাবাহিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য স্টেট ডিজাস্টার মাস্টার প্ল্যান (DM Plan) তৈরি করা হয়েছে।

রাজ্যের জরুরি পরিষেবা কেন্দ্র (EOC) ৩৬৫ দিন এবং সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা কাজ করে চলেছে। জেলা জরুরি পরিষেবা কেন্দ্রও সর্বক্ষণ কাজ করে চলেছে এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা জারি সংস্থাকে কমন অ্যালার্টিং প্রোটোকল (CAP) এর মাধ্যমে তথ্য ও প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ইমার্জেন্সি রেসপন্স সাপোর্ট সিস্টেম (ERSS)-ও গঠিত হয়েছে যারা বিভিন্ন বিপর্যয় ঘটনার অভিযোগ ও আবেদন গ্রহণ ও সমাধানের মৌলিক প্ল্যাটফর্ম রূপে কাজ করছে।

২২১টি মাল্টিপারপাস সাইক্লোন সেন্টার রাজ্যে চালু আছে যার মধ্যে ১৪৬টি NCRMP-II-এর সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে।

বিভিন্ন জেলার নির্বাচিত ব্লকে বন্যা, ভূমিকম্প এবং সাইক্লোন-এর মোকাবিলায় নিয়মিত মক ড্রিল (Mock Drill) আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়াও রাসায়নিক ও কারখানা সৃষ্ট বিপত্তি ক্ষেত্রেও মক ড্রিল আয়োজিত হচ্ছে। এই সমস্ত মক ড্রিলে জেলা প্রশাসন, NDRF, SDRF, অসামরিক প্রতিরক্ষা, অগ্নি নির্বাপণ দপ্তর, পুলিশ, কলকারখানা এবং অন্যান্য সহযোগীরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত) ৩০৭টি মক ড্রিল সম্পূর্ণ হয়েছে।

হাওড়ার বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে (RKMVU) স্বামী বিবেকানন্দের নামে একটি গবেষণা চেয়ার (Research Chair) চালু করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে 'আপদা মিত্র' প্রকল্পকে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যার জন্য ৭,৩০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষিত করে আপতকালীন সরঞ্জাম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হয়েছে যা দিয়ে তারা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা যেমন— QRT, উদ্ধারকার্য এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে।

সিভিল ডিফেন্স স্বেচ্ছাসেবকরা গঙ্গাসাগর মেলার ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও তারা DERT (ডিস্ট্রিক্ট ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম), সাগরবন্ধু (কোভিড), সাগরসহায়ক, DRMP, আপদা মিত্র এবং ডুবুরি হিসেবেও কাজ করে চলেছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলায় QRT ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও দুটি জেলায় যথা— পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দার্জিলিং জেলায় মাল্টিপারপাস রেসকিউ সেন্টার ভবন চালু হয়েছে এবং কালিম্পং-এ অপর একটি ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। মোহনপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর), বসিরহাট (উত্তর ২৪ পরগনা) এবং পুরশুড়া (হুগলি)-তে সিভিল ডিফেন্স রেসকিউ সেন্টারের কাজ শুরু হয়েছে।

কলকাতার সিভিল ডিফেন্স অর্গানাইজেশানের প্রধান দপ্তর, তিনটি উপ-এলাকা এবং সমস্ত CDRVs-এর মধ্যে একটি সম্মিলিত যোগাযোগ পরিকাঠামো HF ব্যবস্থার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় অভিনব উদ্যোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে একটি ওয়েব-বেসড ইনসিডেন্ট রেসপন্স সফটওয়্যার (Previster CPS) EOC গুলিতে স্থাপন করা হয়েছে, আরও উন্নত ব্যবস্থাপনা ও ঘটনাকালীন তথ্য পর্যবেক্ষণের জন্য। পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলাই এই প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। একটি মোবাইল ডাটা কালেকশন ব্যবস্থাসহ এন্টারপ্রাইজ GIS Solution স্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে হ্যান্ড-হোল্ড স্মার্ট ডিভাইসের মাধ্যমে ঘটনাস্থল থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ করা হবে।

৩.৩৯ অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা

অগ্নি নির্বাপণ বিভাগ রাজ্যের দূরবর্তী ও অগ্নিসুরক্ষার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে উপযুক্ত অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্রসমূহযুক্ত নতুন দমকল কেন্দ্র (Fire Station) স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। অগ্নি নির্বাপণের অত্যাধুনিক যন্ত্র সংগ্রহ, অগ্নি নির্বাপণকারীদের ক্ষমতায়ন এবং জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করবে। এই অর্থবর্ষে অগ্নি নির্বাপক বিভাগ পূর্তদপ্তর ও কেএমডিএ-র সহায়তায় পাঁশকুড়া, সোনামুখী, বিরাটি, সবং এবং গড়বেতায় নতুন অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। লেকটাউন, দেগঙ্গা, জঙ্গীপুর, দুবরাজপুর এবং দাঁইহাটেও অগ্নি নির্বাপণ

কেন্দ্র তৈরির কাজ চলছে। হাওড়ায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্রের একটি নতুন ৪তলা বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে চালু হয়েছে। অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্রের সংখ্যা ২০১১-১২-র ১০৯-এর তুলনায় এই অর্থবর্ষে বেড়ে ১৬০ হতে চলেছে।

পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র এবং 'ফায়ার টেন্ডারিং' সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সেল্ফ স্ট্যান্ডিং মনিটর, স্মার্ট নজেল লো ডিসচার্জ (FN 40S), ব্যাটারি চার্জার, কাঠের চেন স, মিস্ট টেকনোলজির ফায়ার বাইক এবং BA সেট কম্প্রেসার (Static), ইত্যাদি সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরী পরিষেবা বিভাগের বিভিন্ন কেন্দ্রের সাহায্যে রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, হসপিটাল এবং নার্সিংহোম, শপিং মল, অফিস ভবন, ক্লাব এবং পূজা প্যান্ডেল ইত্যাদিতে ১,৯১২টি অগ্নিসুরক্ষা সচেতনতা কার্যক্রম পালন করা হয়েছে।

এই দপ্তর অগ্নিসুরক্ষা সুপারিশ (FSR), অগ্নিসুরক্ষা শংসাপত্র (NOC), সংশোধিত অগ্নিসুরক্ষা সুপারিশ (FSR), অগ্নিসুরক্ষা লাইসেন্স এবং তাদের নবীকরণের অনলাইন ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই চালু করেছে। ২০২৩-২৪ সালে এই দপ্তর ০১.০৪.২০২৩ থেকে ৩১.১২.২০২৩ অবধি সময়কালে ১,১২৫টি অগ্নিসুরক্ষা সার্টিফিকেট, ২,৪৬৮টি অগ্নিসুরক্ষা সুপারিশ, ২৩০টি সংশোধিত অগ্নিসুরক্ষা সুপারিশ প্রদান করেছে এবং ১,২৩৭টি অগ্নিসুরক্ষা শংসাপত্র নবীকরণ করেছে। এছাড়াও ৪,২৮৯টি অগ্নিসুরক্ষা লাইসেন্স অনুমোদিত হয়েছে এবং ১৪,৭৮৬টি নবীকরণ করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণগুলিতে ২,২৮৮টি অগ্নিসুরক্ষা অডিট করা হয়েছে।

অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ শিল্পসাথী পোর্টালের মাধ্যমে বিজনেস রিফর্মস অ্যাকশন প্ল্যান (BRAP)-এর অধীনে ব্যবসাকে সরলীকরণ করার স্বার্থে (EoDB) ই-পরিষেবা ফি-এর যথার্থকরণ এবং অনলাইন ব্যবস্থার সংযুক্তিকরণ করেছে।

৩.৪০ সংশোধনাগার ও প্রশাসন

এই বিভাগ রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ এবং নতুন সংশোধনাগার তৈরির নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

১৭৭.৪৪ কোটি টাকা প্রশাসনিক ব্যয়-বরাদ্দে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে একটি নতুন কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার তৈরির প্রকল্পের মূল অংশ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। এরজন্য ১২৯.৯৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ নাগাদ এই প্রকল্পটি শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের থেকে বন্দিদের বারুইপুরের নতুন সংশোধনাগারে সরিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যয়-বরাদ্দ ১৭৭.৯৯ কোটি টাকায় নতুন সংশোধনাগার নির্মাণের কাজ চলছে এবং এখনও পর্যন্ত ৭১.৪৫ কোটি টাকা এজন্য খরচ হয়েছে। এই প্রকল্পটি ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে শেষ হবে আশা করা যায়।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৩১.১০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দে মালদা জেলার চাঁচলে একটি উপ-সংশোধনাগার তৈরির কাজ শেষ হয়েছে এবং নিমতৌরিতে সংশোধনাগারের কাজ ২০২৪-২৫-এ শেষ হবে আশা করা যায়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে ৪১.২০ কোটি টাকা আনুমানিক প্রকল্প ব্যয়ে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের অফিসার ও স্টাফেদের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণের কাজ চলছে। এখনও পর্যন্ত ২০.১৭ কোটি টাকা এই কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার প্রাঙ্গনে ২.৮০ কোটি টাকা আনুমানিক প্রকল্প ব্যয়ে বারুইপুর রেঞ্জের ডিআইজি কার্যালয়ের ৩ তলা ভবন ও অন্যান্য নির্মাণের কাজ চলছে।

উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় ৩.৩২ কোটি টাকা আনুমানিক প্রকল্প ব্যয়ে মুক্তি পাওয়া বিদেশি নাগরিকদের থাকার জন্য 'নিরাপদ আবাস' নির্মাণ ও অন্যান্য নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

কল্যাণী সহায়ক সংশোধনাগারে ১০০ জন বন্দির থাকার জন্য ১.৫৭ কোটি টাকা আনুমানিক প্রকল্প ব্যয়ে একটি দুতলা ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।

বারুইপুর ও বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে T-HCBS টাওয়ার এবং ১৪টি বিভিন্ন সংশোধনাগারে এক্সরে ব্যাগ স্ক্যানার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

বিভিন্ন সংশোধনাগারের আবাসিকদের তাদের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর জন্য 'ভিজিটর্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (VMS)' চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনায় মোট ২, ১০,৭৪৩ জন বাড়ির সদস্য নথিভুক্ত হয়েছেন।

ভার্চুয়াল যোগাযোগের জন্য 'ই-মুলাকাত' ব্যবস্থার মাধ্যমে মোট ৮,৩৪২ জন বন্দিকে তাদের বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

১৬,০৫৯ জন বিচারাধীন বন্দিকে 'ই-কোর্ট'-এর মাধ্যমে ভার্চুয়ালি কোর্টে বিচারের জন্য হাজির করানো হয়েছে।

৩.৪১ পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান

২০২৩-২৪ সালে তিন পর্যায় (ফেজ-৬, ১লা এপ্রিল ২০২৩ থেকে ৩০শে এপ্রিল ২০২৩, ফেজ-৭, ১লা সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ এবং ফেজ-৮, ১৫ই ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ৩০ শে ডিসেম্বর ২০২৩) 'দুয়ারে সরকার' অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে প্রদেয় পরিষেবা, যা প্রথম দফায় ১২ ছিল তা অষ্টম দফায় বেড়ে ৩৬ হয়েছে, যা কিনা তিনগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। অষ্টম দফা পর্যন্ত (৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত) 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পে ৬.৬৮ লক্ষ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে ১১.৪০ কোটি আবেদনকারী উপস্থিত ছিলেন। এই আট দফার 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পে (৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত) ৯.৯০ কোটিরও বেশি আবেদনপত্র জমা পড়েছে যার মধ্যে ৮.৭৮ কোটি পরিষেবা ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে।

আরও একটি পরিষেবামূলক কর্মসূচি 'পাড়ায় সমাধান'-এর মাধ্যমে পাড়ায় পাড়ায় এলাকার অধিবাসীদের সামগ্রিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে অপূর্ণ নাগরিক সুবিধাগুলি পূরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আট দফায় 'পাড়ায় সমাধান' প্রকল্পে (৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত) মোট ৬৬,৩৬৮টি পরিকল্পনা গৃহিত হয়েছে যার মধ্যে ৪৭,১৩০টি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে।

'স্টেট স্প্যাশিয়াল ডাটা সেন্টার (SSDC)' রাজ্যের সদর দপ্তরগুলিতে সুষ্ঠুভাবে দক্ষতার সাথে কাজ করছে। মূলত, জেলা স্প্যাশিয়াল ডাটা সেন্টার (DSDC, পূর্বতন NRDMS) গুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে তথ্য, মানচিত্র, পর্যায় সারণি তৈরি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গঠনমূলক কাজ রূপায়িত হচ্ছে। ২০২৩-২৪ সালে 'GIS ম্যাপিং অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড

ইকোনোমিক করিডরস' এবং 'GIS ম্যাপিং অফ টি গার্ডেনস' নামে দুটি ওয়েব পোর্টাল (Web Portal) তৈরি করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

সপ্তদশ বিধানসভার মেয়াদকালে (২০২১-২৬) 'বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' (BEUP) কর্মসূচিতে ৭,৪৫৪টি প্রকল্প এখনও পর্যন্ত মঞ্জুর করা হয়েছে এবং বিভিন্ন জেলা ও কলকাতা পুরসভা (KMC)-র জন্য ৩৭৮.৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

'মেম্বার অফ পার্লামেন্ট লোকাল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট স্কিম (MPLADS)'-এর অধীনে সপ্তদশ লোকসভা (২০১৯ থেকে ২০২৪)-এর মেয়াদকালে উন্নয়নখাতে ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ৩৩৯ কোটি টাকা প্রাপ্তি হয়েছে এবং ২৭০.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। অনুরূপ রাজ্যসভার সাংসদদের জন্য ৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত ১৪৪.০১ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে।

২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে 'স্টেট পাবলিক পলিসি অ্যান্ড প্ল্যানিং বোর্ড (SPPPB)' নীতি আয়োগের (NITI Aayog) সুপারিশগুলি যেমন অ্যাসপিরেশনাল ব্লক প্রোগ্রাম (ABP), স্টেট ইন্ডিকেটর ফ্রেমওয়ার্ক (SIF), সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস্ (SDGs) ইত্যাদি সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। স্টেট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট (SHDR)-তৈরির কাজ চলছে।

'ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকোনোমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস (BAE&S)-এর নিয়মিত কাজ হল ১৯টি শস্যপণ্যের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদন পরিমাপ নির্ধারণ করা। এছাড়াও BAE&S গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (GSDP), ডিস্ট্রিক্ট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (DDP), ইন্ডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন (IIP), কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স (CPI) ইত্যাদির সূচক নির্ধারণের কাজ করছে।

৩.৪২ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি বিভাগ গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে ২৮১টি প্রকল্পকে সহায়তা দান করে চলেছে এবং আরও ৩৮৬টি প্রকল্প বিবেচনাধীন আছে।

জৈব ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কলকাতা বায়োটেক পার্কের সহযোগিতায় রাজ্য সরকার বিভিন্ন জৈবপ্রযুক্তি শিল্প উদ্যোগ ও নতুন উদ্যোগসমূহকে উৎসাহ দান করে চলেছে। সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন এবং পরিবেশ বিভাগের মতো বিভিন্ন দপ্তরের সাথে মিলিত হয়ে বিভিন্ন সহযোগী কার্যক্রমও নেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও এই অর্থবর্ষে RISE (Research Internship in Biotechnological Based-Science and Engineering) এবং BOOST (Biotechnology based Opportunities Offered to Science & Technology Development) নামে দুটি প্রকল্প পুনরায় চালু করা হয়েছে। রাজ্যে জৈব প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, বিশেষত মানবসম্পদ উন্নয়নে এই প্রকল্পগুলি অবশ্যম্ভাবী সুফল এনে দেবে।

এই দপ্তরের একটি উৎকৃষ্ট রিমোট সেন্সিং এবং GIS ব্যবস্থা আছে যা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে প্রযুক্তিগত সহায়তা দান করে থাকে। ইসরোর সাথে সহযোগী হিসাবে এই রিমোট সেন্সিং ব্যবস্থাটি কাজ করে থাকে। এই দপ্তর বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের রিমোট সেন্সিং-এর উপর পেশাগত কোর্স করানোর ব্যবস্থা করে থাকে।

পেটেন্ট ও জি.আই. রেজিস্ট্রেশনের মূল চালিকা দপ্তর হিসাবে এই বিভাগ পেটেন্ট ইনফরমেশন সেন্টার-এর মাধ্যমে ৭০টি পেটেন্ট এবং ১৮টি জি.আই. সার্টিফিকেটের অনুমোদন দিয়েছে। এই বছরে ২২টি পেটেন্টের দরখাস্ত জমা পড়েছে, যার মধ্যে ১২টি অনুমোদিত হয়েছে। ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটের উপর পেশাগত কোর্স চালু করা হয়েছে।

'Jagadish Bose National Science Talent Search (JBNSTS)' প্রকল্পের অধীনে 'সিনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ টেস্ট' এবং 'সিনিয়র বিজ্ঞানীকন্যা মেধাবৃত্তি প্রোগ্রাম', যেখানে প্রতিটি বিভাগে ৫০ জনকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার ২৫০ জন উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান পাঠরত ছাত্রছাত্রীকে 'জুনিয়র ট্যালেন্ট সার্চ টেস্ট' এবং 'জুনিয়র বিজ্ঞানীকন্যা মেধাবৃত্তি প্রোগ্রাম' বিভাগে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, যা তাদের স্নাতকস্তরে বিজ্ঞান পাঠ এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে।

এই দপ্তর রাজ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে জেলাগুলিতে আঞ্চলিক ও রাজ্যস্তরে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কংগ্রেস-এর আয়োজন করে গবেষক বিজ্ঞানীদের সাথে যোগাযোগ, গবেষণাপত্র নিরীক্ষণ ও উদ্ভাবনী ধারণার বিকাশের বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে।

ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জনের জন্য গবেষক এবং মেধাবী ছাত্রদের রিসার্চ ফেলোশিপ হিসাবে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। একইভাবে কর্মরত বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের ও রিসার্চ গ্রান্ট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে। এই দপ্তর জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে অসামান্য উদ্যোগের জন্য ৩টি বিভাগে পুরস্কারের আয়োজন করেছে। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এই বিষয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

৩.৪৩ পরিবেশ

পরিবেশ দপ্তর পরিবেশের উন্নতি, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ এবং উন্নতির জন্য পরিবেশসংক্রান্ত নীতি রূপায়ণে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত। এই দপ্তর ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, ওয়েস্ট বেঙ্গল বায়োডাইভার্সিটি বোর্ড, ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডস ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, ইন্সটিটিউট অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিস এবং ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি এবং স্টেট ওয়েটল্যান্ডস অথরিটি প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাধ্যমে কাজ করে।

এই দপ্তর বাঁকুড়ার উপজাতি এলাকায় 'একক ব্যবহার্য প্লাস্টিক দ্রব্য' বর্জনের উদ্দেশ্যে ৩টি শালপাতার থালা এবং বাটি উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলেছে এবং আরও ৫টি জীববৈচিত্র্য পার্ক, ৪টি প্রজাপতি উদ্যান এবং দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণের জন্য ৪টি 'অভয়পুকুর' গড়ে তুলেছে এবং আরও ২টি নতুন বায়োডাইভার্সিটি হেরিটেজ সাইট (BHS) বিজ্ঞাপিত করেছে। বর্তমানে দেশের মধ্যে সর্বাধিক BHS (১০টি) এই রাজ্যে অবস্থিত।

দপ্তর বিপণনের সুবিধাযুক্ত ৫টি ভিন্ন ভিন্ন কৃষি-জলবায়ু অঞ্চলে সামাজিক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রথাগত প্রজাতির চাল যেমন— লক্ষ্মীসাল, দানাগুড়ি, কবিরাজসাল, কর্পূরক্রান্তি ইত্যাদি এবং শাকসবজি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

দপ্তর ডিজিট্যাল প্ল্যাটফর্মে বায়োডাইভার্সিটি ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরি করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের জীববৈচিত্র্য মানচিত্র প্রস্তুত করেছে যেখানে পটচিত্রের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদকুল, প্রাণীকুল ও জনজাতি সম্প্রদায়ের বর্ণনা আছে।

ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ডের জন্য ২০২১-২৬ সময়কালে একটি ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাকশন প্ল্যানের পরিমার্জন এবং কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ক্লিন্ এয়ার অ্যাকশন প্ল্যান প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।

'পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ্ (WBPCB)' ৮৩টি স্থানে পারিপার্শ্বিক বায়ুর গুণমানের ওপর নজর রেখে চলেছে এবং ১৫টি কনটিনিউয়াস অটোমেটিক এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন (AAQMS) প্রতিনিয়ত বায়ুদূষক পরিমাপের কাজ করে চলেছে, যার মধ্যে ২০২৩-এ ১টি AAQMS স্থাপিত হয়েছে। অতিরিক্ত ৪টি AAQMS সম্পূর্ণ হবার পর্যায়ে আছে।

৩টি পিছিয়ে পড়া শহরে কাঠ এবং কয়লা ব্যবহৃত উনানের পরিবর্তে ৫৬০টি ধোঁয়াহীন উনান রাস্তার ধারের হোটেলগুলিতে দেওয়া হয়েছে।

'পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (WBPCB)' পরিবেশবান্ধব বাজির NEERI শংসাপত্রের জন্য NEERI-এর সহযোগিতায় হলদিয়ায় একটি পরীক্ষাকেন্দ্র তথা ল্যাবরেটরি নির্মাণ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (WBPCB) বিভিন্ন স্কুল/প্রতিষ্ঠানে ১৭টি রুফটপ SPV পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করছে এবং কম্পোস্ট সার তৈরি, জৈব প্রক্রিয়া ও উপাদান পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

রাজ্যজুড়ে ২.২৫ হেক্টর ও তার বেশি অঞ্চলের ৮,৯১১ জলাভূমিকে জিও ট্যাগিং (Geo Tagging)-এর আওতায় আনা হয়েছে। ৭০টি জলাভূমির সংক্ষিপ্ত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা হয়েছে। ৫টি জলাভূমির GIS ম্যাপিং প্রক্রিয়া চলছে। হুগলি জেলার ডানকুনির জলমগ্নপ্রবণ অঞ্চলকে GIS ম্যাপের আওতায় আনা হয়েছে।

ছোটো, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প

৩.৪৪ ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্রশিল্প

ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ বিভাগ রাজ্যের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং শিল্পোৎপাদন ও রপ্তানির পাশাপাশি বৃহৎ কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করে। MSME-র দ্রুত উন্নতি ও বৃদ্ধিতে, বিশেষ করে এই সংক্রান্ত সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতা দূর করতে, রাজ্য সরকার বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা ও প্রকল্প রূপায়ণ করে চলেছে। MSME-কে শুধুমাত্র পরিকাঠামো, অর্থনৈতিক বিনিয়োগ, প্রযুক্তিবিদ্যা, দক্ষতা, বিপণন এবং উৎসাহদান-ই নয়, তৎসহ Ease of Doing Business (EoDB)-এর মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

MSME-গুলির বিধিসম্মতকরণের প্রচেষ্টায় ২০২৩-এর এপ্রিল-ডিসেম্বর সময়কালে ৩,৫৫,৭০০-রও বেশি প্রতিষ্ঠান রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে যা বিগত আর্থিক বছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

MSME-তে ঋণ বিতরণের পরিমাণ বিগত বর্ষে ৩০.০৯.২০২২ পর্যন্ত ৭০,৬৫৮ কোটি টাকার তুলনায় এই বৎসর ৩০.০৯.২০২৩-তে ১৮,৩৪৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে যা বাৎসরিক ভিত্তিতে (Y-0-Y) ২৫.৯৬ শতাংশ বৃদ্ধি।

ক্ষুদ্র এবং ছোটো উদ্যোগের ধারাবাহিক উন্নতির জন্য ৪টি সাধারণ সহায়তা কেন্দ্র বর্তমানে চালু আছে এবং খাদি উৎপাদন কেন্দ্র ও স্টলসহ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প প্রকল্পের জন্য ক্লাস্টার উন্নয়ন পদ্ধতিতে ১১টি CFC/CPC স্থাপিত হয়েছে।

ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের অন্তর্গত প্রায় ২০,০০০ যুবকদের ৪২৬ কোটি টাকার সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ টেক্সটাইল ইনসেনটিভ স্কিম সংশোধন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কাজের সম্প্রসারণের জন্য বর্তমান টেক্সটাইল ক্ষেত্রের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া পোশাক তৈরি সংস্থা ব্যতীত হস্তচালিত তাঁত ও অন্যান্য যন্ত্রচালিত অগ্রণী উদ্যোগীদের কর্মক্ষেত্রের প্রসারণ ও আকর্ষণীয় উৎসাহ দানের ব্যবস্থা হয়েছে। ২০২৩ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৬৮ কোটি টাকা

ব্যয়ে যন্ত্রচালিত বয়ন বিভাগে ৪২৬টি নতুন উচ্চগতি সম্পন্ন আধুনিক বিদ্যুৎচালিত তাঁত স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৭৮টি তাঁত স্কুল ইউনিফর্ম প্রকল্পের জন্য কাপড় (fabric) উৎপাদন শুরু করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকারের স্কুল ইউনিফর্ম প্রজেক্টের জন্য রাজ্যভিত্তিক যন্ত্রচালিত তাঁত কেন্দ্র থেকে তন্তুজ (Tantuja) ২ কোটি মিটারেরও বেশি কাপড় সংগ্রহ করেছে। বর্তমানে স্কুল ইউনিফর্মের জন্য প্রায় ৫ কোটি মিটার কাপড় প্রয়োজন, যা রাজ্যভিত্তিক যন্ত্রচালিত তাঁতের মাধ্যমে উৎপাদিত হচ্ছে।

হস্তচালিত তাঁতের ক্ষেত্রে পূর্ব বর্ধমান জেলায় ৩৪.৩২ কোটি টাকার অনুমোদিত মেগা হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার (Mega Handloom Cluster) প্রকল্প গৃহীত হয়েছে যাতে ২০,০০০-এরও বেশি তাঁতশিল্পী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীরা যুক্ত আছেন। নদিয়াতে আরও একটি মেগা হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার এবং ৯টি ব্লক লেভেল ক্লাস্টার তৈরির কাজ বিবেচনাধীন। এর পাশাপাশি কে.জি. ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিষ্ণুপুরে একটি বালুচরী শাড়ির রিজিওনাল ডিজাইন সেন্টার গঠন করা হয়েছে, যেখানে গভর্নমেন্ট কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেক্সটাইল টেকনোলজি, বহরমপুর (GCETTB)-এর সাথে যৌথভাবে বালুচরী বয়নে সার্টিফিকেট কোর্স প্রদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে বালুচরী শিল্পীরা বিপণন, প্যাকেজিং এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

পোশাকক্ষেত্রে চালু ক্লাস্টার কোঅপারেটিভ ছাড়াও অতিরিক্ত ৩৫টি রেডিমেড গার্মেন্ট ক্লাস্টার কোঅপারেটিভ গঠন করা হয়েছে, যা পোশাক উৎপাদনে বিশেষ করে স্কুল ইউনিফর্ম তৈরিতে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে।

বাংলার ঐতিহ্যশীল শাড়িসহ সমস্তরকম হাতে বোনা শাড়ি 'এক ছাতার তলায়' প্রদর্শনের জন্য তন্তুজ-র আওতায় 'বাংলার শাড়ি' ব্র্যান্ড তৈরি করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল বাংলার শাড়িকে সকল নারীদের কাছে সুলভ মূল্যে পৌঁছে দেওয়া এবং জাতীয় স্তরে বাংলার শাড়িকে স্বীকৃতি প্রদান করা। এখনও পর্যন্ত চারটি প্রদর্শন বিপণি খোলা হয়েছে, দুটি কলকাতায় (দক্ষিণাপণ এবং ধনধান্য), একটি পূর্ব মেদিনীপুরের নিউ দীঘায় এবং অপর একটি নিউ দিল্লির বঙ্গভবনে। ৩,০০০-এর অধিক তাঁতি ও কারিগর এই উদ্যোগের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এবং মাত্র ৩ মাসে ১.৩০ লক্ষ শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব আতসবাজির উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাজ্যে ৭টি (৩টি উৎপাদনের জন্য এবং ৪টি বিপণনের জন্য) ক্লাস্টারের জন্য সরকারি জমি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পরিবেশবান্ধব আতসবাজি বিক্রয়/উৎপাদনের জন্য পুনর্গঠিত একজানালা শিল্পসাথী পোর্টালের মাধ্যমে ১,৮০০-র অধিক লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার ম্যানুফ্যাকচারিং, স্টোরেজ অ্যান্ড সেলিং প্রকল্পে' রাজ্যের সহায়তায় জমি চিহ্নিতকরণ, SPV কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে একটি একক পরিকাঠামো গঠন ছাড়াও প্রত্যেক স্বতন্ত্র ইউনিটকে এই প্রকল্পে সহায়তা করার ব্যবস্থা রয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে হাওড়া, মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণায় তিনটি প্রজেক্ট এই প্রকল্পের মাধ্যমে মঞ্জুর করা হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক/মিউনিসিপালিটি/কর্পোরেশন অঞ্চলে ১লা আগস্ট ২০২৩ থেকে ১৮ই আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত 'শিল্পের সমাধানে-MSME' ক্যাম্পের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের উদ্যোক্তাদের দুয়ারে পৌঁছনো হয়েছে, যেখানে ২,৪০৭টি ক্যাম্পের মাধ্যমে ৪,২৪, ৬০০ জনের বেশি উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন। উত্তরবঙ্গে শিল্পের উন্নতির ওপর বিশেষ জোর দিতে নর্থ বেঙ্গল বিজনেস মিট ২০২৩, ৭ই ডিসেম্বর ২০২৩-এ শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাতে ১৬টি বিভাগ যুক্ত ছিল।

ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্স (CLC)-এর বিস্তারের জন্য গৃহিত প্রকল্প পরিবেশের ছাড়পত্র (EC) পেয়েছে। এফ্লুয়েন্ট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম (ETC)-এর উন্নতি ও সংস্কার শুরু হয়েছে। অন্যান্য চালু প্রকল্পগুলি হল বৃষ্টির জল নিষ্কাশন, সিকিয়র্ড ল্যান্ড ফিল (SLF) সাইট, ক্ষুদ্র চর্মকারদের পুনর্বাসন, ফুটওয়্যার পার্কের জন্য মূল পরিকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবরা মিউনিসিপালিটির জয়গাছিতে জি+৫ তলবিশিষ্ট একটি আধুনিক টেক্সটাইল হাট (Modernized Textile Haat)-এর ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এই স্থায়ী বিপণনী ২,৫০০ বস্ত্র ব্যবসায়ীকে সরাসরি সুবিধা প্রদান করবে। পাশাপাশি এই ব্যবসার সাথে যুক্ত হাজার হাজার মানুষকে পরোক্ষভাবে সুবিধা প্রদান করবে। হুগলি জেলার সিঙ্গুরে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এবং উত্তর ২৪ পরগণার বাণীপুরে ইনটিগ্রেটেড টেক্সটাইল

পার্কের উন্নয়নের জন্য পরিকাঠামো গঠন করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে জয়গাঁ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এবং বীরভূমে বোলপুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের দ্বিতীয় ফেজ নামেও দুটি পরিকাঠামো-প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

Scheme of Approved Industrial Park (SAIP) ২০২০ প্রকল্পের অধীনে ৪৪টি ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক গঠনের প্রস্তাব পাওয়া গেছে, যার মধ্যে প্রায় ১,৬০৭ একর জমির জন্য ১৫টি চূড়ান্ত এবং ২৩টি নীতিগতভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

SIDBI ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড-এর অধীনে ১৬৪.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫টি পরিকাঠামো প্রকল্পের কাজ মঞ্জুর করা হয়েছে, যার মধ্যে ১২টি প্রকল্পের কাজ চালু আছে যার প্রস্তাবিত বরাদ্দ ১২৬ কোটি টাকা। ৩১.৪৭ কোটি টাকা প্রকল্প মূল্যের আরও ৭টি প্রকল্প বিবেচনাধীন।

ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্রশিল্প বিভাগের অধীনস্থ সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও ছোটো শিল্পোদ্যোগী, কারিগর এবং বয়ন শিল্পীদের বিপণনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০২৩ অবধি তন্তুজ, মঞ্জুষা, পশ্চিমবঙ্গ রেশম শিল্পী, বিশ্ববাংলা মার্কেটিং কর্পোরেশন এবং বঙ্গশ্রীর সম্মিলিত ব্যবসার পরিমাণ আনুমানিক ৩৫০ কোটি টাকা হয়েছে। বাঁকুড়ার মাচানতলায় মঞ্জুষা একটি নতুন বিপণনকেন্দ্র খুলেছে। রাজ্যজুড়ে এই অর্থবর্ষে ৩১টি মেলা সংগঠিত হয়েছে যা ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ বিভাগকে মোট ২৭৭.৭৭ কোটি টাকা ব্যবসায়িক লেনদেন-এর সাফল্য এনে দিয়েছে।

ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ বিভাগের বিলম্বিত পেমেন্টের সমস্যা সমাধানের জন্য কলকাতা ছাড়াও শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরে একটি করে মোট দুটি আঞ্চলিক ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজেজ ফেসিলিটেশন কাউন্সিল (WBMSEFC) গঠন করা হয়েছে। ৩টি WBMSEFC একযোগে ২৯৬টি মামলার নিষ্পত্তি করে ৪৪.০৯ কোটি টাকা নিষ্পত্তি করতে পেরেছে।

ব্যবসা পদ্ধতির সরলীকরণের উদ্দেশ্যে স্টেট সিঙ্গল উইন্ডো (শিল্পসাথী) পোর্টালের পুনর্গঠনের মাধ্যমে ১০৯টি ব্যবসাকেন্দ্রিক পরিষেবা চালু করা গেছে। এই পোর্টাল ব্যবস্থায় আনুমানিক ১.৮২ লক্ষ নিবন্ধীকৃত ব্যবহারকারীর থেকে ৩.৪৩ লক্ষ বিধিবদ্ধ আবেদনপত্র জমা পড়েছে এবং আনুমানিক ৯৫ শতাংশ-র নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৯০০টির বেশি জটিল পদ্ধতির সরলীকরণ করা সম্ভব হয়েছে। ব্যবসা ও শিল্পের জন্য কল সেন্টার ব্যবস্থাসহ একটি অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই বিভাগে রাজ্য EoDB কেন্দ্র পরিষেবার মাধ্যমে স্বচ্ছন্দ জীবনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৫টি পরিষেবা ই-ডিস্ট্রিক্ট পোর্টালের আওতায় আনা হয়েছে এবং ২৯টি পরিষেবা/শংসাপত্র এখন বাংলার আই-ক্লাউড-এর সৌজন্যে ডিজিলকার ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

৩.৪৫ শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ

স্যান্ড মাইনিং পলিসি, ২০২১ এবং স্যান্ড মাইনিং রুলসের আওতায় WBMDTCL স্যান্ড মাইন ব্লকগুলির নিলামের জন্য MDO প্যানেল থেকে নথিভুক্ত মাইন ডেভেলপার অ্যান্ড অপারেটর নির্বাচনের জন্য সাতটি বিভিন্ন পর্যায়ে টেন্ডার ডেকেছে। যে সমস্ত খনিগুলির কাজ মার্চ, 2024-এর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে সেগুলিও এর আওতাভুক্ত করা হবে।

গৌরাঙ্গডি এবিসি কোল মাইনের জন্য সংশোধিত মাইনিং-এর পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ভারত সরকারের কাছ থেকে বিধিবদ্ধ ছাড় পাওয়ার পর (ইসি এবং এফসি) মাইন প্ল্যান অনুযায়ী গৌরাঙ্গডি এবিসি কোল মাইন থেকে কয়লা উৎপাদনের কাজ ২০২৪ থেকে শুরু করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রায়ত জমির জন্য নতুন মাইনিং নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এরফলে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম জেলার এক ব্যাপক অংশের মানুষ যারা প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন এবং অন্যান্য খনিজ উত্তোলনের আনুষঙ্গিক কাজে যুক্ত আছেন, তাদের বিজ্ঞানসম্মত ও সুস্থায়ী জীবিকার পথ নিশ্চিত করে। WBMDTCL ৮৭টি 'অভিপ্রায় পত্র' (LoI) প্রকাশ করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে এই খনিগুলির কাজ চালু হবে বলে আশা করা যায়।

নদীগুলির স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বিশেষত বর্ষাকালে ড্রেজিং ও নদীগর্ভে জমে থাকা পলি তুলে ফেলা হচ্ছে। এর জন্য অনন্য 'ভলিউম শেয়ারিং মডেল' গ্রহণ করা হয়েছে। এরফলে ড্রেজিং ও পলি তুলে ফেলার জন্য WBMDTCL কে কোনো খরচ বহন করতে হচ্ছে না, উপরন্তু সরকার ওই খননকৃত বস্তু থেকে নিজের পুরো অংশটি ব্যবসায়িকভাবে ব্যবহার করবে।

WBIDC এবং WBIIDC বিভিন্ন শিল্প পার্কে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটকে জমি বরাদ্দ করেছে। WBIIDC-র অধীনে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কগুলির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করেছে। WBIIDC-এর অধীনে প্রত্যেকটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটের কাজ মূল্যায়ন করার উদ্দেশ্যে ইউনিট লেভেল ডাটা ভিস্যুয়ালাইজেশন সফটওয়ারের কাজ সাফল্যের সাথে সূচনা করা হয়েছে।

নভেম্বর ২১-২২ তারিখে, ২০২৩-এর কলকাতায় বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের সপ্তম অধিবেশন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে WBIIDC নোডাল বডি হিসাবে কাজ করেছে। ইউরোপ, ইউ কে, সিআইএস, সার্ক, মিডল ইস্ট, আফ্রিকা, আসিয়ান, ল্যাক, সেন্ট্রাল ও ইস্ট এশিয়া ও অন্য অঞ্চল থেকে ৪০০ জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি এতে অংশ নিয়েছে। ১৭টি সহযোগী দেশ অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভুটান, ফ্রান্স, জার্মানি, ফিজি, জাপান, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, শ্লোভাক রিপাবলিক, সাউথ কোরিয়া এবং ইউ কে এই সামিটে যোগদান করেছে। এই সামিটে প্রায় ৪০টি দেশের ব্যবসায়ী এবং সরকারি প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

শিল্প এবং পরিকাঠামো উজ্জীবনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন নতুন নীতি রূপায়ণ করেছে। রপ্তানির জন্য বিশ্বমানের ব্যবসায়িক পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ওয়েস্টবেঙ্গল এক্সপোর্ট প্রমোশন পলিসি, ২০২৩ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যকে ট্রেডিং হাব হিসাবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা প্রদর্শিত হয়েছে। লজিস্টিক সেক্টরের কার্যাবলী বিকাশের মাধ্যমে রাজ্যে আরও শিল্প আনার উদ্দেশ্যে ওয়েস্টবেঙ্গল লজিস্টিক পলিসি, ২০২৩ গ্রহণ করা হয়েছে। এটির মাধ্যমে 'গ্রীন লজিস্টিকের' প্রসার ঘটানোর বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি পরবর্তী

পাঁচ বছর কার্যকরী থাকবে। রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়েগুলির দুপাশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবসায়িক করিডর গড়ে তোলার জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল/পরিসর শনাক্তকরণের এবং স্থানীয় ব্যবসার উন্নতিকরণের উদ্দেশ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ইকনমিক করিডর পলিসি, ২০২৩ গ্রহণ করা হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল নিউ অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রোমোশন পলিশি, ২০২৩ গ্রহণ করা হয়েছে। এই নীতিতে বৃহৎ শিল্পপতিদের নবায়ণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার জন্য উৎসাহিত করা হবে। শক্তির জোগানের অপ্রতুলতার মোকাবিলায়ও উৎসাহ প্রদান করা হবে। এরফলে বিনিয়োগকারীদের সুনির্দিষ্টভাবে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

উত্তরবঙ্গের অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত চা বাগানগুলিতে পরিবেশ-বান্ধব পর্যটন প্রসারের উদ্দেশ্যে দ্য টি ট্যুরিজম অ্যান্ড অ্যালায়েড বিজনেস পলিসি, ২০১৯ গ্রহণ করা হয়েছে। ৩১৬.৪৫ কোটি টাকার বিনিয়োগের সম্ভাবনা সহ চারটি চা বাগানে পাঁচটি প্রকল্প এই দপ্তর অনুমোদন করেছে। যুবকদের মধ্যে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে 'উৎকর্ষ বাংলা স্কিমে'র মাধ্যমে ১৪টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ৪টি WBIDC-এর অধীনে এবং ১০টি WBIIDC-এর অধীনে চিহ্নিত করা হয়েছে।

পার্টনারশিপ ফার্মের অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের উদ্দেশ্যে 'ইজ অফ ডুইং বিজনেস (EoDB)-এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রার অফ ফার্মস, সোসাইটিস এবং নন ট্রেডিং কর্পোরেশন একটি নতুন ওয়েব পোর্টালের সূচনা করেছে।

সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন (CGD), যা একটি প্রাকৃতিক গ্যাসের আন্ত:সংযোগকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে CNG ও PNG প্রাকৃতিক গ্যাসকে ঘরোয়া ব্যবহার্য, বাণিজ্যিক বা শিল্প ক্ষেত্রে বণ্টনের উদ্দেশ্যে সরবরাহ করার কাজ দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে। 'বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (BGCL)' কলকাতা এবং তার আশেপাশে ১০টি CNG স্টেশন পরিচালনা করছে এবং KMDA ও HIDCO এলাকায় ৭৮ কিমি স্ট্রিল পাইপলাইন ও ১৫৫ কি এমভিপিই পাইপলাইন স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ করেছে।

এটি পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের গ্যাস পাইপলাইন ম্যাপে চিহ্নিত করেছে। পাইপলাইন স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হবার পর আশা করা যায় যে রাজ্যে LPG এবং CNG গ্যাসের থেকে সস্তায় রান্নার জ্বালানি পাওয়া যাবে।

CGD কার্যক্রমের অধীনে ৭৯৫ কিমি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ৫৬৫ কিমি পাইপলাইন স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয়-বরাদ্দ ৫,৩০০ কোটি টাকা এবং নির্মাণকার্যের সময়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ১৭ লাখ শ্রমদিবস তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহ, শিল্প এবং পরিবহণ ক্ষেত্রে গ্যাস সরবরাহ করা হবে।

৩.৪৬ শিল্প পুনর্গঠন ও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড (SPL) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ সংস্থা, শিল্প পুনর্গঠন ও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংস্থা। ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড (WBTBCL) সরস্বতী প্রেসের অধীনস্থ একটি সংস্থা। SPL ভারতের একটি অন্যতম সর্ববৃহৎ মুদ্রণ সংস্থা। এটি একটি ISO 9001 : 2015 সংস্থা এবং এই সংস্থাটি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশন থেকে সিকিউরিটি প্রিন্টার হিসাবে নিবন্ধীকৃত। SPL পূর্ব ভারতে সিকিউরিটি ও কনফিডেন্সিয়াল মুদ্রণ, স্কুলপাঠ্য বই মুদ্রণ ও হলোগ্রাম মুদ্রণ ইত্যাদিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এটি ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড-এর একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠান।

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড (WBTBCL) আনুমানিক ১১ কোটি স্কুলপাঠ্য বই এবং ৩.৭২ কোটি খাতা মুদ্রণ করতে সক্ষম হয়েছে। আনুমানিক ৬৬১ রকমের বই এই তালিকায় আছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩,৮৮৮টি স্থানে এই বই পৌঁছে দেওয়া গেছে। সরস্বতী প্রেস এই বছরে ভোটার আইডি কার্ড, রেশন কার্ড, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, রেজিস্টার ও ফর্ম, ওপিডি টিকিটের মতো হসপিটাল ব্যবহার্য স্টেশনারী, বেড-হেড টিকিট, এক্সাইজ হলোগ্রাম, সিকিউরিটি ফর্ম, চেক এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও স্বশাসিত সংস্থার ফর্ম ও রিপোর্ট মুদ্রণের অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে।

কলকাতা গেজেট নোটিফিকেশন পার্ট-১, পার্ট-২-এর মাধ্যমে নাম, পদবি, জাতি, লিঙ্গ পরিবর্তন-এর নোটিফিকেশন করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি অধীনস্থ সংস্থার নোটিফিকেশন, পার্ট-৩ অর্ডিন্যান্স গেজেট, পার্ট-৩-এ অ্যাক্ট এবং পার্ট-৪ বিল ও এর আওতাভুক্ত। রাজ্য সরকারের সরকারি ক্যালেন্ডার সরস্বতী প্রেস থেকেই মুদ্রিত হয়। শিল্প ও পুনর্গঠন দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের অর্থদপ্তর ও এজি-র সাথে আলোচনা সাপেক্ষে একটি ওয়েব বেসড্ 'লোন

ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' (LMS) সফটওয়্যার ব্যবস্থা চালু করেছে। এই সফটওয়্যারটি PEIR, Finance, AG এবং সংস্থার ঋণ প্রাপ্তির তাৎক্ষণিক অবস্থান জানতে সাহায্য করবে। এটি GRIPS-র সাথে সম্মিলিতভাবে বকেয়ার অনলাইন প্রাপ্তি ও তৎক্ষণাৎ NOC-র ব্যবস্থা এবং ঋণ নিতে ইচ্ছুক সংস্থাগুলির নিরবচ্ছিন্ন সাহায্যকে সরলীকরণ করছে।

পরিষেবা

৩.৪৭ পর্যটন

২০১১ থেকে ২০২২ (কোভিড পরবর্তী) সময়ে পর্যটকের সংখ্যা ৮৯ মিলিয়নে পৌঁছেছে যা CAGR (Compound Annual Growth Rate) বৃদ্ধি প্রায় ১২.৯ শতাংশ। ২০২২ সালে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় এবং দেশীয় পর্যটকের সংখ্যায় অষ্টম হয়েছে (উভয়ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের ২০২৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী)।

UNESCO ২০২১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতার দুর্গাপূজাকে 'ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ্ হিউম্যানিটি'র নথিভুক্ত হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এশিয়ার মধ্যে এটি প্রথম উৎসব যা UNESCO-র ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ অফ্ হিউম্যানিটির মর্যাদা পেয়েছে।

রিয়াধে অনুষ্ঠিত UNESCO-র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ৪৫তম অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শান্তিনিকেতন হল ভারতের ৪১তম ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট।

পর্যটন বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হোম-স্টেগুলির নিবন্ধন এবং প্রচারের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল হোম-স্টে ট্যুরিজম্ পলিসি ২০১৭ (২০১৯-এ সংশোধিত) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল হোম-স্টে ট্যুরিজম পলিসি ২০২২ চালু আছে যা পশ্চিমবঙ্গের হোম-স্টে গুলির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সচেষ্ট এছাড়া বিকল্প জীবিকা অর্জনের উৎস সৃষ্টি করে সার্বিক বৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের উন্নয়নের

প্রচেষ্টা তথা মাইক্রো লেভেলে স্থানীয়দের দক্ষতা ও কর্মপ্রচেষ্টার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল হোম-স্টে ট্যুরিজম পলিসি ২০২২ প্রকল্পের মাধ্যমে হোম-স্টের মালিকদের দুটি কিস্তিতে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে এবং এই নতুন নীতিতে ছাড়পত্র পাওয়ার বিষয়টিও সরলীকরণ করা হয়েছে।

পর্যটন বিভাগের এই নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে মোট ২,৩৪০টি হোম-স্টে (৩১.১২.২০২৩ পর্যন্ত) নিবন্ধীকৃত হয়েছে এবং ১৮,৭২০টি (১১,৭০০ প্রত্যক্ষ, ৭,০২০ পরোক্ষ) কর্মসংস্থান হয়েছে। বিভাগের অধীনে ৫,১৩২টি হোম-স্টে আছে যা পর্যটন বিভাগ, আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ এবং বনবিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় কার্যকরী আছে। হোম-স্টের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে অগ্রণী রাজ্য হিসাবে বিবেচিত।

ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক দ্বারা সেরা পর্যটন গ্রাম ২০২৩ প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কিরিটেশ্বরী গ্রামকে সেরা পর্যটন গ্রাম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের পর্যটন সম্ভাবনাকে উৎসাহদান ও উন্নত সুযোগ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় ওয়েস্ট বেঙ্গল হোম-স্টে ট্যুরিজম পলিসি ২০২২, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম পলিসি ২০১৯, ট্যুরিজম ইনসেনটিভ স্কিম ২০১৫ (২০২১-এ সংশোধিত), রেকগনিশন অফ ট্যুরিজম্ সার্ভিস প্রোভাইডারস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ২০২১ (রেকগনিশন অফ ট্যুরিজম সার্ভিস প্রোভাইডারস স্কিম ২০২৩-এ সংশোধন), ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিস্ট গাইড (WBTG) সার্টিফিকেশন স্কিম, ২০২১ এবং ট্যুরিজম সার্ভিস প্রোভাইডার ক্যাপাসিটি বিল্ডিং স্কিম ২০২৩ প্রবর্তন করা হয়েছে।

পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার পর্যটন ক্ষেত্রকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে হোটেল, মোটেল এবং ঐতিহ্যবাহী হোটেল, বিনোদন পার্ক, কনভেনশন সেন্টার, শিল্প ও কলা গ্রাম ইত্যাদিতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

নতুন এবং অভিজ্ঞ (বর্তমানে কার্যরত) ট্যুরিস্ট গাইডদের স্বীকৃতি, প্রশিক্ষণ ও প্রশংসাপত্র প্রদানের জন্য ট্যুরিস্ট গাইড সার্টিফিকেশন স্কিম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৩,৭১৫ জন

আবেদনকারীর মধ্যে ১,৭৪৪ জন সফলভাবে তাদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করেছে এবং ৭২৮ জনও কিছু মাসের মধ্যেই তাদের প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করবে। একইসাথে ১,৩৫১ জন ট্যুরিস্ট গাইডের মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং ৭৩৬ জন সক্রিয়ভাবে কর্মরত আছে।

প্রতি বছর পর্যটন দপ্তর কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে ক্রিসমাস ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত করে এবং ২২শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রাখা হয়। পার্ক স্ট্রিট, অ্যালেন পার্ক এবং সেন্ট ক্যাথেড্রাল চার্চ-এর সমগ্র পথটি এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য চার্চগুলিকে সুসজ্জিত করা হয়। এই বছরও এই অনুষ্ঠানটি ২১শে ডিসেম্বর ২০২৩ থেকে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত পালন করা হয়।

বিষ্ণুপুর ক্লাসিক্যাল মিউজিক ফেস্টিভালের মাধ্যমে পথিকৃৎ শিল্পীদের সম্মাননা প্রদান করে এবং বিষ্ণুপুর ঘরানার সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। গত বছরে ২০২৩-এর ১০ থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির হাট-এর জোড় শ্রেণির মন্দিরে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (WBTDCL)-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের প্রধান পর্যটন কেন্দ্রগুলি হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস, মোটেল ও রেস্টুরেন্টগুলির উন্নতি ও পরিচালনা করার জন্য। WBTDCL ভ্রমণকারীদের মসৃণ পরিষেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে ট্যুর প্যাকেজ চালু করে। WBTDCL-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নকারী প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলি প্রয়োগের বিভিন্ন স্তরে আছে। এছাড়াও অন্য ভ্রমণ ক্ষেত্রগুলির মানোন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। পর্যটন বিভাগ ৫২২টি গৃহের মানোন্নয়ন ঘটিয়েছে। বর্তমানে WBTDCL নিয়মিতভাবে ভ্রমণ ক্ষেত্রগুলির সংস্কার সাধন ও মানোন্নয়ন করে।

সান্দাকফু পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ ট্রেকিং পয়েন্ট। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। এই অঞ্চলের সান্দাকফুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তিস্তা নদী এটিকে একটি ট্রেকিং এবং ক্যাম্পিং-এর ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। রাজ্যে হিমালয় পর্বতমালার মধ্য দিয়ে ৮৮টি ট্রেকিং রুটকে চিহ্নিত করা গেছে। তারমধ্যে সান্দাকফুর মধ্যেই আছে বেশ কয়েকটি। পর্যটন

বিভাগ ১০০টি রিলিজিয়াস সার্কিট নির্মাণ করেছে যার ভিতরে ৪০০টির অধিক ধর্মীয় তীর্থস্থান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পর্যটন বিভাগ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে 'মহাপুণ্যভূমি মহাতীর্থভূমি' ১০০টি ধর্মীয় তীর্থস্থলের গুরুত্ব মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য।

৩.৪৮ তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন

সদা পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও নয়া আবিষ্কারের পটভূমিতে অর্থবর্ষ ২০২৩-২৪-এ রাজ্য সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ একই তালে রূপান্তরমূলক বিভিন্ন প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। রাজ্যের উন্নতিতে তথ্য প্রযুক্তির শক্তিকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট থেকে, এই বিভাগ বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এবং অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে যা রাজ্যের ডিজিটাল যুগের বিস্তারে এবং প্রগতিময় ভবিষ্যৎ গঠনে সাহায্য করছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্টারনেট কেবল ল্যান্ডিং স্টেশন পলিসি, ২০২৩ রূপায়ণ করে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে ইন্টারনেট কেবল শিল্পের আদর্শ স্থান হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া এই পলিসির মাধ্যমে বিদেশি ও দেশি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করতে, MSME এবং স্টার্ট আপ সংস্থাকে পরিচালনে সাহায্য করতে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও রাজ্যে একটি প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে।

তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ একটি সুসংহত ডাটা প্রাইভেসি গাইডলাইন পলিসি রূপায়ণের মাধ্যমে তথ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা বজায় রেখে সাধারণ নাগরিক, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দায়িত্বশীল ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করছে।

ডিজিটাইজেশনের ক্রমবর্ধমান উন্নতির যুগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডিজিটাল তথ্য ও নাগরিকদের তথ্যসূচি সুরক্ষায় সাইবার সিকিউরিটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ডিজিটাল স্তরের ক্রমবর্ধমান উন্নতির সাথে রাজ্যে ডিজিটাল সুরক্ষাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল সাইবার সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি, ২০২৩ রূপায়ণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সাইবার সিকিউরিটির কৌশলের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে সাইবার সচেতনতা ও দক্ষতা উন্নয়ন, সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ, ইন্সিডেন্ট রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট, ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ফরেনসিক, এবং গবেষণা ও উন্নয়ন-এর দিকে নজর রেখে কাজ করে চলেছে।

রাজ্যের সমস্ত এলাকায় হাইস্পিড ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক—ফাইবার (FTTH)-এর বাস্তবায়ণ খুব শীঘ্রই সম্ভব হতে চলেছে। ১,৪৩৫টি সার্কিটে WBSWAN উপভোক্তাদের জন্য ব্যান্ডউইথ উন্নীতকরণ সফলভাবে করা হয়েছে। এরফলে দৃষ্টান্তমূলকভাবে এই সার্কিটগুলিতে খরচ আগের তুলনায় মাত্র ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনা গেছে।

ডায়মন্ড হারবার পৌর এলাকায় সরকারি ওয়াই-ফাই পরিষেবার ফেজ-১ ও ফেজ-২ সফলভাবে করা হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ওয়াই-ফাই জোন তৈরি করার মাধ্যমে শহর, গ্রাম এবং মফসস্‌ল এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, বিনোদন এবং তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে ইন্টারনেট পরিষেবা সুনিশ্চিত করা।

৪ পেটাবাইট স্টোরেজ ক্যাপাসিটি, ৫২ টিবি র‍্যাম, ২৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ এবং ২, ০০০+ ভিএম কম্পিউট ক্যাপাসিটিযুক্ত ব্যবস্থার প্রণয়ন করে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডেটা সেন্টার (WB-SDC)-র উন্নীতকরণ করা হয়েছে। ই-গভর্নেন্স অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং ও রক্ষণাবেক্ষণে উন্নত ক্ষমতাসম্পন্ন সেয়ার্ড, রিলায়েবল, মিশন মোড এবং সিকিয়োর্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবস্থা কেন্দ্র সফলভাবে কাজ করে চলেছে।

১.৭ পেটাবাইট স্টোরেজ ক্যাপাসিটি, ২৪ টিবি র‍্যাম, ২৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ এবং ২৪ নোডযুক্ত অত্যাধুনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডেটা সেন্টার (WB-SDC)-র ডিজাস্টার রিকভারি (DR) সাইটের নির্মাণ সফল হয়েছে।

সাইবার স্পেস-এ নিরাপত্তা সচেতনতা প্রকল্পের জন্য নিরাপত্তা ও সুরক্ষার ওপর প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ক বিভাগে সাইবার সিকিউরিটি উৎকর্ষ কেন্দ্র (CS-CoE) দ্বাদশ ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন পুরস্কার ২০২৩ (12th Digital Transformation Award 2023) অর্জন করেছে। ২,৭৮০ জন পুলিশ আধিকারিককে নিয়ে ফার্স্ট রেসপনডার ট্রেইনিং (FRT) অন সাইবার ক্রাইম সুসম্পন্ন হয়েছে। FRT প্রোগ্রাম একই সাথে ৭টি জায়গায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট (WBSCTVESD)-এ CS-CoE ইনফরমেশন সিকিউরিটি অ্যান্ড সাইবার ফরেনসিক-এর ওপর একটি বিশেষ ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে যা AICTE-এর

মান্যতা পেয়েছে। ২০২৩ সালে অন্যান্য পলিটেকনিক কলেজের সাথে বেহালা গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক কলেজ থেকে এর প্রথম ব্যাচ স্নাতক ডিগ্রি সম্পূর্ণ করেছে।

'অনুমতি পোর্টাল' একটি এক জানালাবিশিষ্ট ছাড়পত্র ব্যবস্থা যারা মোবাইল টাওয়ার এবং অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনে দায়িত্বপূর্ণ ও স্বচ্ছতার সাথে NOC প্রদান করে এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে সোসাইটি ফর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনোলজি রিসার্চ (SNSTR) প্রয়োজনীয় কাজ করেছে। ৭,৩২৬টি আবেদনপত্র এখনও পর্যন্ত এই পোর্টালের মাধ্যমে মঞ্জুর করা হয়েছে।

ইন্দো-বাংলাদেশ বর্ডারের ৬টি সংযুক্ত চেকপোস্টে যানবাহনের দ্রুত ছাড়পত্র ও মসৃণ যাতায়াতের জন্য সুবিধা ভেহিকলস্ ফেসিলিটেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। সুবিধা ফেসিলিটেশন ফি (Fee) বাবদ ৩৮৩ কোটি (প্রায়) কর আদায় হয়েছে। ICP পেট্রোপোলে এক্সপোর্ট রিলিজ টাইম উল্লেখযোগ্যভাবে ৭২ শতাংশ উন্নত হয়েছে, যা ২০২২ সালে ছিল ৫০.৫৯ ঘণ্টা থেকে হয়েছে ২০২৩-এ ১৪.০৬ ঘণ্টা।

ইউনিক ডকুমেন্ট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার (UDIN) হল প্ল্যাটফর্ম নির্ভর ২৫-আলফানিউমেরিক পদ্ধতি যা বিভিন্ন ডোমেইনে আবেদনকারী/ব্যবহারকারীর দ্বারা প্রত্যয়িত নথির সংরক্ষণের জন্য একক সংখ্যা উৎপন্ন করে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্লকচেইন টেকনোলজির মাধ্যমে নাগরিকদের স্ব-প্রত্যয়িত বা চুক্তিমূলক তথ্যের লেনদেন ও সুরক্ষিত রাখার সুবিধা প্রদান করে। এ পর্যন্ত ৪৭,০৫৩টি UDIN সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার পরিচালিত 'UDIN'-নির্ভর সিঙ্গল উইন্ডো ড্রাইভার অথোরাইজেশন পোর্টাল 'অনুমোদন' চালু হয়েছে যার মাধ্যমে গাড়ি মালিকদের চালকের অনুমোদন (Driver Authorization) সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করে। এই 'অনুমোদন' পোর্টাল চালুর আগে ড্রাইভাররা গাড়ির মালিকের থেকে নন-জুডিশিয়াল পেপারে লিখিত অনুমোদনপত্র সঙ্গে রাখত।

এছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অ্যাপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে, যেমন— দি কোলকাতা ট্যাক্সি মোবিলিটি অ্যাপ (যাত্রীসাথী), ওয়েস্ট বেঙ্গল সাইবার সিকিউরিটি ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম (WBCSIRT), স্টেট স্কিল রেজিস্ট্রি অফ দি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল– কর্মভূমি ইত্যাদি।

৩.৪৯ উপভোক্তা বিষয়ক

উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই বিভাগ ২০২৩-২৪-এ ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত সময়কালে ৩০টি আঞ্চলিক অফিসে ১২,৯৩২টি ক্রেতা সচেতনতা প্রসার কর্মসূচি পালন করেছে এবং শিবির, সেমিনার, পথনাটক, কথা বলা পুতুল শো, ম্যাজিক শো ইত্যাদির মাধ্যমে উপভোক্তা সচেতনতা কর্মসূচি পালন করেছে।

এই বিভাগ ৩০টি আঞ্চলিক অফিসে মেলা, প্রদর্শনী, সামাজিক সমাবেশ ইত্যাদি ব্যবস্থা করে WBRTPS-এর প্রসারের মাধ্যমে ক্রেতা সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালিয়েছে। রাজ্যের প্রধান জায়গাগুলিতে দেওয়ালে ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ২০১৯ সম্পর্কে লেখা হয়েছে। CTC-এর অধীনে ৫টি ট্রামের গায়ে ক্রেতা সুরক্ষা আইন, ২০১৯ সম্পর্কে বিজ্ঞাপণ দেওয়া হয়েছে।

৭টি FM চ্যানেলে জিঙ্গলের মাধ্যমে, কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে স্টেশনে (ইনকোডা টিভি) পাবলিক ডিসপ্লে সিস্টেমের দ্বারা, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, বাজার, পুলিশ স্টেশনে ব্যানার এবং হোডিং-এর মাধ্যমে, HIDCO-তে LED বোর্ড প্রদর্শনের দ্বারা (নিউটাউন ও রাজারহাটের ৮টি স্থানে) ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা প্রচার করা হচ্ছে। জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি ও উর্দু ভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে পুস্তিকা ও লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। স্কুলগুলিতে চালু ৮৪০টি ক্রেতা সুরক্ষা ক্লাব ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ৩৯৫টি নতুন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্রেতা সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্রেতা সুরক্ষা ক্লাব তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও 'উপভোক্তা সমাচার' পত্রিকার মাধ্যমে সচেতনতার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। শিলিগুড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং কলকাতায় ক্রেতা সুরক্ষা মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ২২.১২.২০২৩-এ ক্রেতা সুরক্ষা ভবনের চারতলার অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় ক্রেতা সুরক্ষা দিবস পালন করা হয়েছে।

অসাধু ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সাধারণ ক্রেতাদের সুরক্ষার স্বার্থে লিগাল মেট্রোলজি অ্যাক্ট, ২০০৯ লঙ্ঘনের জন্য ৩,৬৯১টি ওজন ও পরিমাপের সামগ্রী এবং লিগাল মেট্রোলজি (প্যাকেজড কমোডিটিস) রুলস, ২০১১ লঙ্ঘন করার জন্য ১৯৫টি ওজন ও পরিমাপের সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে ৫টি কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশনের বেঞ্চ কাজ করে চলেছে। এরমধ্যে তিনটি বেঞ্চ কলকাতায় ও শিলিগুড়িতে এবং আসানসোলে একটি করে সার্কিট বেঞ্চ রয়েছে। CONFONET স্কিমের অধীনে রাজ্যে সবকটি আঞ্চলিক ও জেলা কমিশনের অফিসে এবং ৫টি বেঞ্চে কনজিউমার্স ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশনের কাজ পূর্ণগতিতে চলছে। WBSCDRC দ্বারা সব জেলা কমিশন প্রতি বছরই নিয়মিতভাবে 'লোক আদালত' ব্যবস্থার আয়োজন করছে। ২০২৩-২৪ সালে নভেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ১, ১৫৮টি অভিযোগ লোক আদালতে জমা পড়েছে। ২০২৩-এর ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত SCDRC এবং DCDRC-তে মোট ৯,৯৭৩টি অভিযোগ জমা পড়েছিল। তারমধ্যে ৯,৮১১টি কেসের মীমাংসা করা হয়েছে। উপভোক্তাদের অভিযোগ জানানোর কাজ আরও সহজতর করতে 'ই-দাখিল' ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন ক্রেতাসুরক্ষা আদালতগুলিতে এই কাজ আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে। চালু হওয়ার সময় থেকে এই পোর্টালে এখনও অবধি ৯৩২টি কেস দাখিল হয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট লাগু করা হয়েছে। ২০১৫ সালে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর দ্বারা রাজ্যের মানুষদের সঠিক সময়ে পরিষেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং এই আইনের অধীনে ২৯টি পরিষেবা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

২০২৩-২৪ সালে পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ক্রেতা সুরক্ষা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়

এখন আমি আগামী অর্থবর্ষের জন্য বেশ কিছু প্রস্তাব পেশ করছি।

সামাজিক সুরক্ষা এবং কর্মসংস্থান

(১) আমরা ২ কোটি ১১ লক্ষ মা-বোনেদের DBT-র মাধ্যমে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছি। আমাদের মা-বোনেদের হাত আরও শক্ত করার জন্য এই মা-মাটি-মানুষ সরকার আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে তপশিলি জাতি এবং জনজাতি শ্রেণির জন্য আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি করে **মাসিক ১,২০০ টাকা** এবং অন্যান্যদের জন্য এই সহায়তা বৃদ্ধি করে **মাসিক ১,০০০ টাকা** করা হবে। এই বর্ধিত সহায়তা **এপ্রিল ২০২৪** থেকে লাগু হবে এবং সরাসরি ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে প্রাপকরা **মে ২০২৪ মাসের** শুরু থেকেই পাবেন। এরজন্য অতিরিক্ত বার্ষিক **১২,০০০ কোটি** টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৬০ বছর বয়স অতিক্রম করলে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-এর প্রাপকেরা সোজাসুজি বার্ধক্য ভাতার আওতায় চলে আসবেন এবং একই আর্থিক সহায়তা পেতে থাকবেন।

(২) আমাদের উপকূলবর্তী জেলাগুলির, বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৎস্যজীবীরা তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সমুদ্রে যান। যেহেতু এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই দুই মাস মাছ ধরার ক্ষেত্রে নিষেধ থাকে, এই মৎস্যজীবীদের জীবিকা অর্জনে সমস্যা হয়ে থাকে।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই দুই মাসে এইসব মৎস্যজীবীদের জীবিকার সহায়তার জন্য **'সমুদ্র সাথী'** নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হল। এর মাধ্যমে এই তিনটি জেলার প্রতিটি নথিভুক্ত মৎস্যজীবী প্রতিবছর, এই দুই মাস, প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা করে পাবেন। এরফলে প্রায় ২ লক্ষ মৎস্যজীবী উপকৃত হবেন। এই খাতে আমি **২০০ কোটি টাকা** বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৩) গত বছর বাজেটে যুবকদের জন্য ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। এই প্রকল্পে ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী ২ লক্ষ যুবক-যুবতী তাদের স্বনিযুক্তিমূলক কর্মে ক্ষুদ্র উদ্যোগ সংস্থা স্থাপনের জন্য এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য আর্থিক সহায়তা বাবদ বা সর্বাধিক ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক ঋণ ব্যাঙ্ক মারফত পান।

আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমাদের সরকার এই প্রকল্পটিকে আরও শক্তিশালী করার এবং ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য আরও সহজতর করার উদ্যোগ নিচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে **Bhabishyat Credit Card Interest Sub-vention Scheme** চালু করার প্রস্তাব রাখছি যাতে সমস্ত যোগ্য উদ্যোগপতিরা এই প্রকল্পের অধীনে কোনোও Collateral ছাড়াই ১০০% নিশ্চিত ঋণ পেতে পারবেন **নামমাত্র ৪% সুদে**। বাকি সুদের ব্যয়ভার রাজ্য সরকার Interest Sub-vention হিসাবে বহন করবে। এই Interest Sub-vention-এর সুবিধা, Bhabishyat Credit Card প্রকল্পে ইতিমধ্যেই মঞ্জুর ঋণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

এই খাতে বার্ষিক **২৫০ কোটি টাকার** বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে আগামী কয়েক বছরে প্রায় ১০ লক্ষ যুব উদ্যোগপতি উপকৃত হবেন।

(৪) আমি যুবদের অ্যাপ্রেন্টিসশিপের সুবিধার জন্য একটি নতুন প্রকল্পের প্রস্তাব করছি। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার বিভিন্ন স্কুল এবং মাদ্রাসাতে Vocational Training Centre থেকে পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ITI) এবং Polytechnic থেকে পাশ করা এবং যুবশ্রী প্রকল্পে নথিভুক্ত ১৮ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত বয়সি যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে প্রশিক্ষণে সহায়তা দেবে।

বিভিন্ন শিল্প সংস্থাতে এইসব ট্রেনিদের প্রশিক্ষণের সূচি অনুযায়ী অতিরিক্ত **মাসিক ১,৫০০ টাকা থেকে ২,৫০০ টাকা** পর্যন্ত Stipend দেওয়া হবে। এই প্রকল্পে

প্রতি বছর ১ লক্ষ যুবক-যুবতী উপকৃত হবেন। এই খাতে আমি **২০০ কোটি টাকা** বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(৫) কারিগরদের জন্য যারা বিশেষ করে প্রথাগত কাজে যুক্ত, আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে তাদের জন্য **West Bengal Artisans Financial Benefit Scheme 2024** নামে একটি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করছি। এই প্রকল্পে প্রতিটি কারিগর এককালীন ১৫,০০০ টাকা এবং শিল্প সমবায় সমিতি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পাবেন তাদের যন্ত্রপাতি কেনার জন্য, কাজের শেডের নির্মাণ অথবা মেরামতির জন্য অথবা মার্কেটিং-এ সহায়তার জন্য। এই প্রকল্পে এবছরে **২ লক্ষ কারিগরকে** অন্তর্ভুক্ত করা হবে যার জন্য **২০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হচ্ছে।

এই প্রকল্পে আগামী ৪ বছরে আরও **৮ লক্ষ** কারিগর এর আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করছি।

(৬) কারিগর এবং তাঁতিদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে আমি **Artisan & Weavers (Death Benefit) Scheme** প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব করছি। প্রকল্পতে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স অবধি কোনো নথিভুক্ত কারিগর বা তাঁতির প্রাকৃতিক কারণে বা দুর্ঘটনার কারণে মৃত্যু হলে, সেই পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যরা এককালীন **২ লক্ষ টাকা** আর্থিক সহায়তা পাবেন। এই খাতে **৬০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয়েছে।

(৭) আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে হ্যান্ডলুম এবং খাদি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্য **West Bengal Handloom & Khadi Weavers Financial Benefit Scheme 2024** নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করছি। এই প্রকল্পটি ৫০০টি Primary Weaver Cooperative Societies (PWCS), ২০০ খাদি সোসাইটি এবং ব্যক্তিগত হ্যান্ডলুম তাঁতিদের ৩টি প্রধান সমস্যার সমাধান করবে ঃ

(ক) PWCS-গুলির NPA অ্যাকাউন্টগুলির এককালীন Settlement (OTS)

(খ) সোসাইটিগুলিকে এবং তাঁতিদের কার্যকরি মূলধন সহায়তা এবং

(গ) ভর্তুকিযুক্ত সুতোর (yarn) জোগান।

এই খাতে **৫০০ কোটি টাকা** বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। এতে **৪ লক্ষ** তাঁতি উপকৃত হবেন।

(৮) উপজাতি সদস্য দ্বারা পরিচালিত Local Area Multipurpose Societies (LAMPS)গুলি বিভিন্ন রকম কার্যক্রম যেমন সদস্যদের SHG-র মাধ্যমে টাকা জমানো, ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ পাওয়া এবং প্রশিক্ষণ-এর সাথে যুক্ত আছে। LAMPS-এর অন্তর্ভুক্ত এইসব SHG-গুলির প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমি মহিলাচালিত **১০,০০০ SHG**-র প্রতিটিকে **২৫,০০০ টাকা** দেওয়ার প্রস্তাব করছি। এই খাতে **২৫ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হল।

এরফলে **১ লক্ষেরও বেশি** উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলারা উপকৃত হবেন।

(৯) MGNREGA প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়ে, আমাদের জব-কার্ড হোল্ডারদের দীর্ঘ সময় ধরে প্রাপ্য বৈধ মজুরি অস্বীকার করেছে। তাদের কঠোর পরিশ্রমের ক্ষতিপূরণ হিসেবে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর **২১ লাখ জবকার্ড হোল্ডারদের** এবছর **২১শে ফেব্রুয়ারির** মধ্যে মজুরি প্রদানের কথা ঘোষণা করেছেন। এই অর্থবর্ষে এই খাতে বাজেট বরাদ্দ থেকে **৩,৭০০ কোটি টাকা** খরচ করা হবে।

(১০) কেন্দ্রীয় সরকার অনৈতিকভাবে MGNREGA-র টাকা বন্ধ করে রাজ্যের প্রান্তিক মানুষের জীবিকার ন্যূনতম অধিকার কেড়ে নিয়েছে। গত দুবছর ধরে রাজ্য সরকার বিভিন্ন দপ্তরের সহায়তায় এইসব মানুষের পাশে দাঁড়াতে ৮,২৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯ কোটি কর্মদিবসের ব্যবস্থা করেছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই সকল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকারকে মান্যতা দিয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের সরকার নিজস্ব সঙ্গতিতে **'কর্মশ্রী'** নামে একটি সুসংহত প্রকল্প চালু করছে।

এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার রাজ্যের **প্রত্যেক জবকার্ড হোল্ডারকে বছরে কমপক্ষে ৫০ দিনের কাজ নিশ্চিত করবে**। এই প্রকল্প **মে ২০২৪** মাস থেকে শুরু হবে।

কৃষি

(১১) কৃষি আমাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বুনিয়াদের মূল স্তম্ভ। আমরা কৃষির উৎপাদন এবং কৃষিজ পণ্যের বিপণন সমেত প্রতিটি এলাকাতেই বিপুল সাফল্য অর্জন করেছি এবং এরফলে সকলের জন্য খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলু চাষিদের সহায়তার উদ্দেশ্যে আমি প্রস্তাব করছি যে, অন্যান্য শস্যের মতো আলু চাষেরও বিমার প্রিমিয়াম আমাদের বাংলা শস্যবিমা যোজনাতে রাজ্য সরকার সম্পূর্ণরূপে বহন করবে। এরফলে **২০ লক্ষ আলুচাষি** উপকৃত হবেন। এই খাতে অতিরিক্ত **১০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয়েছে।

(১২) কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহদানের জন্য আগামী দুবছরে গ্রামপঞ্চায়েত লেবেলে ২ হাজার ফার্ম মেশিনারি হাব এবং কাস্টম হায়ারিং সেন্টার গঠন করা হবে। এগুলিতে প্রায় **৩০ লক্ষ কৃষক** উপকৃত হবেন এবং গ্রামীণ অঞ্চলে যুব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এই খাতে **৪৫০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয়েছে।

(১৩) কৃষকদের দ্রুত বীজ এবং ঋণ পেতে সহায়তা করার জন্য এবং কৃষি পণ্যের দ্রুত এবং অবাধ বিপণনের জন্য, আমরা আগামী ৩ বছরে **১,২০০ Farmers Producer Organization (FPO)** গঠনের প্রস্তাব করছি। সমতলে প্রতিটি FPO-তে ৩০০ সদস্য এবং পার্বত্য এলাকায় প্রতিটি FPO-তে ১০০ জন সদস্য থাকবেন। আমি এই খাতে **২০০ কোটি টাকা** বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংস্কৃতি

(১৪) ২০২২ সাল থেকে **তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে** এখন দ্বাদশ শ্রেণির প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে অনলাইনে পড়াশুনার সুবিধার্থে ট্যাব বা স্মার্টফোন কেনার জন্য এককালীন

১০,০০০ টাকা দিচ্ছি। এখন থেকে আমরা তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের এই আর্থিক সুবিধা **একাদশ শ্রেণি** থেকেই প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে দেওয়ার প্রস্তাব করছি। এর ফলে এইসব ছাত্রছাত্রী দুবছর ট্যাবলেট/স্মার্টফোন ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।

এর জন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে অতিরিক্ত **৯০০ কোটি টাকা** বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(১৫) প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার Cook-cum-Helper রাজ্যে ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে-মিল কর্মসূচিতে রান্না করা খাবার দেওয়ার জন্য নিযুক্ত আছে। বর্তমানে এই Cook-cum-Helper এই কর্মসূচিতে মাসে ১,০০০ টাকা করে ১০ মাস টাকা পান। রাজ্য আরও প্রতি মাসে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা প্রতিটি Cook-cum-Helper দিচ্ছে অনুদান হিসেবে। আমি প্রতিটি Cook-cum-Helper-কে মাসে আরও ৫০০ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব করছি। এতে ২ লক্ষ ৩০ হাজার Cook-cum-Helper উপকৃত হবে। আমি এই খাতে **১৪০ কোটি টাকা** বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(১৬) তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাসমেত অত্যাধুনিক পাঠক্রম প্রণয়নের মাধ্যমে ধাপে ধাপে মাদ্রাসাগুলিকে উন্নত করা হবে। এই খাতে **৫০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয়েছে।

(১৭) রাজ্যে সংস্কৃতির উন্নয়নে আমি একটি **Minorities Cultural Development Centre** গঠন করার প্রস্তাব করছি যেখানে মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন এবং পারসি— এই ৬টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক হেরিটেজ প্রদর্শিত হবে। কেন্দ্রটিতে প্রদর্শন কক্ষ, প্রশিক্ষণকেন্দ্র এবং সভাগৃহ থাকবে। এই Centre-টির মাধ্যমে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। এই খাতে **২০ কোটি টাকা** বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(১৮) আমাদের অনন্য স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য লাভ করেছি। আমি রাজ্যের বাইরে থাকা পরিযায়ী শ্রমিকরা, যারা কর্মসাথী

পরিযায়ী শ্রমিক পোর্টাল-এ নথিভুক্ত আছে, তাদেরও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি। এই প্রকল্পে পরিযায়ী শ্রমিকেরা তাদের কর্মস্থলের হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সহায়তায় বিমার মাধ্যমে সুবিধা পাবে। এই খাতে **১৫০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করা হয়েছে। **২৮ লক্ষেরও বেশি পরিযায়ী শ্রমিক** এতে উপকৃত হবেন।

Ease of Doing Business এবং পরিকাঠামো

(১৯) রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই লিজহোল্ড জমিকে ফ্রিহোল্ড জমিতে পরিবর্তনের একটি নীতি প্রণয়ন করেছে। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, রাজ্য সরকারের লিজহোল্ড জমিকে ফ্রিহোল্ড জমিতে পরিবর্তনের এই নীতি রাজ্য সরকারের সমস্ত বিভাগ, সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থা এবং পৌর এবং পঞ্চায়েত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। জমির প্রাপকদের সুবিধার্থে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবিষয়ে একটি অনলাইন প্লাটফর্ম চালু করা হবে।

(২০) বিগত কয়েক দশকে, সারা দেশের এবং বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, আর্থিক এবং শিল্পের ক্ষেত্রে, আমূল পরিবর্তন হয়েছে। শিল্প এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির ঊর্ধ্বসীমা একটি অন্যতম সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ১৯৯৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার Urban Land Ceiling Act-টি Repeal করেছে এবং অনেক রাজ্যও এই Act-টি Repeal করেছে। আমাদের রাজ্যেও এই পরিপ্রেক্ষিতে Urban Land Ceiling Act-টি পুনর্বিবেচনা করা হবে। তার সঙ্গে West Bengal Land Reforms Act আইনটিরও ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত ধারাগুলির প্রয়োজনীয় পুনর্বিবেচনা করা হবে।

(২১) গৃহে এবং শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জোগান নিশ্চিত করার আমাদের প্রতিশ্রুতির অঙ্গ হিসেবে আমি সাঁওতালডিহি, বক্রেশ্বর এবং দুর্গাপুরে, আগামী ৪ বছরে ২৩,৩৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২,৯২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন **৪টি নতুন সুপার ক্রিটিক্যাল থার্মাল পাওয়ার ইউনিট** স্থাপনের প্রস্তাব রাখছি। প্রকল্পটি রাজ্য

সরকার PPP মডেলে বাস্তবায়িত করবে। আমি প্রকল্পটি শুরু করার জন্য **১০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করছি।

(২২) উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে রাজ্য সরকার এই ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে ঃ

(ক) দক্ষিণ ২৪-পরগনার মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর LOT ৮ এবং সাগরদ্বীপের কচুবেড়িয়ার মধ্যে একটি ৩.১ কিমি দীর্ঘ সেতু স্থাপন হবে। এই সেতুটির নাম হবে **'গঙ্গাসাগর সেতু'**। এরফলে সাধারণ মানুষের গঙ্গাসাগর-এর মত একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানে যাওয়া সহজ হবে। স্থানীয় মানুষদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং এলাকার পর্যটন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এটি বিশেষ ভূমিকা নেবে। এই প্রকল্পটি আগামী ৩ বছরে সম্পূর্ণ করা হবে যার জন্য ১,২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে হবে। আমি প্রকল্পটির প্রথম বছরের জন্য **২০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করছি।

(খ) পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান-আরামবাগ রাস্তায় (SH-7) 'কৃষক সেতু'র সমান্তরাল দামোদর নদীর ওপর **'শিল্প সেতু'** নামে একটি ৪-লেন বিশিষ্ট নতুন ৬৪০ মিটার দীর্ঘ সেতু স্থাপন হবে। এই নতুন সেতুটি স্থানীয় দ্রব্যের পরিবহণ এবং গণপরিবহণ-এ বিশেষ সুবিধা তৈরি করবে যার ফলে স্থানীয় মানুষ উপকৃত হবেন এবং এলাকার অর্থনীতি সুদৃঢ় হবে। এই প্রকল্পটি আগামী ৩ বছরে আনুমানিক ২৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হবে। আমি প্রকল্পটির প্রথম বছরের জন্য **১০০ কোটি টাকা** বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(গ) নিউ টাউন এবং এয়ারপোর্ট-এর যোগাযোগ উন্নত করার জন্য Eastern Metropolitan Bypass -এর মেট্রোপলিটান মোড় থেকে নিউ টাউনের CG Block সন্নিহিত মহিষবাথান পর্যন্ত **একটি ৪-লেন বিশিষ্ট, ৭ কিমি দীর্ঘ ফ্লাইওভার স্থাপনের প্রস্তাব করছি**। এই প্রকল্পটি আগামী ৩ বছরে ৭২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। আমি প্রকল্পটির প্রথম বছরের জন্য **১৫০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করছি।

(২৩) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, PMAY যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বঞ্চনার জন্য ১১ লক্ষেরও বেশি অনুমোদিত পরিবার তাদের গৃহ তৈরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং কঠিন অবস্থার মধ্যে বাস করছে। আমরা বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে এব্যাপারে প্রদেয় টাকা মঞ্জুর করার জন্য অনুরোধ করলেও কেন্দ্রীয় সরকার সাড়া দেয় নি। আমরা আরও এক মাস এই খাতে রাজ্যের পাওনা টাকা পাবার জন্য অপেক্ষা করব। যদি কেন্দ্রীয় সরকার সাড়া না দেয় তাহলে রাজ্যের নিজস্ব অর্থ থেকে এই পরিবারগুলিকে সাহায্য করার জন্য রাজ্য সরকার বিবেচনা করবে।

(২৪) পথশ্রী-১ এবং পথশ্রী-২ প্রকল্পে রাজ্য সরকার ৬,৪৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৬,৪৮৭ কিমি রাস্তার নির্মাণ অথবা সংস্কার করেছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা (PMGSY) প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ দিতে অস্বীকার করায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের নিজস্ব সঙ্গতিতে গ্রামীণ এলাকায় সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য **'পথশ্রী-৩'**-র সূচনা করা হয়েছে। **এই প্রকল্পে আনুমানিক ৩,৮৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন রাস্তা নির্মাণ ও প্রায় ১২,০০০ কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তাকে উন্নততর করা হবে।**

মানব সম্পদ

(২৫) মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা আরও দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলিতে সমস্ত খালি পদ পূরণ করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তর এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাগুলিতে **৫ লক্ষ** চাকরির ব্যবস্থা করা হবে।

(২৬) **১,৫০,০০০ হাজারেরও** বেশি সিভিক ভলান্টিয়ার / ভিলেজ পুলিশ / গ্রিন পুলিশ ইত্যাদি আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশকে সাহায্য করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে এদের **মাসিক পারিশ্রমিক আরও ১,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা** হবে। **রাজ্য পুলিশে এদের যুক্ত হওয়ার কোটাও ১০% থেকে বাড়িয়ে ২০% করার প্রস্তাব করছি।** আমি এই খাতে **১৮০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করার প্রস্তাব করছি।

(২৭) আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বর্তমান নির্দেশিকা অনুযায়ী সিভিক ভলান্টিয়ার / ভিলেজ পুলিশ / গ্রিন পুলিশ ইত্যাদি সমেত যে সমস্ত **কন্ট্রাকচুয়াল** কর্মীরা অবসরকালীন সুবিধা হিসেবে ২ লক্ষ টাকা অথবা ৩ লক্ষ টাকা পাওয়ার যোগ্য, তাদের **এককালীন অবসরকালীন সুবিধা বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করছি।** আমি এই খাতে **১০০ কোটি টাকা** বরাদ্দ করার প্রস্তাব করছি।

(২৮) আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, কন্ট্রাকচুয়াল গ্রুপ ডি ও গ্রুপ সি কর্মচারীদের মাসিক পারিশ্রমিক যথাক্রমে ৩,০০০ টাকা ও ৩,৫০০ টাকা করে বৃদ্ধি করা হল। **এর ফলে ৫০,০০০ কর্মী উপকৃত হবেন।** এই উদ্দেশ্যে আমি বছরে **২৮৮ কোটি টাকা** বরাদ্দ করছি।

(২৯) আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, ২০২০ সালে যে সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণির IT কর্মীকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে, তাদের পারিশ্রমিকও category অনুযায়ী বাড়ানো হল। এর ফলে প্রায় **১২,০০০ IT কর্মী** উপকৃত হবেন যার জন্য প্রতি বছর অতিরিক্ত ব্যয় হবে আনুমানিক **১৩২ কোটি টাকা।**

(৩০) আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস এবং সকল জাতীয় আন্তর্জাতিক গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে সকল সোনা, রুপা ও ব্রোঞ্জ মেডেল জয়ীদের, মেডেলের শ্রেণি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী, পুলিশ প্রতিষ্ঠানে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্টের পদ পর্যন্ত এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরে সরকারি চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে।

(৩১) আমরা জানুয়ারী মাসে ৪% D.A. দিয়েছি। যার দরুন রাজ্য সরকারের কর্মচারী, শিক্ষক, পেনশনার ইত্যাদিরা ১০% D.A. পাচ্ছেন।

মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে একটু রেহাই দেবার জন্য আমাদের সীমিত আর্থিক সামর্থের মধ্যেই **আরও ৪% D.A.** দেবার ঘোষণা করছি যা লাগু হবে মে ২০২৪ মাস থেকে।

আশা করি আমাদের কর্মচারীবৃন্দ এই ঘোষণায় খুশি হবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

কর মকুবের ক্ষেত্রে আমি নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রাখছি ঃ

(৩২) আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট-এ কর আদায় আরও সংহত করতে রেজিস্টার্ড গাড়ির ক্ষেত্রে **কম হারে 'লাইফ টাইম ট্যাক্স' ও ছোট প্যাসেঞ্জার গাড়ির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম হারে ট্যাক্স** লাগু করার প্রস্তাব রাখছি।

(৩৩) আমি হোটেল ও রেস্টুর‍্যান্ট মালিকদেরকে বহু পুরোনো বিতর্কিত লাক্সারি ট্যাক্সের আনুষঙ্গিক দায় থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য Settlement of Dispute (SOD) স্কিম চালু করার প্রস্তাব রাখছি। এই স্কিমের মাধ্যমে **শুধুমাত্র বকেয়া ট্যাক্স আদায় করা হবে এবং ট্যাক্সের উপর পেনাল্টি ও ইন্টারেস্টে সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হবে।**

এর ফলে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় ছাড়াও প্রায় ৫,০০০ হোটেল ও রেস্টুর‍্যান্ট মালিকদের ব্যবসার সুবিধা হবে এবং তাদের ব্যালান্স শীট আনুষঙ্গিক দায়মুক্ত হবে।

(৩৪) বর্তমান আইন অনুযায়ী, **পরিবারের সদস্যদের মধ্যে** দানপত্রের রেজিস্ট্রেশনে সম্পত্তির মূল্যের উপর ০.৫% হারে স্ট্যাম্পে ডিউটি দিতে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটিতে ছাড় দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমি আনন্দের সঙ্গে **স্ট্যাম্প ডিউটির পরিমাণ এই প্রকার দলিলের জন্য সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকা করার প্রস্তাব রাখছি।**

৫

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা অবগত আছেন যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক প্রশাসনিক কর্মসূচির সহায়তায় সেগুলির সফল রূপায়ণের মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে ক্রমাগত উন্নততর সামাজিক এবং আর্থিক পরিষেবা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা দেশ ও দশের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান অনৈতিক আর্থিক বঞ্চনা এবং রাজ্যের নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও রাজ্য সরকার বিশেষভাবে সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিশুকল্যাণের প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্বচ্ছতার সঙ্গে কার্যকরী করে সমাজের দুর্বলতম শ্রেণির জীবন এবং জীবিকার নিরাপত্তার অঙ্গীকার সুচারুরূপে পালন করে চলেছে।

একই সাথে রাজ্যে স্থায়ী এবং উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিজের এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার আর্থিক সহায়তায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকাঠামো উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়িত করছে।

স্যার, আমি মাননীয় সদস্যগণের সামনে আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য ৩,৬৬,১১৬ কোটি টাকা (নিট) বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্যার, বাংলার সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার এবং নূতন নূতন স্বপ্ন পূরণে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর রচিত একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই—

‘‘ভেঙ্গে ফেলো বাঁধন ও বাধা বিঘ্ন
ব্যর্থ হতাশাকে করোগো ছিন্ন।
এগিয়ে চলো সব বিশ্ব পানে
জয় করে নাও সব সত্য সাধনে।
উদ্ভাসিত হোক তব প্রাণের জ্যোতি

ভুলে যাও গ্লানি, আনো কাজের গতি।
নতুন আবাহনে, নতুন চিন্তনে
আরাধনা হোক তব গীতবিতানে।
অগ্নিবীণার সব দহন দানে
পবিত্র হোক তব আনন্দ নিকেতনে।
উদ্বেলিত হোক তব নবজাগরণ
ধরণীর ধূলিতে ওড়াও বিজয় কেতন।
তোমরাই পারবে, তোমরা ছাত্র যৌবন
নবান্নতে আসুক ধন-ধান্য প্লাবন।।”

আর্থিক বিবরণী, ২০২৪-২০২৫

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০২৪-২০২৫

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত, ২০২২-২০২৩	বাজেট, ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত, ২০২৩-২০২৪	বাজেট, ২০২৪-২০২৫
	আদায়				
১।	প্রারম্ভিক তহবিল	৭.০৪	(-)২.০০	(-)১৩.৭৭	(-)৫.০০
২।	রাজস্ব আদায়	১,৯৫,৫৪৪.১৭	২,১২,৬৩৭.০৩	২,০৮,৬৫৯.০৯	২,৩৬,২৫১.০৯
৩।	মূলধনখাতে আদায়	৭০,২৪৩.২৬	১,২০,০৪০.১২	১,১২,৮০২.৫৮	১,২১,৬৮৯.০০
৪।	সরকার অধীনস্থ সংস্থা ও সরকারি কর্মচারীদের ঋণ শোধ বাবদ	৮১.৮৮	১৪৫.৬৩	৪৮৬.৩০	১৮৭.৩৬
৫।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	১০,৯৫,৬৪৩.৬৯	১০,৪২,১৯৩.৯৯	১১,৪২,০৬৫.৮৭	১১,৯৯,১৭৫.০৯
	মোট	**১৩,৬১,৫২০.০৪**	**১৩,৭৫,০১৪.৭৭**	**১৪,৬৪,০০০.০৭**	**১৫,৫৭,২৯৭.৫৪**
	ব্যয়				
৬।	রাজস্বখাতে ব্যয়	২,২২,৮৩৮.৯১	২,৪৩,৫৬১.১২	২,৩৬,৯১১.৯২	২,৬৮,২০২.৭৬
৭।	মূলধনখাতে ব্যয়	২২,০০৮.৭৮	৩৪,০২৬.২৩	৩০,৫৩৬.৯১	৩৫,৮৬৫.৫৫
৮।	সরকারি ঋণ	২৯,৭৬৮.৩৯	৬০,৫৪০.৮০	৬০,৬৩১.৪২	৬১,৪২৭.৪১
৯।	সরকার অধীনস্থ সংস্থা ও সরকারি কর্মচারীদের ঋণ প্রদান বাবদ	৫৬৪.৪৯	১০৩৪.২৩	১০০২.৫৫	৬২০.৩০
১০।	আপন্ন তহবিলে স্থানান্তর	১৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১১।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	১০,৮৬,১৭৩.২৪	১০,৩৫,৮৫৯.৩৯	১১,৩৪,৯২২.২৭	১১,৯১,১৮৮.৫২
১২।	সমাপ্তি তহবিল	(-)১৩.৭৭	(-)৭.০০	(-)৫.০০	(-)৭.০০
	মোট	**১৩,৬১,৫২০.০৪**	**১৩,৭৫,০১৪.৭৭**	**১৪,৬৪,০০০.০৭**	**১৫,৫৭,২৯৭.৫৪**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০২২-২০২৩	বাজেট, ২০২৩-২০২৪	সংশোধিত, ২০২৩-২০২৪	বাজেট, ২০২৪-২০২৫
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (–)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)২৭,২৯৪.৭৪	(-)৩০,৯২৪.০৯	(-)২৮,২৫২.৮৩	(-)৩১,৯৫১.৬৭
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	২৭,২৭৩.৯৩	৩০,৯১৯.০৯	২৮,২৬১.৬০	৩১,৯৪৯.৬৭
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	(-)২০.৮১	(-)৫.০০	৮.৭৭	(-)২.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	(-)১৩.৭৭	(-)৭.০০	(-)৫.০০	(-)৭.০০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ				
(১) রাজস্বখাতে	. . .	. . .	. . .	. . .
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	. . .	. . .	. . .	. . .
(চ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	. . .	. . .	. . .	. . .
(ছ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)২৭,২৯৪.৭৪	(-)৩০,৯২৪.০৯	(-)২৮,২৫২.৮৩	(-)৩১,৯৫১.৬৭
(জ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-)১৩.৭৭	(-)৭.০০	(-)৫.০০	(-)৭.০০